



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
March 2022

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিজের ভাগ্য হীরের তুল্য বানাতে হবে, পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে স্বর্গের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ রহস্য বুদ্ধিতে যদি যুক্তিযুক্ত ভাবে বসে যায় তাহলে অপার খুশীতে থাকবে ?

*উত্তরঃ - ড্রামার রহস্য । এই ড্রামাতে প্রতিটি অভিনেতা অবিনাশী পার্ট পেয়েছে, যা তাদের অভিনয় করতেই হবে । কারোর পার্টই নষ্ট হয় না, বা মুছে যায় না । এই পার্ট, যা বানানো আছে, বানানো হচ্ছে -- এতে কোনো হেরফের হয় না । কল্প সম্পূর্ণ হলে আবারও সেই পার্ট সেকেন্ড - বাই সেকেন্ড রিপিট হবে । এ হলো অতি গুহ্য রহস্য, যা যুক্তিযুক্ত ভাবে যদি বুদ্ধিতে বসে যায়, তাহলে অপার খুশীতে থাকবে । না হলেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় বা ঝিমিয়ে যায় । বাবা বলেন - বাচ্চারা, ঝিমিয়ে যেও না । বাবার প্রতি বিশ্বাস রেখে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করো ।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি ঐশ্বরীয় বাচ্চারা এই গীত শুনেছে । ড্রামা অনুসারে বোঝা যায় যে, তোমরা এখন ঐশ্বরের বাচ্চা হয়েছো । ঐশ্বরের কাছে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে এসেছো বা স্বরাজ্য নিতে এসেছো । নরকের মানুষ তো জানেই না যে, স্বর্গ কাকে বলে ! তোমরা তো জানো যে, বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন । রাবণ আবার নরকের স্থাপনা করে । এও কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের রাজত্ব গ্রহণ করছি । কোনো মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন বলা হয়, স্বর্গে গেছেন । যদিও নিজেদের বলে, আমরা নরকে আছি, আর সবাই এই নরকের মালিক । এ হলো সম্পূর্ণ সহজ কথা, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই । তোমাদের ভাগ্য এখন হীরের তুল্য তৈরী হচ্ছে । এই হীরের মতো ভাগ্য বাবা ছাড়া আর কেউই বানাতে পারেন না । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । নরক কতো সময় ধরে চলে, কাউকে যদি বোঝাও তাহলে বলবে, সত্যযুগের তো লক্ষ বছর হয়ে গেছে । তোমরা হলে গড ফাদারলী স্টুডেন্ট । তোমরা গড ফাদারের কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছো । তাহলে আবার বাবাকে ভুলে যাও কেন -- একথা বাবা বুঝতে পারেন না । তুফান তো অনেকই আসবে । তখন কি পরিশ্রম ছাড়াই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । কারোর মৃত্যু হলে মানুষ বলে দেয় যে, স্বর্গবাসী হয়েছেন । তাহলে কাল্লাকাটি কেন করো ? তোমাদের তো হাততালি দেওয়া উচিত, খুশী পালন করা উচিত ! স্বর্গে যাওয়া যদি এতটাই সহজ হয়, তাহলে তো সবাইকে গালি দিয়ে দাও, তাহলেও স্বর্গে পৌঁছে যাবে । তাহলে এখানে দুঃখে থাকার কি প্রয়োজন পড়েছে । অতি দুঃখে মানুষ বিষ পান করেও মৃত্যু বরণ করে । কতো সিপাইয়ের মৃত্যু হয়, একে অপরকেও হত্যা করে । বাবা বলেন - তোমরা সবাইকে বোঝাও, স্বর্গে যখন গেছে, তখন তোমরা কাল্লাকাটি করো কেন ? বাস্তবে, না কেউ স্বর্গে যেতে পারে, আর না নির্বাণধামে ফিরে যেতে পারে । এখন তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার উপায় বাবাই বলে দেন । স্বর্গের রচয়িতা যখন স্বর্গ রচনা করবেন, তখনই তো স্বর্গে কেউ যাবে, তাই না । এখন স্বর্গের রচয়িতা বাবা এসেছেন । এও তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, রাবণ রাজ্য যখন শুরু হয়, তখন দেবী - দেবতার বাম মার্গে চলে যান । সেই সময় থেকেই বিকার শুরু হয়ে যায় । রাবণ রাজ্য কবে শুরু হয়, তার কোনো দিন নির্ধারিত নেই । বাচ্চারা, তোমরা বলতেই পারবে না যে, বাবা কবে এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । যখন সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তখন এসেছিলেন, নাকি কবে ? সাক্ষাৎকার তো ভক্তিমার্গেও এভাবেই হয় । জানতেই পারা যায় না যে, বাবা কোন্ সময় এসেছেন । কৃষ্ণের জন্মের সময় দেখানো হয় । শিব বাবার কোনো সময় ইত্যাদি কিছুই হয় না । বাবা তো মালিক । তিনি কখন আসেন, তা জানতেই পারা যায় না । এই মুরলী থেকেই তোমরা বুঝতে পারো ।

বাবা বোঝান যে, আমি কালেরও কাল, আমি সকলকেই পূর্বে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম । সত্যযুগে তো অল্পসংখ্যক মানুষ ছিলো, কলিযুগে কতো বেশী মানুষ । সকল আত্মাদেরই আবার ফিরে যেতে হবে । তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পাণ্ডা চাই । আমি আত্মিক পাণ্ডা হয়ে এসেছি, আমি তোমাদের নিয়ে যাবো । নতুন দুনিয়ার জন্য আমি তোমাদের পড়াচ্ছি । নরক, স্বর্গ কি, কতো সময় ধরে চলে, কবে শুরু হয়, এইসব কোনো সন্ধ্যাসী আদিরা জানে না । রচয়িতাও একজন আর সৃষ্টিও এক । শাস্ত্রতে তো আভাল - পাতাল ইত্যাদি অনেক সৃষ্টির কথা বলে দিয়েছে, যা খুঁজতে থাকে । মানুষ মনে করে, এক একটি স্টারে দুনিয়া আছে । বাবা বলেন, আমি আবার তোমাদের গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছি । ক্রাইস্টকে আবার তাঁর সময়ে আসতে হবে । এই ড্রামা একটাই । সত্যযুগে দেবী - দেবতার রাজ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না । তোমরা এখন

জানো, আমরা বাবার কাছ থেকে সেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে এসেছি। মানুষ ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন, এসো। তাই অবশ্যই এই সঙ্গমেই আসতে হবে। তোমরা এখন জানো, আমরা এখানে কেন এসেছি? কি নিতে এসেছি? তোমরা বলবে, আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। আমরা এখন রাজযোগ শিখছি। আমরা কল্প - কল্প উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি, আবার হারিয়ে ফেলি। এখন আবার আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করাতে হবে। এই গীত কতো সুন্দর। বাচ্চারা, এর অর্থ তোমরাই বুঝতে পারো। এই গীত কতো সুন্দর, তোমাদের মন ছুঁয়ে যায় বাবা, আপনার কাছ থেকে আমরা এমন রাজ্য গ্রহণ করি, যা কেউই কেড়ে নিতে পারে না। এ হলো অবিনাশী উত্তরাধিকার, যা অবিনাশী বাবার কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীর অনাদি ড্রামা অনুসারে অথবা গীতার কখন অনুসারে, বাবা আবার গীতা শোনাতে এসেছেন, যিনি আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন শাস্ত্রে তো আগডুম-বাগডুম করে দিয়েছে। যুক্তির দ্বারা বোঝানোর মতোও কাউকে চাই। কেউ বলে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। আল্লা তো অবিনাশী, তাকে অবিনাশী পার্টই অভিনয় করতে হবে, তার পার্ট কখনো নষ্ট হতে পারে না। কখনোই মুছে যেতে পারে না। এই পার্ট বানানো আছে, বানানো হচ্ছে.... এতে কোনো অদল-বদলও হতে পারে না এ কতো আশ্চর্যের! এতো ছোটো আল্লার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। কল্প সম্পূর্ণ হলে আবার এমন অভিনয়ই রিপিট হবে সেকেন্ড বাই সেকেন্ড একই ভাবে অতিক্রম হবে। এই ড্রামাকেও খুবই যুক্তিযুক্ত ভাবে বুঝতে হবে। কেউ - কেউ তো এইসব বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। প্রথমে তো বাবার প্রতি নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন যে, বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যাবে। কল্প - কল্প ভারতই তা পেয়ে থাকে। ৮৪ জন্মগ্রহণও করতে হবে। বর্ণও অবশ্যই বোঝাতে হবে। একে অপরকে এই স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে হবে যে? আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। সবাই তো এখানে এসে পড়বে না। তোমরা দেখো যে, কতো সেন্টার খুলতে থাকে যেখানে নরকবাসী এসে স্বর্গবাসী হয়। বাবাকে লেখে, আমি ব্যবস্থা করতে পারি। আমার কোনো বস্তুর প্রতি মমত্ব নেই। এই সবকিছুই ঈশ্বরার্থে। এখন আপনি যা রায় দেবেন। আমিও (ব্রহ্মা বাবা) লিখি, তোমরা নিজদের মধ্যে আলোচনা করো, যেখানে ভালো পরিবেশ, সেখানে সেন্টার খোলো। বাচ্চারা হিন্মত দেখালে বাবা সাহায্য করেন। বাবা কতো খুশী হন। তিনি মনে করেন, এমন দান তো খুবই ভালো, অনেককেই কড়ি থেকে হীরের তুল্য বানানো। এ তো অনেক বড় হসপিটাল আবার কলেজও। কেবল পৃথিবীর তিন পদ জমি চাই। এ কতো সহজ রীতি, বাবা কড়ি থেকে হীরের তুল্য তৈরী করেন। এমন বাবাকে দেখো, কতো সাধারণ থাকেন। কোথায় এসেছেন, কোনো রাজার কাছে কেন আসেননি! তিনি বলেন, আমি সাধারণ বৃদ্ধের তনে আসি, যিনি পুরোপুরি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন। সত্যযুগের ফাষ্ট প্রিন্স তো ইনিই, তাই না। এনার নামও রাখা হয়েছে - শ্যাম আর সুন্দর। বাচ্চারা, তোমরা এর অর্থও বুঝতে পারো, ওরা অর্থ না বোঝার কারণে কালো করে দিয়েছে। বিশেষ করে শিব বাবার লিঙ্গও কালো। কৃষ্ণ, রামকেও কালো করে দিয়েছে। একদিকে গৌর আর অন্যদিকে কালো কেন? জগন্নাথের মন্দিরে মুখ এমন দেখানো হয়, যেন আফ্রিকান মানুষ। কোথাও কোথাও নারায়ণকেও কালো করে দিয়েছে। কোথাও আবার লক্ষ্মীকেও এমন দেখানো হয়। এখন আশ্চর্য লাগে যে - মানুষের বুদ্ধি কেমন। বাবাই তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সত্য মত দেন। বাকি তো সবাই যন্ত্র - তপ - দান - পুণ্য ইত্যাদি করে, অকারণে অর্থ নষ্ট করতে থাকে। তখন আবার কেন বলে - পতিত পাবন, এসো। কেন ডাকতে থাকে? গঙ্গা - যমুনা, নদীনালা ইত্যাদি কতো আছে। এই বাবাও অনেক তীর্থ ইত্যাদি করেছেন। তোমরা এখন অতি প্রিয় ভাগ্যবান নক্ষত্র নরক আর স্বর্গকে জেনে গেছো। মানুষের মৃত্যু হলে বলে, স্বর্গবাসী হয়েছে। তাই তাদেরও বোঝাও, স্বর্গ কাকে বলে। আমরা জানি, তাই তো বোঝাই। আমরা স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে পেয়েছি, তিনিই আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করেছেন। আমাদের কোনো মনুষ্য গুরু নেই। সদ্ধুরু হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই পতিত পাবন, যাঁকে ডাকা হয়। নিরাকারকেই তো ডেকে থাকে, তাই না? যাঁকে তোমরা জ্ঞানের সাগর বোলা। তিনি হলেন সৎ - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। আমাদের তো জ্ঞান নেই। এমন অনুভবও হয়, তাঁর কাছে যে জ্ঞান আছে, তা আর কারোর কাছেই নেই। তোমাদের কতো গদগদ থাকা উচিত। পতিত - পাবন, গড ফাদার আমাদের পড়ান। তিনি আমাদের বাবা - টিচার এবং সদ্ধুরু, এতে ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথা নেই। নিজের রচনার তো দেখভাল করতেই হবে। যদি এখানে এসে বসে যায় - সে তো সন্ন্যাসীদের জ্ঞান হয়ে গেলো। গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টা বের করতে পারো। প্রথমে সাত দিন ভাঙি করতে হবে। সাত দিন যেন অন্য কেউই স্মরণে না আসে, চিঠিও কাউকে লিখবে না। সম্পূর্ণ ভাবে সবাইকে ভুলে যেতে হবে। তোমরা অনেক বছর ভাঙিতে ছিলে, তবুও ভাগ্য... কাউকে তো মায়া আকৃষ্ট করে নেয়। মায়া এমনই প্রবল।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ধীরে - ধীরে পরিপক্ব অবস্থায় আসতে থাকো। তোমরা জানো যে, আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ঝাড়, সব ধর্ম আছে। ওখানেও পৃথক সেকশন আছে। এখানেও এমন আর

ওখানেও এমন । বাকি, মোক্ষ কেউই লাভ করতে পারে না । এমনও নয় যে, বুদ্ধদের মতো আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যাবে । তখন তো সব পার্টই শেষ হয়ে যাবে । সব জ্যোতিই জ্যোতিতে মিশে যাবে, এই খেলাই সমাপ্ত হয়ে যাবে । এ সবই মিথ্যা । মিথ্যা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা, এক সুতো সত্যিও নেই । ভক্তিতে কোনো মুখ মিষ্টি তো হয়ই না । বাচ্চারা, তোমরা জানো - কে তোমাদের মুখ মিষ্টি করায় । তাই বাবার এই পার্টে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা উচিত । পুরানো দুনিয়াকে দেখে পাগল হয়ে যেও না । তোমরা দেহ বোধে এসো না । এখন তো নিজের ব্যাগ - ব্যাগেজ তৈরী করে ট্রান্সফার করে দাও । এখন এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । বাবা বলেন, তোমরা সবকিছু ইন্সিওর করে দাও । ভক্তিমার্গে যখন করো, তখন অল্পকালের জন্য ফল প্রাপ্ত করো । তোমরা মনে করো, ঈশ্বর দিয়েছেন । এখন তোমরা দাও, তখন বাবাও পরিবর্তে দেন । প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে তোমরা ২১ জন্মের জন্য ইন্সিওরেন্স পাও । এই বাবা বলেন - দেখো, আমি সম্পূর্ণ ইন্সিওর করেছি তাই সম্পূর্ণ রাজস্ব পাই । ওসব হলো জাগতিক ইন্সিওরেন্স, আর এ হলো রুহানী বাবার সঙ্গে ইন্সিওরেন্স । মানুষ তো ঈশ্বরকে অর্থ দান করে । ঈশ্বর তখন তার পরিবর্তে দিয়ে থাকেন । তিনি তো ভক্তিমার্গেরও দাতা, আবার জ্ঞানমার্গেরও দাতা । এ হলো অসীম জগতের পড়া, অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত করার জন্য । এখন তোমরা যত চাও, তত নাও । তোমরা বিশ্বের রাজস্ব প্রাপ্ত করতে পারো । এখানে পুরুষার্থেরই জয় । তোমরা চেষ্টা করো বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য । আর যদি দ্বিধাগ্রস্ত হও, তাহলে সার্জন রায় দেওয়ার জন্য বসে আছেন । তোমরা জানো যে, আমরা অনেকবার বাদশাহী নিয়েছি, আবার হারিয়েওছি । এই জ্ঞান এখনকার জন্য, সত্যযুগে আবার সব ভুলে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্য মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পুরানো দুনিয়াকে দেখে পাগল হয়ে যেও না । নিজের ব্যাগ - ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দিতে হবে । নিজের সবকিছুই ইন্সিওর করে দিতে হবে ।

২) কোনো বস্তুর প্রতি মমত্ব যদি না থাকে তাহলে কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়ার সেবা করতে হবে । দান করলেই ধন বৃদ্ধি পাবে ।

বরদানঃ:- নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতে প্রতিটি পেপারে পাস করে এভার রেডি, নষ্টমোহ ভব
এভাররেডির অর্থ হলো নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ । সেই সময় কোনো আত্মীয় পরিজন বা বস্তু যেন স্মরণে না আসে, কারোর প্রতি যেন আকর্ষণ না থাকে । সকলের থেকে পৃথক অথচ সকলের প্রিয়, এর সহজ পুরুষার্থ হলো নিমিত্ত ভাব । নিমিত্ত মনে করলে "যিনি নিমিত্ত বানান" তিনিই স্মরণে আসবেন । আমার পরিবার, আমার কাজ -- এমন নয় । আমি নিমিত্ত । এই নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতে প্রতিটি পেপারে পাশ করে যাবে ।

স্লোগানঃ:- ব্রহ্মা বাবার সংস্কারকে নিজের সংস্কার করাই হলো 'ফুলো ফাদার' করা ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা—তোমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আমরা সঙ্গম যুগে ভবিষ্যতের উপার্জনের জন্য পড়াশোনা করছি, বাবা আমাদের ঈশ্বরীয় অধ্যয়নের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করছেন"

*প্রশ্ন:- — নিজেই নিজেকে কৃপা বা আশীর্বাদ করার বিধি কোনটি?

*উত্তর:- — নিজেই নিজেকে কৃপা বা আশীর্বাদ করার জন্য প্রতিদিন বাবার পড়া করতে হবে। কখনও সঙ্গদোষে পড়ে পড়াশোনায় ফাঁকিবাজি করবে না। যে সবসময় শ্রীমত অনুসারে চলে সে নিজেকে কৃপা করে এবং বাবারও আশীর্বাদ পেতে থাকে।

*গীত:- — আমি একটি ছোট শিশু

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ, যখন মানুষ গীতা শুনিতে থাকে তখন বলে সাকার কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। বাবা এসে বোঝান আমি এসে তোমাদের রাজস্ব প্রাপ্ত করাতে চলেছি—এই রাজযোগ আর জ্ঞান দ্বারা। কৃষ্ণ তো ছিল সত্যযুগের প্রিন্স। এটাই হলো গীতার মূল্য ভুল। তোমরা বাচ্চারা জানো ভগবান শিব আমাদের পড়াচ্ছেন এই শরীর(ব্রহ্মা) দ্বারা। শিব জয়ন্তীরও গায়ন আছে। জন্মদিনও পালন হয়ে আসছে। শুরু থেকেই আত্মা নামটি চলে আসছে। বাবা বলেন আমি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিনা। আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে ভিতরে নড়াচড়া করে ওঠে। অনুভব হয় ভিতরে আত্মার প্রবেশ ঘটেছে। বাচ্চাদের অরগ্যান্স তখন নড়াচড়া করতে শুরু করে দেয়। এই বিষয়টা যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে। অন্যান্য মানুষরা যাই শুনিতে থাকুক না কেন এমনটা কেউ বলবে না যে আমি আত্মা তোমাদের বোঝাচ্ছি। ওরা প্রসিদ্ধ হয় শরীর দ্বারা। এই বাবা তো বিচিত্র, ওঁনার নিজের শরীর নেই। শরীর ধারীদের কখনোই ভগবান বলা উচিত নয়। স্কুল বা সূক্ষ্ম যে কেউ-ই হোক ! আত্মা অরগ্যান্স দ্বারাই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। ওরা তো মানুষকে তৈরি করা শাস্ত্র শুনিতে থাকে। এখানে এটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। ভগবানুবাচ, কে ভগবান? যাঁকে সব ভক্তরা ভগবান বলে স্মরণ করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শঙ্করের নাম তো জানে। হে ব্রহ্মা, হে বিষ্ণু বলে আহ্বান করে, ওরা হলো দেবতা। ভগবান বললে নিরাকার-ই স্মরণে আসে। নিরাকার পরমাত্মারই বন্দনা করে থাকে। তিনি বলেন আমিও আত্মা কিন্তু সুপ্রিম। আমারও চিত্র তৈরি করে। তোমরা আত্মাদেরও চিত্র তৈরি করে। মন্দিরে বড় শিবলিঙ্গ রাখে আর ছোট শালগ্রামও রাখে,যার মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে ওরা আত্মা(শালগ্রাম) এক পরমাত্মার সন্তান। বাবা সবসময়ই বাচ্চাদের থেকে বড় হন সেইজন্যই বড় লিঙ্গ তৈরি করে থাকে। বাস্তবে আমি বড় শালগ্রাম নই। আত্মা আকারে ছোট বড় হয়না মানুষ (শরীর) ছোট বড় হয়, আত্মা যেমন তোমাদের তেমনই আমার। কিন্তু আমার আত্মা সুপ্রিম। পরমধাম আমার নিবাসস্থান। উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমপিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। বীজ বলা হয় রচয়িতাকে।

যেমন একটা জড় বীজ থেকে চারা বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনই আত্মার রূপ দেখ কেমন। শরীরের কত বিস্তার। সুতরাং প্রথমে নতুন বিষয় এটাই যে এখানে পরমাত্মা পিতা এসে পড়ান। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবানুবাচ সুতরাং পরীক্ষাও উচ্চ থেকে উচ্চতর হবে। ভগবান বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, যার দ্বারা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের দেবতা করে তুলি। তারপর তোমরা সূর্যবংশীয় হও বা চন্দ্রবংশীয় হও। পদ তো অনেক আছে। এখানে সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এটা হলো সঙ্গম যুগ। বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা এই জন্মের জন্য পঠন-পাঠন করছ না। এ'সবই ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন আর যা কিছু করছ সেই সব এই জন্মের জন্য। মানুষ মনে করে ভবিষ্যতের কথা কেন ভাবব, যা হবে দেখা যাবে। তোমরা বাচ্চাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমরা পরবর্তী জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অধ্যয়ন করছি। বাবা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, এই নিশ্চয়তা নিয়ে তোমরা পড়াশোনা করছ। দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কেউ এখানে বসতে পারবে না। এখানে কোনো পন্ডিত পড়ান না, নিরাকার ভগবান এসে পড়ান। আত্মা খুশি হয় যে অসীমের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন,ওঁনার নিজের মনুষ্য শরীর তো নেই। স্বয়ং এসে বলে থাকেন আমি নিরাকার সুতরাং এই ব্রহ্মা শরীরেই আমাকে আসতে হয়। এই ড্রামা অনাদি এবং পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ স্মরণে আসে, মূলবতনে আমরা আত্মারা বাস করি আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে আসবে না যে আমার আত্মা পরমধামে বাবার সাথে থাকে, যাকে ব্রহ্মাও বলা হয়। আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ ছোট নক্ষত্রের মতো। পূজার জন্য বড় করে তৈরি করা হয়েছে। এতো বড় আত্মা তো ব্রহ্মাণ্ডে বসতে পারবে না। বলা হয় ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে স্থলস্থল করছে অনুপম নক্ষত্র নক্ষত্র কত ছোট হয়। এই অবিনাশী ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজ-নিজ অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে, যা

প্রতিটি আত্মাই রিপোর্ট করে থাকে। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। ফিল্মে যে ভূমিকা একবার পালন হবে তারই আবার পুনরাবৃত্তি হবে, এর মধ্যে কোনো ভুলচুক হতেই পারে না। এই বিষয় সম্পূর্ণ নতুন। কোটির মধ্যে কেউ-কেউ বুঝতে পারবে। ৮-১০ বছর ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করেও ছেড়ে দেয়, সঙ্গদোষে পড়ে। এই পড়াশোনা এমনই যে যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে, ততদিন পান(স্ত্রোত্র অমৃত) করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই পড়াশোনা চলতে থাকবে। আমরা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য এই পড়াশোনা করছি। বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় নেশা বৃদ্ধি পায় যে ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। কেউ যদি রাজার সন্তান হয় আর রাজাই বসে পড়ান তবে সন্তান বলবে আমার বাবা, মহারাজা আমাকে পড়াচ্ছেন। এখানে পতিত-পাবন বাবা, যিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। রাজযোগ শেখাচ্ছেন। অন্তরে অপার খুশি থাকা উচিত। আমরা গডলি স্টুডেন্টস, গডফাদার পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে স্বর্গের স্বরাজ্য গ্রহণ করছি। কত সহজ বিষয়। কিন্তু এই পড়াশোনায় মায়া ভীষণ ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। চলতে-চলতে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এই রুহানী অধ্যয়ন প্রতিদিন করতে হবে, সেইজন্যই টেপ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ পড়াশোনা করার জন্য আমেরিকা, লন্ডনেও চলে যায়। এখানে তো ঘরে থেকেও পড়াশোনা করে না। বোঝে না যে পরমাত্মা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভগবান যিনি ত্রিলোকীনাথ, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, লিট্রের, গাইড ওনার কত মহিমা। কিন্তু বাবাকে তোমাদের মধ্যেও খুব কম জানে।

এই সময় তোমরা গুপ্ত রূপে আছ। তোমরা জানো আমরা মূলবতন নিবাসী এছাড়া সূক্ষ্মবতনও আছে। ঐ সূক্ষ্মবতনে বাচ্চারা যায়। মানুষ সাক্ষাত্কার করে থাকে। তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালী সেখানে যাও। সূক্ষ্মবতনে তোমরা ব্রাহ্মণ আর দেবতাদের মিলন হয়। ওটা হলো ব্রাহ্মণ আর দেবতাদের সঙ্গম। এখানে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রদের সঙ্গম। ওখানে ভোগ নিয়ে যাও। শেষে গিয়ে অনেক সাক্ষাত্কার হবে। যখন কন্যা মা-বাবার ঘর ছেড়ে স্বশ্রবাড়ি যায় খুব ধুমধাম করে তখন গান বাজনা হয়। তেমনই অল্পিমে অনেক সাক্ষাত্কার হবে। শুরুতে তোমরা অনেক কিছু দেখেছ আবারও শেষে গিয়ে অনেক কিছুই দেখবে। পড়াশোনা করলে তবেই তো দেখবে। যদি কারো কর্ম বন্ধন না থাকে তো পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে মনোনিবেশ করা উচিত। কারো কেউ মারা গেলে, মনে করা হয় এখন থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে কেননা বন্ধন ছুটে গেছে। এখন খুব ভালো পুরুষার্থ করে ভালো পদ প্রাপ্ত কর। এই নলেজ বড়ো চমকপ্রদ। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান — তিনি বলেন বাচ্চারা এখন আর ফাঁকিবাজি করবে না। মায়া তোমাদের দীপ ঝট করে নিভিয়ে দেবে, সেইজন্যই বাবাকে ভালো করে স্মরণ করতে হবে আর ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করতে হবে। যতক্ষণ এখানে বসে আছ ডাইরেক্ট শুনলে ঈশ্বরীয় নেশা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাইরে বেরোলেই নেশা হারিয়ে যায়। যেমন সঙ্গ তেমনই রঙ(আচরণ) লেগে যায়। বন্ধন না থাকলে বসে পড় আর পড়াও।

অনেক সুন্দর চিত্র তৈরি করা হয়েছে। বাবাও যুক্তি রচনা করছেন। গ্রামবাসীরা কিভাবে শিখবে। এখানে তো স্লাইডের মাধ্যমেও শিখতে পারবে। প্রতিদিনই উন্নতি হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন স্বদর্শন চক্র ঘোরা উচিত। বুদ্ধিতে ধারণা হবে তবেই তো কাউকে বোঝাতে পারবে। নয়তো টিচার বুঝতে পারে যে এর পড়াশোনায় মন নেই। দেহ-অভিমান আছে। মিত্র, আত্মীয় এবং শরীরের অভিমান থাকার কারণে, ভালোভাবে ধারণা হয়না। তারপর বলবে ভাগ্যে নেই। যতই মাথা ঠোকোনা কেন তবুও শ্রীমতে চলে না। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে বাবা কি হবে? বাবা বলেন তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করোনা, এতে আশীর্বাদের প্রশ্নই আসে না। আমি তোমাদের পড়াচ্ছি, তোমরা পঠন-পাঠন করে নিজের প্রতি কৃপা কর। শ্রীমতে চলা— এটাই কৃপা করা। না চললে নিজেকে কৃপা না করে অভিশপ্ত করে তোলা। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার না নিয়ে, রাবণের মতো চলে নিজেকে শাপগ্রস্ত করে তোলে। বাবা তো এসেছেন বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিতে। আশীর্বাদ করেন চিরঞ্জীবি ভব বলে, বেঁচে থাকো অর্থাৎ স্বর্গবাসী ভব, স্বর্গকেই অমরপুরী বলা হয়। অমরনাথই এমন আশীর্বাদ করে থাকেন। অমরপুরীর দেবতারা পবিত্র ছিল না! জাগতিক সব সম্বন্ধ থেকে মোহ ত্যাগ করতেই হবে। এখন বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলেন দেহের প্রতি মোহ থাকার কারণে তোমাদের এখানকার কথা স্মরণে আসে সেইজন্যই দেহী-অভিমानी হলে শেষে তোমাদের মুক্তিধাম তথা সুখধাম স্মরণে আসবে। শান্তিধাম আর সুখধাম, এটা হলো দুঃখের ধাম। আদি-মধ্য, অন্ত, নতুন দুনিয়া, মাঝখানের দুনিয়া, আর পুরানো দুনিয়া। যখন অর্ধেক সময় সম্পূর্ণ হয় তখন পুরানো দুনিয়ার নাম শুরু হয়। এই পুরানো দুনিয়া এখন নতুন হচ্ছে। কিভাবে নতুন হচ্ছে, এসে দেখ, বোঝো। কিন্তু কোটির মধ্যে কেউ মন দিয়ে বুঝবে। হাজার লক্ষ আসে তার মধ্যে ২-৪ জন বেরিয়ে আসে। তারপর চলতে-ফিরতে প্রতিদিন ১০ হাজার আসবে। বড়-বড় হল, বড়-বড় চিত্রও হবে। যারা ব্যাখ্যা করবে তারাও খুব বিচক্ষণ হয়ে উঠবে। শেষে গিয়ে তোমরা প্রশংসিত হবে। বলবে হে প্রভু, পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলার পথ সম্পূর্ণ আলাদা। ভক্তির অভ্যাস তাদের গড়ে উঠেছে। যদি কেউ দেউলিয়া হয়ে যায় বা কেউ মারা যায় তাদের গুরু বলবে দেখেছ— ভক্তি করা ছেড়ে দিয়েছ বলেই এমনটা ঘটেছে। মায়া বিঘ্ন ঘটায়, সুতরাং শ্রীমত ছাড়া উচিত নয়। মায়ার আড়ম্বর খুব আকর্ষণীয়,

মানুষ কত ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে। মনে করে আমাদের কাছে এটাই স্বর্গ। মায়ার আড়ম্বর রাবণ রাজ্যের পতন। সায়েন্সের কারণে মায়ার জাঁকজমক এখন অনেক বেশি। মনে করে গান্ধীজি স্বর্গ তৈরি করেছিল। তোমরা এখন স্বর্গের জ্ঞান পেয়েছ তবেই তো বুঝতে পেরেছ এটা নরক। এই রাজ্য মরীচিকার মতো। (দুর্যোধনের দৃষ্টান্ত) এই রাজ্য চলে যেতে বসেছে। কল্পের বিষয়। কল্পে-কল্পে নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। ত্রিমূর্তি শিবও আছে, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করছেন, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ হবে। তারপর যারা রাজযোগ শিখেছিল তারাই রাজ্য চালাবে। দৈবী রাজ্য স্থাপন করে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার পালনা করে আসছে। এটাই বুদ্ধিতে ধারণ করে সার্ভিস করতে হবে। তোমরা প্রকৃত গীতা পাঠ করছ। শুনে,শুনিয়ে, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে হবে। তোমরা অর্ধকল্পের জন্য দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকো। যেমন রবিবার সবার ছুটি থাকে না ! তেমনই অর্ধকল্প তোমরা দুঃখ এবং কান্নাকাটি থেকে মুক্তি পেয়ে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে রুহানী অধ্যয়ন প্রতিদিন করতে হবে। যতদিন জীবন থাকবে, পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে।

২) জাগতিক সম্বন্ধ বা দেহের প্রতি মোহকে ত্যাগ করে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সামলে চলতে হবে।

বরদানঃ:- মন-বুদ্ধি-সংস্কার বা সব কর্মেন্দ্রিয়কে বিধি অনুসারে পরিচালনা করতে সমর্থ স্বরাজ্য অধিকারী ভব স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা নিজের যোগ শক্তি দ্বারা প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয়কে আদেশ অনুযায়ী চালনা করে। শুধুমাত্র স্থূল ইন্দ্রিয় নয় মন-বুদ্ধি-সংস্কারকেও রাজ্য অধিকারীর ডায়রেকশন অথবা নীতি অনুসারে চালনা করে। সে কখনও সংস্কারের বশীভূত হয়না, সংস্কারকে নিজের বশীভূত করে শ্রেষ্ঠ নীতি অনুসারে কার্যকর করে তোলে, শ্রেষ্ঠ সংস্কারের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসে। স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা স্বপ্নেও প্রতারণিত হয়না।

স্নোগানঃ:- নির্মাতার বিশেষত্বকে ধারণ করতে পারলে সফলতা প্রাপ্ত হবেই।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সত্যিকারের বৈষ্ণব বানাতে, তোমরা এখন ট্রান্সফার (পরিবর্তন) হয়ে কালো থেকে ফর্সা হচ্ছে।"

*প্রশ্নঃ - সকল কামনা পূর্ণকারী বাচ্চারা তোমাদের টাইটেল কি ? তোমাদের কোন্ কামনা পূর্ণ করতে হবে ?

*উত্তরঃ - তোমরা সকলের মনস্কামনা পূর্ণ কারী জগৎ অশ্বর সন্তান কামধেনু। সকলের কামনা যে আমরা মুক্তি জীবন মুক্তি পাবো। তাহলে তোমরা জগৎ অশ্বা, জগৎ পিতা বাচ্চা সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলো, এটাই তোমাদের কর্তব্য (ধান্দা)।

*গীতঃ- অশ্বা তুমি-ই হলে জগদশ্বা.....

ওম্ শান্তি । এ হল মাম্মার জন্য ভক্তদের মহিমা। বলা হয়ে থাকে ভক্তদের রক্ষাকারী। এটা তো ভক্তি মার্গ হয়ে গেল। মাম্মার মহিমা শিব বাবার পরেই আছে, যখন পরম পিতা পরমাত্মা শিব আসেন তখন এসে জগৎ অশ্বাকে রচনা করেন। রচনা করার অর্থই হলো ট্রান্সফার করা। অসুন্দর থেকে সুন্দর বানান। এই সময়ে জগৎ অশ্বা তো একজনই হন। যেরকম শিবের চিত্র তো একটাই, ওঁনার ভিন্ন-ভিন্ন নাম রেখে ভিন্ন-ভিন্ন মন্দির বানিয়েছে। অনেক প্রকারের মহিমাও করে থাকে। পরম পিতা পরমাত্মা এক। সেরকমই জগৎ অশ্বাও একটাই। দুই ভুজের। চার ভুজের কোনো দেবী-দেবতা হন না। প্রজাপিতা এবং জগৎ অশ্বারও দুইটি করে ভুজ আছে। জগদশ্বার মহিমা কেবলমাত্র কলকাতাতেই আছে। প্রখ্যাত হল কলকাতার কালী। ওনার চিত্রও খুব ভয়ানক বানিয়েছে। মুণ্ডমালা পরিহিত। এ সবই হল ভক্তিমার্গ। জগৎ অশ্বা কখনই বলি নিতে পারেন না। উনি তো হলেন জগতের রচনাকারী। উনি বলি কীভাবে নিতে পারেন, আমিশাশীই বা কীভাবে হবেন। ওনার মন্দির কলকাতা ছাড়াও অনেক জায়গাতেই রয়েছে। মা তার নিজের সন্তানের বলি কখনোই নেবে না। ভক্তি কত কঠিন। এখন কে ওদেরকে বসে বোঝাবে যে অশ্বার এইরকম ভয়ানক রূপ হয় না। না এইরকম বলি নেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন বৈষ্ণব (নিরামিশাশী) দেবী অন্যজন হলেন আমিশাশী। এখন যিনি আমিশাশী ছিলেন তিনি এখন বৈষ্ণব (নিরামিশাশী) হন। যদিও মাম্মা কুমারী ছিলেন, কখনও হয়ত এ'সব খানওনি। জগৎ অশ্বা ব্রহ্মার পুত্রী ছিলেন তাহলে তো কুমারী হলেন, তাইনা ! তাহলে কুমারীকে কীভাবে অশ্বা(মা) বলা যাবে - এটা বোঝার দরকার আছে। কলকাতায় অনেক পূজা হয়। অনেক ভয়ানক চেহারা তৈরী করেছে জগদশ্বার কিন্তু এইরকম চেহারা হতে পারে না। উনি সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। উনি হলেন সত্যিকারের বৈষ্ণব দেবী। পূর্বজন্মে তিনি হয়ত আমিশাশী ছিলেন। আবারও বৈষ্ণব (নিরামিশাশী) অথবা পবিত্র দৈবী গুণে সম্পন্ন হচ্ছেন। এ'সব হল সঙ্গম যুগের কথা। জগদশ্বার মন্দিরে গিয়ে মহিমা করা উচিত। প্রথমে বলতে হবে নিরাকার আত্মাদের পিতাও এক। তারপর সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মাও এক। ব্রহ্মার পুত্রী সরস্বতীও এক, উনি বলি ইত্যাদি কখনোই গ্রহণ করেন না। প্রথমে সুন্দর ছিলেন, এখন শ্যামবর্ণের হয়ে গেছেন, আবারও সুন্দর হয়ে যাবেন। এই রকমই সারা দুনিয়াও সুন্দর হয়ে যাবে। অনেক জায়গায় অশ্বাকে দুই ভুজেরই দেখানো হয়। বোঝালে কেউ কেউ তো বুঝেও যায়, কেউ আবার ঝগড়াও করে। ঝামেলা-ঝগড়া করতে দেরি করে না। তাই বোঝানোর জন্য বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা হলে কল্যাণকারী। যদিও মাম্মা প্রথমে কলকাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন এইরকম মুরলী পড়া হতো না। জগৎ অশ্বা হলেন এক। তোমরা অনেক-অনেক বাচ্চারা আছো। নাম তো একজনেরই হবে, তাই না ! একজনেরই অনেক মন্দির তৈরী করেছে। এখন কলকাতায় ভক্তদেরকে এই পূজার থেকে সরানো হবে কীকরে ? তাদেরকেও তো পূজা বানাতে হবে তাই না! তাহলে ওখানে গিয়ে কাউকে বোঝাতে হবে। এই সময় ওই জগদশ্বা সবার মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য বসে আছেন। তিনি হলেন কামধেনু। কোন্ রীতির দ্বারা তিনি কামনা পূরণ করেন, এটি কেউ জানে না। তোমরা হলে কামধেনু জগৎ অশ্বার বাচ্চা। কেবল গোমাতা নয়, পুরুষও হয়। ওরাও অনেকেরই মনস্কামনা পূর্ণ করে। তোমাদের কারবারই হল সবার মনস্কামনা পূর্ণ করা। কোথাও আবার ভাইরাও অনেক সেন্টার চালান। তাদের বুদ্ধিতে আসে যে, আমরাও সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করবো অর্থাৎ মুক্তি জীবনমুক্তির রাস্তা বলবো, স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবো। যারা কল্পের পূর্বে নিয়েছিল, তারাই নেবে। হ্যাঁ, ওখানে সর্ব প্রকারের সুখ পাওয়া যায়। জগৎ পিতা, জগৎ অশ্বা এই দু'জনের রচয়িতা হলেন শিববাবা। এনাদের দ্বারা কতজনের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কলকাতায় অনেক পূজা হয়। কেউ কাউকে, কেউ কাউকে মানে। কেউ বৈষ্ণব দেবীকে মানেন। ওরা তোমার কথায় দ্রুত রাজি হয়ে যাবে। বলো, তোমরা রাজ্য ভাগ্য

প্রাপ্ত করেছিলে এই জগৎ অম্বার কাছ থেকে। জগৎ অম্বা তাহলে কোথা থেকে পেয়েছেন ? জগৎ পিতার থেকে। উনি কোথা থেকে পেয়েছেন ? শিব বাবার থেকে। যিনি সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা, তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। জগৎ অম্বাকে সকলে মানেন। নিশ্চয়ই জগৎ অম্বা আর জগৎ পিতাকেও বর্ষা শিব বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয় আবার ওনাদের দ্বারা বাচ্চারা প্রাপ্ত করে থাকে। জগৎ অম্বা এক, দুই ভুজর। অনেক ভুজ নেই। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার পুত্রী, জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। কিন্তু ওনার রূপ ভয়ানক দেখানো হয়েছে। তাহলে এর জন্য বোঝাতে হবে জগৎ অম্বার এইরকম ভয়ানক রূপ নয়। সত্যপ্রধান মানুষ থেকে আবার তমোপ্রধান হন। তমোপ্রধান মানুষ আবার সত্যপ্রধান মানুষদের পূজা করেন। জগৎ অম্বা হলেন মানুষ কেননা জগৎ এখানেই হয়। মূলবতন, সূক্ষ্মবতনকে জগৎ বলা হয় না। সূক্ষ্ম বতনে দেবতারা, মূল বতনে আত্মারা থাকে। এইসব কথাগুলো বোঝানোর দরকার। বাকি বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। ৮৪ জন্মের কথা ভারতবাসীদেরই শোনাতে হবে। যারা দেবতা ছিলেন, তারা আর নেই। যারা দেবী-দেবতাদের পূজারী হবে, তারাই এইসব কথাগুলিকে বুঝতে পারবে। তারাই আবার উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রমও করবে। অনেক বাচ্চা মনে করে আমরা তো বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি, উচ্চপদ অবশ্যই পাবো। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখো প্রথমে তো ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে তারপরেই ভালো পদ পাবে। পড়বে না অথচ বিকর্ম করতে থাকবে তাহলে প্রথমতঃ শাস্তি পেতে হবে, দ্বিতীয়তঃ ওখানে গিয়ে চাকর-বাকর দাস-দাসী হবে, কেননা বিকর্মের বোঝা অনেক আছে। জন্ম-জন্মান্তর দাসী হয়ে, পরবর্তীকালে পদ পেয়ে আর কি হবে! এর থেকে তো প্রজাদের অনেক ধন প্রাপ্তি হয়। তারা কারো দাস-দাসী হয় না। এগুলো বোঝা দরকার। তারপর আসল কথাটি বাবা বোঝাচ্ছিলেন যে, বৈষ্ণব দেবীই লক্ষ্মী হন। লক্ষ্মীর মন্দির বড়ো না বৈষ্ণব দেবীর মন্দির বড় ? কার মহিমা বড় ? উনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। লক্ষ্মীকে জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী বলা হয় না, এইজন্য মহিমা জগৎ অম্বার রয়েছে। বড় মেলা ওনারই বসে। লক্ষ্মীকে দীপ মালায় আহ্বান করা হয়। এটি হল আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মেলা। এইসব কথাগুলোই কোনো মানুষ বুঝতে পারে না। বোঝানোর জন্য অনেক বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। যে যুক্তির দ্বারা ভালোবেসে কার্য করবে। কেউ যদি বুঝে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সঠিক ভাবে বুঝিয়েছে। শ্রী লক্ষ্মী কতো সুন্দর ছিলেন ! লক্ষ্মী-নারায়ণের যে এত পূজা হয় তারাও হলেন যথার্থ বৈষ্ণব। জগৎ অম্বাও হলেন বৈষ্ণব। বাবা তাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছেন। তোমাদের পূজা এখন হতে পারে না, কেননা শরীর তো পবিত্র নয়। তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তখন তোমাদের শরীর পরিবর্তন (বদলে) হয়ে যাবে, তখন তোমরা পূজার যোগ্য হয়ে যাবে। বাস্তবে সন্ন্যাসীদের পূজা করা উচিত নয়। আজকাল তো শিবোহম বলে নিজের পূজা করান। তাদের মধ্যেও এক ধরনের মঠ আছে যারা নিজেদের পূজা করান না। কিন্তু শিব তো নিরাকার, উনি নিজের পূজা কীভাবে করবেন। দেখো, শিববাবা এনার মধ্যে আসেন, নিজের পূজা করানোর জন্য আসবেন নাকি ? বাবা তো এসে পূজারী থেকে পূজ্য বানান। পূজা করা কীভাবে শেখাবেন! শিববাবা কিছু করতে দেন না। বলেন মুখে রাম-রামও বলারও প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ করা কোনো জপ করা নয়। বাচ্চারা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেয়। বাচ্চারা কখনোই বাবার জপ জপেছে! তোমাদেরকেও জপ জপতে হবে না। জপ আর স্মরণের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। অনেক নতুন-নতুন পয়েন্টস্ রয়েছে বোঝানোর জন্য। এটিও গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ইনিও হলেন বাবা, এনার থেকে প্রাপ্ত হয় বেহদের বর্ষা আর লৌকিক বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয় হদের বর্ষা। এই পারলৌকিক বাবা কল্প পূর্বেও বর্ষা দিয়েছিলেন, আবার দিতে এসেছেন। বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান ঘোরাতে হবে, যার দ্বারা মানুষ দেবতা হয়ে যাবে। দেখো, জ্ঞান মার্গে বোঝানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে, যার দ্বারা মানুষের জীবন হীরা তুল্য হয়ে যাবে। দুঃখী তো অনেকেই আছে, একে অপরের সাথে লড়াই করতে থাকে। বাবা এসে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বানিয়ে তারপর দৈবী সম্প্রদায় বানান। এর জন্য লড়াই ঝগড়ার কোনো দরকার নেই। ঈশ্বরীয় সভায় (দরবার) কোনো আসুরী কোনো কিছুই থাকতে পারে না। পুতিগন্ধময় (মৃত পলিতি) কারোরই এখানে বসার নির্দেশ নেই। বাবা বোঝান, বাচ্চারা তোমরা কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ক'রো না। সন্ন্যাসীর নিন্দুক কোথাও স্থান পাবে না, এর কারণেই সত্যযুগে উচ্চপদ পায় না। সন্ন্যাসী যিনি স্বর্গের মালিক বানান, তাঁর নিন্দা করলে কখনোই উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এগুলি হল সমস্ত এখানকার কথা। কিন্তু মানুষ এ' সব নিজেদের উপরে নিয়ে নিয়ে মানুষকে ভয় দেখাতে থাকে। এখানেই সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। ওরা গুরু করে নেয় কিন্তু পবিত্র হতে পারে না। গৃহস্থীকে গুরু বানিয়ে কোনো লাভ হয় না। এ হলো প্রজার রাজ্য আবার দৈবী রাজ্য বানানোর জন্য শক্তিশালীদেরই (সমর্থ) দরকার। বাবা এসেছেন আসুরিক দুনিয়াকে দৈবী বানাতে। দৈবী ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে তারপর সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। কথায় আছে ভগবান এসে ফল দেন। এর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে কেউই নির্বাণ ধামে যেতে পারবে না। বাবা-ই এসে রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন, আমি তোমাদের পরম পিতা পরমাত্মা। আমার মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান আছে। আমাকেই পতিত-পাবন বলে। আমিই তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। তোমাদেরকে তারপর অন্যদেরকে শেখাতে হবে। বোঝানোর জন্য সবাই একরকম হবে না। তোমাদেরকে নোট করে রাখতে হবে। যারা ভালো ভাষণ করে তাদেরও অনেক সময় পয়েন্টস্ স্মরণে আসে না। পরে স্মরণে আসে - এটা বলতে চেয়েছিলাম। নোট

অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এমনও নয় যে নোট করে আবার ছেড়ে দেবে, পড়বে না। ধারণা তখন হবে যখন শ্রীমতে চলবে। সকালে অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তারপর পয়েন্টস্ রিপোর্ট করে পুনরায় অন্যদেরকেও শোনাতে হবে। তখন উঁচু পথ প্রাপ্ত করবে। রাজা হওয়া কোন মাসির বাড়িতে যাওয়ার মতো সহজ নয়। বুঝেছো ! পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পূজ্য হওয়ার জন্য সঠিকভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের পূজা করাবে না। আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র হলে তখনই পূজনীয় যোগ্য হবে।

২) বিচক্ষণতার সাথে (সেমিবল) বুঝদার হয়ে কল্যাণের ভাবনা রেখে সেবা করতে হবে। দৈবীগুণ সম্পন্ন প্রকৃত বৈষ্ণব হতে হবে।

বরদানঃ:- পরমাত্ম স্নেহে ধরণীর আকর্ষণ থেকে উপরে উড়তে থাকা মায়াশ্রু ভব পরমাত্ম স্নেহ হল ধরণীর আকর্ষণ থেকে উপরে ওড়ার সাধন। যারা ধরণী অর্থাৎ দেহ-অভিমানের আকর্ষণ থেকে উপরে থাকে তাদেরকে কখনোই মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। যত আকর্ষণীয় রূপই হোক না কেন, মায়ার আকর্ষণ তোমাদের উড়তি কলাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। যেরকম রকেট ধরিত্রীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও উর্ধ্বে উঠে যাও। এর বিধি হল সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া বা এক বাবার স্নেহে সমায়ািত হয়ে থাকা - এর দ্বারাই মায়াশ্রু হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- স্ব (নিজের) স্থিতিকে এমন শক্তিশালী বানাও যাতে পরিস্থিতি সেটাকে নীচে উপর না করতে পারে।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন –(দাদীদের পুরাতন ডায়েরি থেকে)

জ্ঞানই হল খুশির ফাউন্ডেশন বা প্রধান কান্ড, যে ফাউন্ডেশনের আধারেই সমস্ত জীবন রূপী বৃক্ষ নির্ভরশীল। যদি এই ফাউন্ডেশন সঠিক না থাকে তবে সেই খুশি স্বল্প স্থায়ী হবে। যেরকম মায়াবী মানুষজন বলে থাকে, আমরা খুশিতে আছি, কেননা আমাদের কাছে সমস্ত ধন পদার্থ ভরপুর আছে। এ তো এই রকম হলো যে, কোনো ধনী ব্যক্তি কোনো ফলের শাঁস বার করে নিজেই খেয়ে নেয় আর তার খোসা ফেলে দেয়, যেটা কোনো গরীব তোলে আর সেটা দেখেই খুশী হয়ে যায় যে আমার কাছেও ফল আছে। কিন্তু বাস্তবে ফল মালিক খেয়ে নিয়েছে। সেইরকমই আমরা এই অল্পকালের মায়াবী সুখকে তুচ্ছ মনে করে, এই অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরীয় স্থায়ী অতীন্দ্রিয় সুখের প্রাপ্তি করছি আর সেটা আবার অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ প্রদানকারী মায়াকে, যেটাতে বাস্তবে কোনোই সুখ থাকে না। তার পিছনে আকৃষ্ট হয়ে সেই রসনা নিয়ে, ওতেই সুখ আছে মনে করে আর এই অহংকারেই থাকে যে আমাদের কাছেও ফল আছে। আচ্ছা – ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - রাত জেগে উপার্জন করো, অমৃত বেলায় ওঠার অভ্যাস তৈরি করো”

- *প্রশ্ন:- জ্ঞানে আসার সাথে সাথেই যে নেশা চড়ে যায়, সেই নেশাকে স্থায়ী রাখার বিধি কি ?
- *উত্তর:- যখন জ্ঞানে নতুন নতুন আসে তখন অনেক নেশা চড়ে যায়। সেই সময় নিজের সাথেই অনেক প্রতিজ্ঞা করতে থাকে। বাবা বলেন সেই প্রতিজ্ঞা গুলি ডায়েরিতে নোট করে রাখো, পুনরায় তাকে রিভাইস করতে থাকো, তাহলে নেশা স্থায়ী থাকবে। না হলে তো মায়ার তুফানে আসার কারণে নেশা উড়ে যাবে। জ্ঞানে চলতে-চলতে যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে শীঘ্রই বাবাকে শুনিয়ে হালকা হয়ে যাও, পুনরায় দ্বিতীয়বার এই ভুল যেন না হয়, না হলে তো বৃদ্ধি হতে থাকবে।
- *গীত:- দুঃখীদের উপর দয়া করো মা-বাবা আমাদের...

ওম শান্তি । এই গীত খুবই ভালো কেননা সমগ্র দুনিয়াই তো দুঃখী আর স্মরণও করে এসেছে তুমি মাতা-পিতা... তোমার কৃপাতেই অপার সুখ পাওয়া যায়। এই সময় সমগ্র দুনিয়াই হল দুঃখী এইজন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকে তো মাকেও স্মরণ করবে অবশ্যই। এই গীত হলো খুবই ভালো। তোমরা জানো যে মা-বাবার কাছে জন্ম নিলে আমাদের এক সেকেন্ডে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভারতেই গায়ন আছে। বাচ্চারা এখন সম্মুখে বসে আছে। জগৎ অন্ধা আছে - তো অবশ্যই জগৎ পিতাও থাকবেন। তার উপরেও কেউ থাকবেন কেননা এই সময় সুখধামের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই সুখধামের স্থাপন করার জন্য মাতা-পিতাও চাই। কোনো মাতা-পিতা ধনী হয় তো তার খুব সুন্দর ঘর হয়। কোনো মাতা-পিতা গরীব হয় তো ঘরও সেইরকমই হয়। সত্যযুগে দেখো রাধে কৃষ্ণ আছে, তাদেরই সর্বপ্রথম রাজপদ প্রাপ্ত হয়। রাধা অবশ্যই কোনো রাজার কাছে জন্ম নেবে তবেই তো রাজকুমারী হবে আর শ্রীকৃষ্ণ রাজকুমার হবে, পুনরায় তাদের মধ্যে বিবাহ হবে। এটা তো বরাবর হয়ে আসছে। মাতা-পিতা এখন দৈবী রাজধানী স্থাপন করছেন। দেবী-দেবতার সূর্যবংশী মহারাজা-মহারানী ছিল। তোমরা জানো যে এঁাদের এই পদ কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ? রাম-সীতার চন্দ্রবংশী রাজপদ কভাবে প্রাপ্ত হয়েছে? কলিযুগের অন্তে তো কিছু নেই। এটাই হলো পড়াশোনার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করা। যেরকম সেই পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরি হয়। এটা হল পড়াশোনার দ্বারা রাজাদেরও রাজা হওয়া। একমাত্র বাবাই যিনি রাজপদের জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এইরকম আর কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে রাজপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করানো যায়। এর নামই হল গীতা পাঠশালা। গীতার দ্বারাই তো রাজপদ প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা বেদ উপনিষদের দ্বারা কোন্ পদ প্রাপ্ত হয়? রাজযোগ তো ভগবানই এসে শেখাচ্ছেন। কত সহজ কথা। কালকের কথা। বরাবর লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। গাইতেও থাকে ক্রাইস্টের থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের রাজ্য ছিল। তাদের এই পদ কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ? অবশ্যই ভগবান বিনাশের পূর্বে পড়িয়েছিলেন। তার পরেই বিনাশ হয়েছে পুনরায় রাজযোগের দ্বারা সত্যযুগের রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছে। এই হল সঙ্গম।

তোমরা লিখতে পারো যে এই সময়ই সেকেন্ডে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজত্ব প্রাপ্ত হতে পারে, এসে বুঝে যাও। চিত্রের উপর তোমরা ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। বোঝানোর জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরাই হল শিবের পৌত্র পৌত্রী। কিন্তু বাবা বলেন যে আমাকে কোটির মধ্যে কয়েকজনই চিনতে পারে আর আমার দ্বারা উত্তরাধিকার নেয়। সেকেন্ডে জীবন মুক্তি পায়। পুনরায় জীবন মুক্তিতে উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এইসব বোঝানোর জন্য এই মেলা প্রদর্শনী বেরিয়েছে। চিত্তন চলতে থাকে। নতুন-নতুন পয়েন্টস বেড়িয়ে আসে। দিন দিন চিত্র ইত্যাদি সহজ রূপে বের হতে থাকে আর এইসব আসবে ড্রামা অনুসারেই। কল্প পূর্বে যে অ্যাক্ট হয়েছিল, সেটাই হবে। এই রকম অন্য কেউ লিখতে পারবে না যে এই প্রদর্শনীর পাঁচ হাজার বছরের পর পুনরায় এই সময়েই বেরিয়েছে, পুনরায় কল্পের পর আবার বের হবে। একই বার সঙ্গমে এই প্রদর্শনী বের হয়েছে অথবা ৫ হাজার বছরের পর এই প্রদর্শনী পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পদ পাওয়ার অথবা বোঝানোর জন্য আমরা বেরিয়েছি। এইসব দেশ-দেশান্তরে যাবে। নতুন-নতুন পয়েন্টস বাবা বোঝাতে থাকবেন। সংযোগ-সংশোধন হতে থাকবে। তারা রামায়ণ ইত্যাদি ছাপাতে থাকে তো সেটাই ছাপাবে এইজন্য আমাদেরকে বলে যে আগে তোমরা কি লিখতে, এখন কি লিখছে। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে প্রতিদিন নতুন-নতুন কথা শোনাই। সব একসাথে খোড়াই শোনাবো। তারা লিখে দিয়েছে যে যুদ্ধের ময়দানে গীতা শুনিয়েছে। ১৮ অধ্যায়ের গীতা বানিয়ে দিয়েছে, যে সংস্কৃতে হাশিয়ার হবে সে আধ ঘন্টাতে শ্লোক কন্ঠস্থ করে নেয়।

মুখ্য হলই গীতা। এছাড়া ভাগবতে তো কেবল কাহিনী আছে। গীতাকেই সংস্কৃতে বানিয়েছে। জ্ঞান সাগর বাবা তো এত জ্ঞান শুনিয়েছেন যে সাগরকে কালি (Ink) বানাও, জঙ্গলকে কলম বানাও, সমগ্র পৃথিবীতে কাগজ বানাও তাতেও সম্পূর্ণ হবে না। তারা তো ১৮ অধ্যায়েই সম্পন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু এরকম তো হয় না। না কোনও সংস্কৃতির কথা আছে। হিন্দি ভাষা চলে। ভাষা তো অনেক আছে। সব ভাষা একজন তো শিখতে পারে না। চেষ্টা করে ৫-৬ রকম ভাষা কেউ যদি শিখে যায় তো তাকে অনেক সম্মান দেয়। এখন ভগবান সমস্ত ভাষাতে খোড়াই বোঝাবেন। তিনি তো হিন্দিতেই বোঝাবেন। যে রকম হিন্দি কমবেশি সবাই জানে, এইরকম ইংরাজীও কমবেশি সবাই জানে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে হিন্দিতে বোঝাচ্ছেন। ভক্তদেরকে ভগবান এসে ভক্তির ফল দিচ্ছেন। ভক্ত তো অনেক আছে। ভগবান হলেন এক। বলে যে পতিত-পাবন এসো। এরকম তো বলে না যে - ভগবান এসো। সকলের বাবা হলেন এক। সকলের গডফাদার হলেন এক। তিনি হলেন রচয়িতা। সুখের জন্য রচনা করেন। বাবা বাচ্চাদের সুখের জন্যই চাইছেন। গডফাদার স্বর্গ রচনা করেন আর যাদেরকে স্বর্গের মালিক তৈরী করেন, তাদেরকে গড-গডেজ বলা হয়। কিন্তু সবাইকে বলা হয় না, এসব হল অত্যন্ত গুপ্ত কথা। গডফাদার অ্যাডম ইভের দ্বারা কীভাবে সৃষ্টি রচনা করেন। গড হল আলাদা। এটা ধীরে ধীরে বুঝতে থাকবে। ঝাড়ের বৃদ্ধি হতে থাকবে। ভারতেরই মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ভারতই সুখধাম হয়। প্রথমে ভারতই প্রাচীন খন্ড ছিল, যেখানে দেবী-দেবতারা রাজ্য করেছিল, তারপর ইসলাম, বৌদ্ধ খন্ড স্থাপন হয়। একদমই সহজ। যে সময়ে যে চারাগাছ রোপণ করার হয়, সেই চারাগাছই রোপিত হবে।

দেখো, কেমন-কেমন পত্র লেখে - বাবা আমি হলাম চার দিনের বাচ্চা। আমি আপনাকে চিনে নিয়েছি। আবার কেউ তো কত বছর ধরে আসতে থাকে কিন্তু কখনো পত্র লেখে না। কেউ তো শীঘ্রই পত্র লিখে ফেলে। পরবর্তী সময়ে মায়ার তুফান অনেক আসবে। তুফানের কারণে পুরানো পাতা খসে পড়বে। নতুনদের প্রথম-প্রথম খুব খুশি চড়ে যায়। বাবা আমি আপনার হয়েই থাকবো, কিন্তু মায়াও কম নয়। যখন প্রতিজ্ঞা করছো, তখন ডায়েরিতেও নোট করে রাখো, আমি কী কী প্রতিজ্ঞা করেছি। কেউ তো প্রতিজ্ঞা করে কখনো ডায়েরী খুলেও দেখেও না, এতে কি লাভ হবে। এরকম তো নয় যে আমাদের পরবর্তী বংশধরেরা পড়বে। এখানে তো কোনো পৌত্র-পৌত্রি ইত্যাদি থাকবে না। যে যেটা ধারণ করবে, সেটাই তার থাকবে, না পড়লে তো কাঁচাই থেকে যাবে। অল্প ভুল করে যদি না বলে তাহলে ভুল বৃদ্ধি হতে থাকবে। একটা কাহিনীও আছে যে মায়ের কান ধরে বলেছিলো যে তুমি আমাকে প্রথমে কেন শোনাওনি। প্রথমে শোনাতে তো আমাকে জেলে যেতে হতো না, এইসব উদাহরণও আছে। কখনো চুরি করবে না। না হলে তো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে আর ধর্মরাজের থেকে অনেক শাস্তি খেতে হবে। এখন বাবার দ্বারা যতটা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো তা নিয়ে নাও। বিশ্বের রাজপদ বাবা দিচ্ছেন আর কি দেবেন? বাকি আর আছেই বা কী? এটা হলো তোমাদের ভিখারির জীবন। এখানে দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহের সাথে সমগ্র দুনিয়াকে আমরা ভুলতে থাকি। লোভ রেখো না। যা প্রাপ্ত হয়েছে তাই ভাল। বলা যায় যে - চাওয়ার থেকে মরা ভাল। শিব বাবার ভান্ডার থেকে তো সব কিছুই প্রাপ্ত হয়। অমৃতবেলায় নিজে থেকেই ওঠার অভ্যাস করতে হবে। রাত জেগে উপার্জন করো। বাবা অনেক অনুভবী এই শরীর নিয়েছেন। সেটাও ছিল রক্ত, এটা হল জ্ঞান রক্ত। আজকাল নকল হিরা এমন বেরিয়েছে যে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। চিত্রের উপর বোঝানো খুবই সহজ। সেকেন্ডে বাবার থেকে এসে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। উপরে আছেন বাবা, এরা হলো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। যখন থেকে আমরা বাবার হয়েছি তখন থেকে জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকারী তো আছিই। বাকি আমরা পুরুষার্থ করি উচ্চপদ পাওয়ার জন্য। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন। বন্ধনে যুক্ত আত্মারা বলে যে বাবা ব্যস, আমরা আপনাকেই স্মরণ করছি। যদিও আমরা এখনও আপনার সাথে মিলন করিনি, কিন্তু উত্তরাধিকার তো অবশ্যই গ্রহণ করব। কতই না আশ্চর্যের বিষয়। এরকম অনেক বাচ্চাই আছে। যেরকম প্রভাব বের হবে, বন্ধন যুক্তরাও মুক্ত হতে থাকবে। অনেকেই আছে যারা পতিরও গুরু হয়ে যায়। সেই লিস্টও বেরিয়ে আসবে - কতজন স্ত্রী পতির গুরু হয়েছে পুনরায় পতিও লিখবে যে, আমাকে ইনি জ্ঞান দিয়েছেন এইজন্য ইনি আমার গুরু হয়ে গেছেন। পুরুষ বলবে বরাবর স্ত্রী আমার গুরু। এইরকম খোড়াই কেউ মানবে। মাতা গুরু ছাড়া কারো উদ্ধার হতে পারে না। জ্ঞান-কলস জগৎ মাতাদেরই প্রাপ্ত হয় তো জগৎ মাতাই গুরু হলেন, তাই না। আজকাল স্ত্রীদেরকে অনেক সম্মান দেয়। বাবাও বলেন যে মাতা গুরু ছাড়া মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে না। তো যখন মাতার দ্বারা দত্তক নেওয়া হয়, তখন জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মাতাদেরকে গুরু মনে করতে হবে। বাচ্চারা, নিজেদের অহংকার রেখোনা, মাতাদেরকে উচ্চ স্থান দিতে হবে। ফলো করতে হবে, দেহ-অভিমান যেন না থাকে। নিজেকে নিরহংকারী মনে করতে হবে। বাবাও নিজেকে নিরাকার মনে করতেন। তোমরা বলবে যে, আমরা হলাম সাকারী তথা নিরাকারী। যেরকম লিখতে থাকে হাসপিটাল তথা ইউনিভার্সিটি। এইসব কথা বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়। সকলের মধ্যে একরস ধারণা হয়না। পুরুষার্থ করে ধারণা করতে হবে এবং অন্যদেরকে করাতেও হবে। শুনে অন্যদেরকে শোনাতেও হবে, শীঘ্র দান মহাপুণ্য। ধন দান না করলে তো

ধনী কিভাবে হবে।

তোমরা হলে সব থেকে বেশি লোভী, সমগ্র বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য কত বেশী কামনা করছো। প্রত্যেককে সর্বদা সুখী, সর্বদা শান্তময় বানাতে হবে। মানুষ মাত্রকে কলিযুগীয় ভ্রষ্টাচারী থেকে সত্যযুগীয় শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে হবে। ভারতে দেবতারা ছিল, এখন নেই পুনরায় অবশ্যই দেবতারা হবে, তাকে স্বর্গ বলা যাবে। প্যারাডাইজ শব্দটি খুব ভালো। আমরা পুরুষার্থ করছি - স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। এক বাবাকে ছাড়া বাকি সব ভুলে যেতে হবে। সবার থেকে মোহ নষ্ট করে দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই ভিত্তারী জীবনে সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হতে হবে। কোনো জিনিসের প্রতি অত্যাধিক লোভ রাখবে না, যা পাওয়া গেছে তাই ভালো। চাওয়ার থেকে মরা ভালো।

২) নিজের অহংকার না রেখে মাতাদেরকে মর্তবা দিতে হবে। বাবার সমান নিরাকারী-নিরহংকারী হতে হবে। জ্ঞান ধনের দান করতে হবে।

বরদানঃ- চার সাবজেক্টকে নিজ স্বরূপে ধারণকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব
পড়ার যে চারটি সাবজেক্ট আছে, সেই সব একে-অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। যে জ্ঞানী তু আত্মা হবে, সে যোগী তু আত্মাও অবশ্যই হবে, আর যে জ্ঞান-যোগকে নিজের নেচার বানিয়ে নিয়েছে তার কর্ম ন্যাচারাল যুক্তিযুক্ত বা শ্রেষ্ঠ হবে। স্বভাব-সংস্কার ধারণা স্বরূপ হবে। যার কাছে এই তিন সাবজেক্টের অনুভূতির খাজানা আছে, সে মাস্টার দাতা অর্থাৎ সেবাবাদী স্বতঃতই হয়ে যাবে। যে এই চার সাবজেক্টে নম্বর ওয়ান স্থান নেয়, তাকেই বলা যায় বিশ্বকল্যাণকারী।

স্লোগানঃ- মায়ার ভয়ঙ্কর রূপের খেলাকে সাক্ষী হয়ে দেখো তাহলে নির্ভয় থাকবে।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদিদের পুরানো ডায়েরি থেকে)

জ্ঞানের অনুভবের সুখ হলই শান্তি অর্থাৎ নির্বিকল্প হয়ে যাওয়া। অন্তরে যাওয়ার কারণে শান্ত রূপ হয়ে যায়। এই অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্তির স্থানে গিয়ে পৌঁছে যায়। শান্ত অর্থাৎ যোগ নেষ্ঠী অবস্থাকে ধারণ করার দ্বারা যোগের অনেক তেজ (লাইট) বেরিয়ে আসে। যে দিন-রাত এই রকম মিষ্টি যোগের অবস্থাতে থাকে তার অপার খুশি হতে থাকে। তার সকল লৌকিক বন্ধন ভেঙে স্থায়ী খুশি প্রকট হয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় বুদ্ধি অনেক হাল্কা থাকে আর খুশির বর্ণায় প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে। এটাই হল (নেষ্ঠা) যোগের চাবি, যা আমরা দৈবী বৎসরা ঈশ্বর পিতার দ্বারা প্রাপ্ত করেছি। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কাছে তোমরা সু-মত প্রাপ্ত কর, তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছে তাই তোমাদের কর্তব্য হল সবাইকে নিজের বুদ্ধির সহযোগ দেওয়া”

- *প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে কোন্ আশা উৎপন্ন হয় যা কেবলমাত্র বাবাই পূরণ করতে পারেন ?
- *উত্তরঃ - বাচ্চারা, সঙ্গমে তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার আশা জাগ্রত হয়। আগে কখনোই চিন্তনও কর না যে আমরা কেউ স্বর্গে যাব, এখন এই নতুন আশা উৎপন্ন হয়েছে। এই আশা একমাত্র বাবা পূরণ করেন, এই আশা পূরণ হওয়ার পরে আর কোনো আশা থাকবে না। গায়নও আছে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই দেবতাদের খাজানায়।
- *গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ....

ওম্ শান্তি । সব ভক্তদের জন্য নিশ্চয়ই একটি বিশেষ দিন আসবে। সবাই ভগবানকে স্মরণ করে। বাকিরা সবাই হল সীতা, ভক্ত, সবাই দুঃখে আছে। স্মরণ করতে করতে অবশেষে সেই দিনটি আসে, যখন বাবা এসে হাত ধরেন। তাঁকে কান্দারী, কানন পতি, পতিত-পাবনও বলা হয়। এখন বাচ্চারা জানে আমরা একের হাত ধরেছি। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী হয়েছি। বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে আপন করেছেন স্বর্গের অধিকার প্রদান করবেন বলে। পিতার কাছেই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয় তাইনা। এখন উনি হলেন অসীম জগতের পিতা, পরম পিতা, তাই সব সন্তান যারা ভক্ত রূপে আছে সবাই তাঁকে স্মরণ করে। কিন্তু এই কথাটি ভক্তরা বুঝতে পারে না। কত ধুমধাম করে গান বাজনা করে তীর্থ যাত্রা করে। কুস্তের মেলা আয়োজিত হয়, বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে। এইসবই হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এইজন্য ভগবানকে স্মরণ করে যাতে উনি এসে দুর্গাতি থেকে মুক্ত করেন। ভক্তরা প্রার্থনা করতে থাকে কিন্তু পিতা কে, সে'কথা কারো বুদ্ধিতে নেই, যে নিজের পিতাকে জানে না সে তো সন্তান-ই নয়। বাবাকে না জানার ফল, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হওয়ার ফল কেবল দুঃখ এবং দুঃখ। পিতার সন্তান হলে সদা সুখই সুখ থাকে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেখানে সবাই তো যাবে না। লিমিটেড নম্বরের আত্মারাই আসবে বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে। বাকি সব ধর্মের মানুষ মুক্তির অধিকার নিতে আসে। নিতে তো সবাইকেই হবে বাবার কাছে এসে।

বাবা বলেন এখন আমি তোমাদের অতি সহজ কথা বোঝাই। শুধুমাত্র আমাকে নিজ পিতাকে স্মরণ করো এবং এই কথা এক বাবা বোঝান যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমরা মিলিত হয়েছে। প্রত্যেক ৫ হাজার বছরের পরে মিলিত হবে। এই কথাটি তো পুরানো কথা। কল্প-কল্প তোমরা রাজ্য হারাও এবং পুনরায় প্রাপ্ত করো। ৮৪ জন্ম তোমরাই নাও। এ হল অনেক জন্মের শেষ জন্ম। তোমরা বুঝেছো আমরা প্রথমে ক্ষীরসাগরে ছিলাম, এখন বিষয় সাগরে এসে আটকে আছি। ক্ষীর সাগর বা বিষয় সাগর বলে কিছু নেই। কিন্তু পবিত্র ছিলাম পরে মায়া রাবণ এসে পতিত বানিয়েছে, এখন পুনরায় বাবা পবিত্র বানাতে এসেছেন। গীতের মাধ্যমেও বলা হয়েছে অবশেষে সেই দিন এলো আজ। ভক্তিমার্গে তোমাদের কোনো আশা ছিল না যে স্বর্গের মালিক হবে। এই কথা তো তোমাদের বুদ্ধিতে ছিল না। ব্রহ্মা বাবাও অনেক গীতা পড়তেন, শুনতেন। কিন্তু এই আশা ছিল না যে আমি রাজযোগ শিখে নর থেকে নারায়ণ হবো, তো অনায়াসেই শিববাবা এসে প্রবেশ করেন। বাবা বলেন আমি এখন তোমাদের স্বর্গের আশা পূরণ করতে এসেছি। এখন স্বর্গে যাওয়ার আশা বুদ্ধিতে ধারণ করো। স্বর্গের রচয়িতা হলেন শিববাবা। উনি খুব সহজ রীতিতে বসে বোঝান। হ্যাঁ, কামবিকার হল মহাশত্রু, এই কথা তো সন্ন্যাসীরাও বলে, তাই তারা সংসার ত্যাগ করে। সে তো হল এক দুই জনের কথা। তাদের নিবৃত্তি মার্গের পাট আছে ড্রামাতে। তারাও হল ভক্ত। মুখে বলে গড ফাদার কিন্তু উনি কে - সে কথা জানে না। তারপরে বলে ভজ রাধে গোবিন্দ কাকে ভজবে ? কৃষ্ণের নাম গোবিন্দ রেখে দিয়েছে। যা শুনেছে লিখে দিয়েছে, গোবিন্দ কাকে বলছে ? রাখাল রাজা, মুরলীধারী হলেন কেবল একমাত্র বাবা। এ হল হিউম্যান গোঁ এর কথা। আগে তোমরাও কিছু বুঝতে না। এখন বাবা এসে সু-মত দিচ্ছেন। মায়া রাবণ কু-মত দেয়, বাবা সুমত দেন। সুমত হল শিববাবার, কুমত হল রাবণের। সু-মত অর্থাৎ শ্রীমৎ, কু-মত অর্থাৎ মিথ্যা মতামত। এখন তোমরা কন্ট্রাস্ট জানো। আমরা মিথ্যা মতামতে ছিলাম, স্বর্গের আশা তো ছিলই না। এখন বাবা নতুন আশা দিয়েছেন। সেখানে কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নয়, যার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এখন তোমাদের সবার নতুন আশা রয়েছে। যদিও পুরুষার্থ নম্বর অনুযায়ী করো। বাবা তো একনম্বর মত দেন তাইনা। বলা হয় ব্রহ্মা স্বয়ং এসে মত দিলেও সেই মত নেওয়ার নয়। এই মহিমা হল শেষ সময়ের। তোমাদের মহিমাও শেষ সময়ে গায়ন করা হবে। যখন তোমরা সম্পূর্ণ হবে তখন বাঃ বাঃ হবে। এখন তো উত্থান পতন লেগেই আছে। এখনই খুশীতে

নাচতে থাকো, পরক্ষণেই মৃতবৎ হয়ে যাও। মায়া বিভিন্ন রূপে আঘাত করে। কোনো একটি স্থানে সুতোয় জট লেগে যায়, যার ফলে শ্রীমৎ ত্যাগ করে রাবণের মতানুসারে চলা শুরু করেদাও তারপরে আত্ননাদ করতে থাকো।

বাবা বলেন প্রতি পদক্ষেপে সাবধান বাণী নাও। শ্রীমৎ অনুযায়ী চললেই তোমাদের কল্যাণ। তোমাদের অন্তরে বাবা নতুন আশা জাগ্রত করেছেন যে শ্রীমৎ অনুসারে চললে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপ হবে। যেমন ব্রহ্মা হন তেমনই তৎস্বম্ (সেইরূপ তোমরাও হও)। এই কথা ভুলবে না। কিন্তু মায়া এমন যে শ্রীমৎ পালন করার চান্স দেয় না। কোথাও উল্টো কর্ম করিয়ে দেয়। তারপরে পরে এসে বলবে, বাবা আমরা এই কাজ করেছি। সময় ছিল না মতামত গ্রহন করার। এখন কি আর করা, মায়া চড় মেরেছে, তাতে বাবা কি করবেন! প্রতিটি কথায় প্রতি পদক্ষেপে অনেক সতর্ক থাকা উচিত। সন্ন্যাসীরা কখনো বলবে না - স্ত্রী পুরুষ একত্রে থেকে পবিত্র থাকতে পারে, এর জন্য অনেক যুক্তি আছে। ব্রহ্মাকুমার - কুমারী নামে পরিচিত হওয়া - এটাই তো কত বড় যুক্তি। তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়ে কখনও কুল কলঙ্কিত করবে না। ভাই বোনের সম্বন্ধ কখনও উল্টো হয় না। ভাই বোনের নিজেদের মধ্যে বিবাহের কোনো নিয়ম নেই। এখানে তো সবাই ভাই বোন হয়ে যায় ভাই না। এই বিষয়ে তারা উপহাস করে যে এটা কোথাকার নিয়ম। এই কথাটি হল একেবারে নতুন কথা। এমন পরামর্শ কেউ কখনও দিতে পারে না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা বি.কে. হয়েছেো তো ভাই বোন হয়েছেো। তখন তাদের বুদ্ধিতে বসিয়ে দিতে হবে, কারণ সবার বুদ্ধিতে তো তালা বন্ধ আছে। তারা হল পাথরবুদ্ধি তখন তাদের বুদ্ধির তালা তোমাদের খোলা উচিত। অসংখ্য সেন্টার আছে, সেখানে সবাই নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী নামে পরিচয় দেয় সুতরাং ভাই বোন হল, তাইনা। তারা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করতে পারে না, অসম্ভব। এ হল নতুন রচনা ঈশ্বরের। তারা বলে - গীতায় তো কখনও শুনিনি। বাবা বলেন এই শিক্ষা তো আমি প্রদান করি, পরে না তো শিববাবা থাকবেন, না বি.কে থাকবে। এই জ্ঞান তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তখন কোথায় শুনতে পাবে। এখন আমি রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছি। যখন রাজধানীর স্থাপনা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এই সব শেষ হয়ে যাবে। পাণ্ডবরা রাজধানী স্থাপন করেছিল। এই কথাও শাস্ত্রে দেওয়া নেই। দেবতারা ছিলেন পবিত্র দুনিয়ার মালিক। দৈত্য হল পতিত দুনিয়ার। তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লাগবে কীভাবে। স্বর্গ থেকে নরকে এসে যুদ্ধ করবে কি! আচ্ছা, তাহলে অসুর ও দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছেো কীভাবে? নিশ্চয়ই সঙ্গমে হওয়া উচিত। তারা নিজের সৈন্য নিয়ে এসে যুদ্ধ করবে, হিসেব তো মিলছে না। যেখানে অসুর আছে সেখানে দেবতা কেউ নেই। যেখানে দেবতা আছে সেখানে অসুর নেই। তাহলে যুদ্ধ লাগবে কীভাবে! কৌরব, পাণ্ডবদের যুদ্ধও হবে না। যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে তারা কীভাবে যুদ্ধ লাগাবে? যুদ্ধ লাগায় মানুষ। বাবা কখনো যুদ্ধ করার বা জুয়া খেলার পারমিশন দেন না। পাণ্ডবরা বুদ্ধি হীন ছিল না যে নিজেদের মধ্যে পাশা খেলবে বা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে এই হল বাবার রুদ্ধ জ্ঞান। অবলা নারীদের উপরে অনেক অত্যাচার হয় বিশ্বের জন্য। বলা, ভগবান বলেন কাম বিকার হল মহা শত্রু, এই বিকারের উপরে জয় লাভ করলে তোমরা স্বর্গে আসবে। এমন করে বুঝিয়ে অনেকে সফল হয়েছেো, জিত অর্জন করেছেো। তখন তাদের দেবী রূপে পূজা করে। সাহায্য প্রাপ্ত হয়। মানুষ তো শুনেই ভয় পায় যে স্ত্রী পুরুষ একত্রে থেকে পবিত্র থাকবে, সে তো হতে পারে না। বলে নিশ্চয়ই কোনো জাদু আছে। এমন সৎ সঙ্গ কখনও যাবে না। শুরুতে কন্যারা পালিয়ে ছিল তখন সেই নাম রাখা হয়েছেো। ভাট্টির আয়োজন হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছিল তাইনা। বন্ধনযুক্ত মাতাদের অনেক পরামর্শ দেওয়া হয়, এতেই সাহসের প্রয়োজন হয়। গরিবরা তো ভাববে কোনো অসুবিধে নেই। এর জন্য স্বর্গের রাজস্ব খোয়া যাবে কেন। পরিবার থেকে বাইরে করে দিলে সেখানে গিয়ে সাফাইএর কাজ করব। ধনী পরিবারের মাতাগণ এমন করে ত্যাগ করতে পারে না। শুরুতে কন্যাদের পাট ছিল। গরিবদের জন্য খুব সহজ। বাবা বলেন - বাবার কাছে এসে প্রথমে সাফাই এর সেবা ইত্যাদি সব করতে হবে। মায়ার ঝড় তুমুল বেগে আসবে। সন্তানদের কথা স্মরণে আসবে, তারজন্য খুব সতর্ক থাকবে। প্রথমে নষ্টমোহ হও, তখন আসল কথা। শিববাবাকে মতামত দিতে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেো, পোশাক যেমন ইচ্ছে পরিধান কর, কোনো অসুবিধে নেই। বাবা তোমাদেরকে নয়নে বসিয়ে স্বর্গে নিয়ে যান। সজনকে অনুসরণ করে সজনী এগোয় তখন কলসে জ্যোতি জাগ্রত রাখে। বাবা আসেন সবাইকে গুলগুল বা ফুলে পরিণত করে নিয়ে যেতে। পবিত্র তো সবাই হবে। পাপের বোঝা মাথায় আছে তাই শেষ সময়ে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফিরে যেতে হবে, তার জন্য তোমরা স্মরণে থাকার এতো পরিশ্রম করো, যারা করে না তারা এমনি ভাবে মুক্তিধামে যাবে না। বিনাশের সময়ে অনেক সাজা ভোগ করে তারপরে মুক্তি ধামে যাবে। আত্মার স্বধর্ম হল সাইলেন্স। আমরা অশরীরী হয়ে বসি। এই কর্মেন্দ্রিয় গুলির সাহায্যে কোনো কাজ না করে, শান্ত হয়ে বসি। কিন্তু কত ক্ষণ? শেষমেশ কর্ম তো করতেই হবে তাইনা। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি কারো এই জ্ঞান নেই যে আত্মার স্ব ধর্ম হল সাইলেন্স। সন্ন্যাসীরা শান্তি খুঁজতে যায়। বাবা বলেন শান্তি তো তোমার গলার হার বা মালা। এর জন্য জঙ্গলে যাওয়ার কি দরকার!

আমরা হলাম কর্ম যোগী। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম গুলির বিনাশ হবে। তারপরে স্বর্গ কে স্মরণ করো, ৬৩ জন্মের ভক্তির কর্ম কান্ড গুলি অনেক পরিশ্রান্ত করেছে, এখন তোমাদেরকে সব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করেছে।

বাবার ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয় যে এখন অশরীরী হও, কারণ তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে তারপরে তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেব, এতে কোনো ঝঞ্ঝাটের কথা নেই। ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছো, সেসব তো পুনরাবৃত্তি হবেই। সবাইকে পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হতেই হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পদে পদে খুব সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। শ্রীমতে কখনও কনফিউজ হবে না। কখনও কুল কলঙ্কিত করবে না।

২) বাবার কাছে যাওয়ার জন্য পুরানো সব হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে। অশরীরী হওয়ার পুরোপুরি অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ-

বাবার নৈকট্যের অনুভবের দ্বারা স্বপ্নেও বিজয়ী হওয়া সমান সাথী ভব
ভক্তি মার্গে নিকটে থাকার জন্য সৎ সঙ্গের গুরুত্ব বলা হয়। সঙ্গ অর্থাৎ নিকটে সে-ই থাকতে পারে যে সমান হয়। যে সঙ্কল্পেও সদা সাথে থাকে সে এতটাই বিজয়ী হয় যে শুধু সঙ্কল্পে নয় কিন্তু স্বপ্নেও মায়া আক্রমণ করতে পারে না। সদা মায়াজিত অর্থাৎ যে সদা বাবার নিকটে, বাবার সঙ্গে থাকে । কারো শক্তি নেই যে বাবার সঙ্গ থেকে তাকে দূর করতে পারে।

স্নোগানঃ-

সদা নির্বিল্ল থাকা এবং সবাইকে নির্বিল্ল রাখা - এই হল যথার্থ সেবা।

অমূল্য জ্ঞানের রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত)

নিজের দৃঢ় নিশ্চয়ে স্থিত হয়ে কল্প পূর্ব থেকে যেটা নির্ধারিত রয়েছে সেটাকেই আবার বানাতে হবে । এমন নয় যে, যা নির্দিষ্ট আছে সেটাই নিশ্চয় করে নেবে। অনেকে ভাবে যে, এই জ্ঞান তো আমার ভাগ্যেই নেই, এমন ভাবেই নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু তা নয়। এই দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে যে আমার ভাগ্যে নির্দিষ্ট আছে। পুরুষার্থ করে নিজের প্রালব্ধ বানাতে হবে। কারণ বিরাট ফিল্ম অনুসারে বানানো হয়েছে কিন্তু পুরুষার্থের দ্বারা এই প্রালব্ধ বানাতে হবে। প্রালব্ধ তখনই সার্থক হবে যখন মালিক হয়ে বানাবে। প্রালব্ধকে আগাম বুঝে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে না, বরং পুরুষার্থের আধারে যা প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়েছে সেটাই প্রালব্ধ রূপে স্বীকার করা উচিত। বাকি ড্রামায় নির্ধারিত আছে মনে করে পুরুষার্থ বিহীন হওয়া, অজ্ঞানতার পরিচয়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সমগ্র খেলার আধার - লাইট আর বিন্দু (শিব জয়ন্তীর বিশেষ উপলক্ষে)"

আজ ত্রিমূর্তি শিববাবা প্রত্যেক বাচ্চার মস্তকে তিন তিলক দেখছেন। বাচ্চারা সবাই হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করতে এসেছেন। সুতরাং ত্রিমূর্তি শিব বাবা অর্থাৎ জ্যোতির্বিন্দু বাবা বাচ্চাদের ললাটে তিন বিন্দুর তিলক দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। সমস্ত জ্ঞানের সার হলো এই তিলক। এই তিন বিন্দুতে জ্ঞান-সাগরের সমগ্র সারাংশ ভরা আছে। সমুদয় জ্ঞানের সার তিনটে বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান - পঠন-পাঠন, আত্মা আর ড্রামা অর্থাৎ রচনা। আজকের স্মারক দিবসও শিব অর্থাৎ বিন্দুর। বাবাও বিন্দু, তুমিও বিন্দু আর রচনা অর্থাৎ ড্রামাও বিন্দু। সুতরাং তোমরা সব বিন্দু, বিন্দুর জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন করছ। বিন্দু হয়ে উদযাপন করছো তো না ! প্রকৃতির সমস্ত খেলাও দুই বিষয়ের - এক, বিন্দু আর দ্বিতীয় জ্যোতি অর্থাৎ লাইট। বাবাকে শুধু বিন্দু নয় বরং জ্যোতির্বিন্দু বলা হয়। রচনাও জ্যোতির্বিন্দু আর পাঠ্যধারী তোমরাও জ্যোতির্বিন্দু, নাকি শুধু বিন্দু ! আর সম্পূর্ণ খেলাটাই দেখ - যে কার্যই করা হয় তার আধার হলো লাইট। আজ দুনিয়ায় যদি লাইট ফেল (fail) হয়ে যায় তবে এক সেকেন্ডে দুনিয়াকে দুনিয়া বলে মনে হবে না। যে কোনো সুখের আধার কী? লাইট। রচয়িতা নিজেও লাইট। আত্মা আর পরমাত্মার লাইট অবিনাশী। প্রকৃতির আধারও লাইট, কিন্তু প্রকৃতির লাইট অবিনাশী নয়। সুতরাং সম্পূর্ণ খেলা বিন্দু আর লাইটের। আজকের স্মারক দিবসকে বিশেষ নিরাকার রূপে উদযাপন করা হয়। কিন্তু তোমরা কীভাবে উদযাপন করবে? তোমরা সব বিশেষ আত্মার উদযাপনও তো বিশেষ, তাই না ! এই রকম কখনো ভেবেছিলে যে, 'আমরা আত্মারা এমন পদ্মাপদম ভাগ্যবান যে ডিরেক্টলি ত্রিমূর্তি শিব বাবার সাথে সাকার রূপে জয়ন্তী উদযাপন করবো !' কখনো স্বপ্নেও সঞ্চল ছিলো না। দুনিয়ার মানুষজন স্মৃতিচিহ্নের জয়ন্তী প্রস্তরমূর্তির সাথে উদযাপন করে আর তোমরা বাবাকে চেতনায় অবতরণ করিয়ে জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন করো। তাহলে, শক্তিশালী কে হলো - বাবা নাকি তোমরা? বাবা বলেন, প্রথমে তোমরা। যদি বাচ্চারা না থাকতো তাহলে বাবা এসে কী করতেন ! তাইতো, বাবা বাচ্চাদের অভিনন্দিত করেন - তোমাদের মনের ভালোবাসার অভিনন্দন। বাবাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ, অতএব, বাবাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করার অভিনন্দন।

সেইসঙ্গে বিশ্বের সকল আত্মার প্রতি করুণাময় বিশ্ব-কল্যাণকারীর শুভভাবনা-শুভকামনার দ্বারা বিশ্বের সামনে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য অভিনন্দন। বাপদাদা সব বাচ্চার উৎসাহের উৎসব দেখছিলেন। সেবা করা অর্থাৎ উৎসাহের সাথে উৎসব পালন করা। তোমরা যতটা মহান অসীম সেবা করো, ততটাই মহান তোমাদের অসীম উৎসবের উদযাপন। সেবার অর্থ কী ? সেবা কেন করো ? আত্মাদের মধ্যে বাবার পরিচয় দ্বারা উৎসাহ বাড়ানোর জন্য। যখন সেবার প্ল্যান বানাও তো এই উৎসাহ তো থাকে, তাই না যে, শিষ্টাতিশীল বঞ্চিত আত্মাদের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাই, আত্মাদের খুশির ঝলকের অনুভব করাই। এখন, যখনই তোমরা অন্য আত্মাকে দেখছ - আজকের দুনিয়ায় তারা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, কিন্তু প্রত্যেক আত্মার প্রতি দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কী সঞ্চল ওঠে ? ইনি প্রাইম মিনিস্টার, ইনি রাজা - এটাই দেখ তোমরা, নাকি আত্মার সাথে মিলিত হও অথবা আত্মাকে দেখ ? শুভ ভাবনা উৎপন্ন তো হয় যে, এই আত্মাও যেন বাবার থেকে অঞ্জলিভরে প্রাপ্তিলাভ করে। এই সঞ্চলের সাথে মিলিত হও তোমরা, তাই না! যখন এই শুভভাবনা উৎপন্ন হয়, শুধুমাত্র তখনই তোমাদের শুভ ভাবনার ফল, অনুভব করার শক্তি সেই আত্মার প্রাপ্ত হবে। শুভ ভাবনা তোমাদের, কিন্তু তোমাদের ভাবনার ফল তাদের প্রাপ্ত হয়ে যায়, কারণ তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার শুভ ভাবনার সঞ্চলে অনেক শক্তি আছে। তোমরা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতিটা শুভ সঞ্চল সৃষ্টিতে বায়ুমন্ডলের রচনা করে। বলা হয় সঞ্চলের দ্বারা সৃষ্টি, তাই না ! এই শুভ ভাবনার শুভ সঞ্চল চারিদিকের বাতাবরণ অর্থাৎ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়, সেইজন্য আগত আত্মাদের সবচেয়ে ভালো অনুভব হয়, এক অনুপম ও অভিনব (ন্যারা) দুনিয়া অনুভূত হয়। অল্প সময়ের জন্য তোমাদের শুভ সঞ্চলের ভাবনার ফলে তারা মনে করে যে, এই স্থান স্বতন্ত্র ও প্রিয় স্থান, এরা স্বতন্ত্র ও প্রিয় ফরিস্তা আত্মা। যেমনই আত্মা হোক, তবুও অল্প সময়ের জন্য উৎসাহে এসে যায়। তাহলে, সেবার অর্থ কী হলো? উৎসব পালন করা অর্থাৎ উৎসাহে নিয়ে আসা। হতে পারে কোনও স্থূল কর্ম করছ, হয় বাণীর দ্বারা অথবা সঞ্চলের দ্বারা, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা কার্য, প্রতিটা সঞ্চল, প্রতিটা বোল উৎসব, কারণ তোমরা উৎসাহের সাথে করো আর অন্যকে উৎসাহিত করো। এই স্মৃতির দ্বারা কখনো ক্লান্ত হবে না, বোঝা মনে হবে না। মাথা ভারী হবে না, নিরুৎসাহ হবে না। যখন কারও ক্লান্তিবোধ হয় অথবা বুদ্ধি (হৃদয়) অলস হয় তখন দুনিয়ার লোকে কী করে ! কোনও না কোনও বিনোদনের স্থানে চলে যায়। বলে - আজ মাথা খুব ভারী, সেইজন্য একটু চিত্ত-বিনোদনের

প্রয়োজন। উৎসবের অর্থই হলো আনন্দ উদযাপন করা। ভোজনপান করো আর আনন্দ করো - এটাই উৎসব। ব্রাহ্মণের তো প্রতি মুহূর্ত উৎসব, প্রতি কমেই উৎসব। উৎসব পালন করতে ক্লান্তি আসে কি? এখানে, মধুবনে যখন বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম করো - যদি ১১ টা বেজে যায় তবুও তোমরা বসে থাকো। ক্লাস চলাকালীন ১১ টা বেজে গেলে তো ক্লাসের অর্ধেক চলে যায়। আমোদ-প্রমোদ ভালো লাগে তাই না? অতএব, সেবাও উৎসব- এই বিধিতে সেবা করো। নিজেও উৎসাহে থাকো, সেবাও উৎসাহের সাথে করো, অন্য আত্মাদেরও উৎসাহিত করো তো কী হবে? যে সেবাই করবে তার দ্বারা অন্য আত্মাদেরও উৎসাহ বাড়তে থাকবে। এমন উৎসাহ আছে তোমাদের, নাকি শুধু মধুবনে থাকা পর্যন্ত স্থায়ী হয়? ফিরে যাওয়ার পর সার্কমস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) দেখা দেবে? উৎসাহ এমন একটা বিষয় যে, পরিস্থিতি তার সামনে কিছুই নয়। যখন আগ্রহ কমে যায় তখন পরিস্থিতি আঘাত করে। যদি উৎসাহ থাকে তাহলে পরিস্থিতি আঘাত করবে না, তোমাদের কাছে সমর্পণ হয়ে যাবে।

আজ উৎসব উদযাপন করতে এসেছ, তাই না! শিব জয়ন্তীকে উৎসব বলা হয়। উৎসব উদযাপন করতে আসনি, বরং "প্রতিটা মুহূর্ত উৎসব" - এটা আন্ডারলাইন করতে এসেছ। যদি তোমাদের শক্তি না থাকে, মনে করো তোমাদের শরীরে শক্তি নেই, ধনের শক্তি কম হওয়ার কারণে মনে তোমাদের ফীল হয় যে, এতো হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু উৎসাহ এমন একটা বিষয় যে, সেটা যদি তোমার মধ্যে থাকে তাহলে অন্যরাও উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে তোমার সহযোগী হয়ে যাবে। ধনেরও যদি অভাব হয় তাহলে কোথাও না কোথাও থেকে এই উৎসাহ ধনকে টেনে আনবে। উৎসাহ এমনই চুষ্টক যা ধনকেও টেনে আনবে। সাথীদেরকেও টেনে নিয়ে আসবে, সফলতাকেও টেনে নিয়ে আসবে। যেমন ভক্তিতে বলা হয় না যে - সাহস (হিঙ্গাত), উৎসাহ ধুলোকেও ধনে পরিণত করে। এতটাই পরিবর্তন হয়ে যায়! উৎসাহ এমন অনুভূতি যে, কোনও আত্মার দুর্বল সংস্কারের প্রভাব তোমার উপর পড়তে পারে না। তুমি তাদের প্রভাবিত করবে, কিন্তু তাদের প্রভাব তোমার উপরে খাটবে না। যা কষ্ট-কল্পনাতেও হবে না তা সহজভাবে বাস্তবায়িত (সাকার) হয়ে যাবে। সব সেবাধারীদের প্রতি বাপদাদার এটা গ্যারান্টির বরদান। বুঝেছ?

বাপদাদা খুশি, একাগ্রতার সাথে সেবার প্ল্যানস ভালোই বানাচ্ছ। সংস্কারের মিল করানো অর্থাৎ সম্পূর্ণতাকে সমীপে নিয়ে আসা আর সময়কে সমীপে নিয়ে আসা। বাপদাদাও দেখছেন - প্রত্যেকে সুন্দরভাবে সংস্কার মিলনের রাস করছিলো, তার সুন্দর সৌরভ আসছিল। তাহলে, সদা কীভাবে থাকতে হবে? উৎসব উদযাপন করতে হবে, উৎসাহে থাকতে হবে। নিজে করতে না পারলেও অন্যকে উৎসাহিত করো, তবে অন্যের উৎসাহ তখন তোমাকেও উৎসাহে নিয়ে আসবে। নিমিত্ত হওয়া বড়রা তো এইরকমই করে, তাই না! অন্যের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করা অর্থাৎ নিজেকে উৎসাহে নিয়ে আসা। কখনো বাই চান্স তোমাদের মধ্যে ১৪ আনা উৎসাহ থাকে তো অন্যদেরকে ১৬ আনা উৎসাহিত করো, তাহলে তোমাদেরও ২ আনা উৎসাহ বেড়ে যাবে। ব্রহ্মাবাবার বিশেষত্ব কী ছিলো? যখন কয়লাও যদি নিয়ে আসতে হতো সেটাও উৎসাহের সাথে, মনোরঞ্জনের সাথেই করতেন। (৩৫ ওয়াগন কয়লা আসার ছিলো, বাপদাদা মুরলীতে কয়লার বিষয়ে বলছিলেন আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সংবাদ এল যে, ৩৫ ওয়াগন কয়লা আবুরোডে পৌঁছে গেছে।) আচ্ছা!

পাণ্ডবরা সবাই কী করবে? সদা উদ্যম-উৎসাহে থাকবে, তাই না! তোমাদের উৎসাহ কখনো হ্রাস হতে দিও না। তোমাদের এখনকার উৎসাহের কারণেই তোমাদের জড়-চিত্রের সামনে গিয়ে মানুষ প্রথমে উৎসাহ তারপর সাহস সঞ্চয় করে যে কোনো কার্য শুরু করে। তোমরা এতটাই উৎসাহ পূর্ণ আত্মা যে তোমাদের জড় চিত্রও অন্যদেরকে উৎসাহ আর সাহস প্রদান করে যাচ্ছে! পাণ্ডবদের মহাবীরের চিত্র কতো প্রসিদ্ধ! যারা নির্বল তারা শক্তি নেওয়ার জন্য মহাবীরের কাছে যায়। আচ্ছা!

চারিদিকের অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান সব বাচ্চাকে, যারা সদা জ্যোতির্বিন্দু হয়ে জ্যোতির্বিন্দু বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, যাদের হৃদয়ে সদা বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা হিল্লোলিত হয় - এমন বাবার তথা বাচ্চাদের হিরেতুল্য জন্ম-জয়ন্তীর অভিনন্দন। তারা সদা অভিনন্দনের সাথে ওড়ে আর সদা উড়তে থাকবে - এইরকম যারা সদা উৎসাহে থাকে, সবসময় উৎসব উদযাপন করে আর সবাইকে উৎসাহ দিতে থাকে, সেই মহান শক্তিশালী আত্মাদের ত্রিমূর্তি শিব বাবার স্মরণ-স্নেহ, অভিনন্দন আর নমস্কার।

ডবল বিদেশি ভাই-বোনের গ্রুপের সাথে সাক্ষাৎ - বাবা আর বাচ্চাদের হৃদয়ের সূক্ষ্ম কানেকশন এতটাই যে, কারও শক্তি নেই যা আলাদা করতে পারে। সর্বাপেক্ষা বড় নেশা বাচ্চাদের এটাই থাকে যে, দুনিয়া তো বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু বাবা কা'কে স্মরণ করে! বাবাকে তো তবুও আত্মারা স্মরণ করে কিন্তু তোমরা সব আত্মাকে কে স্মরণ করে! কত বড়

নেশা ! এই নেশা সদা থাকে ? কম-বেশি হয় না তো ? কখনো উড়ছ, কখনো উর্ধ্বগামী তো কখনো চলছ...এই রকম নয় তো ? না তোমরা পিছনে যাও, না থেমে থাকো, কিন্তু তোমাদের স্পীড চেঞ্জ হয়ে যায়। বাপদাদা সদা বাচ্চাদের খেলা দেখতে থাকেন - কখনো তোমরা হাঁটতে শুরু করো, কিন্তু তারপরে কী হয়, কোনো না কোনো এমন সার্কমস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যায়, তখন এমন হয় যেন কেউ ধাক্কা দেওয়ায় আবার চলতে থাকলে, ড্রামা অনুসারে এমন কোনো না কোনো বিষয় হয় যা আবার উড়তি কলার দিকে নিয়ে যায়, কেননা, ড্রামা অনুসারে তোমাদের নিশ্চয়বুদ্ধি পাকাপোক্ত, হৃদয়ে সঙ্কল্প করে নিয়েছ যে, বাবা আমার, আমি বাবার, সুতরাং এমন আত্মাদের আপনা থেকেই সহায়তা লাভ হয়। সহায়তা লাভ করতে কত সময় লাগে ? (এক সেকেন্ড) দেখ ফটো তোলা হচ্ছে। বাবার ক্যামেরা সেকেন্ডে সবকিছু তুলে নেয়। যা কিছু হয়ে যাক কিন্তু বাবা আর সেবার থেকে কখনো সরে যেও না। স্মরণ করায় বা ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে যদি মন নাও লাগে তবুও বাধ্যতামূলক হিসেবে শুনতে থাকো, যোগ লাগাতে থাকো ঠিক হয়ে যাবে। কারণ মায় ট্রায়াল (পরীক্ষা) করে - এ' যদি সামান্য একটু সরে যায় তাহলে আমি এর কাছে যেতে পারবো। অতএব, কখনো সরে যেও না। কখনো নিয়মচ্যুত হতে দিও না। নিজের পঠন-পাঠন, অমৃতবেলা, সেবা - দিনচর্যায় যে নিয়মাবলী তৈরি হয়েছে, তা'তে যদি মন নাও লাগে, তবুও দিনচর্যার কিছু মিস্ করো না। ভারতে বলা হয়, যত বিধি তত প্রাপ্তি। সুতরাং এই যে বিধি তথা নিয়ম তৈরি হয়েছে তা' কখনো মিস্ ক'রো না। দেখ, তোমাদের ভক্ত এখনো তোমাদের নিয়ম পালন করছে। এমনকি, মন্দিরে যাওয়ার মন নেই তবুও অবশ্যই যাবে। তারা কার থেকে এটা শিখেছে? তাদেরকে তোমরা শিখিয়েছ, শিখিয়েছ না ! সদা এই অনুভব করো, মর্যাদা তথা নৈতিকতার যে সীমা বা নিয়ম তৈরি হয়েছে, তা আমরা তৈরি করেছি। তোমরা তৈরি করেছ নাকি সেইসব তৈরি হওয়াই ছিলো? তোমরা ল'-মেকার্স, মনে নেই? অমৃতবেলায় ওঠা, এটা তোমাদের মন মানে, নাকি এই নিয়ম তৈরি হয়ে আছে সেইজন্য সেটা তোমরা অনুসরণ করছো - তোমরা নিজেরা অনুভব করে সেই অনুসারে চলেছ, নাকি ডিরেকশন বা নিয়ম তৈরি হয়ে আছে সেই জন্য অনুসরণ করছ? তোমাদের মন এটা মানে, মানে না ! তাহলে, মন যা মানে, তা' কি মন তৈরি করেনি ! করতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতায় চলছো না তো ! এই সবকিছু মনের পছন্দ? পছন্দ তাই না ! কারণ, যা খুশির সাথে করা হয় তা' বন্ধনযুক্ত হয় না। এখানে, বাবা আদি, মধ্য, অন্ত - তিনকালের নলেজ দিয়ে দিয়েছেন। যা কিছু করো তিনকালকে জেনে সেই খুশিতে করো। বাবা দেখেন, বাচ্চারা চমৎকার করছে। বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা অটুট, সেইজন্য কোনও কিছু ঘটলেও তোমরা উড়তে থাকো। বাবার প্রতি ভালোবাসায় সবাই ফুল পাস। পঠন-পাঠনে নম্বরক্রমে হও, কিন্তু ভালোবাসায় তোমরা নম্বর ওয়ান। সেবাও ভালো করে, কিন্তু কখনো কখনো সামান্য খেলাও দেখায়। বাবার প্রতি যেরকম প্রীতি-ভালোবাসা আছে, মুরলীর সাথেও সেইরকম প্রীতি আছে? যখন থেকে এসেছ তখন থেকে কতগুলো হবে, মুরলী মিস্ করেছ? কখনো কোনো অজুহাতে সেইভাবে ক্লাস মিস্ করেছ? ঠিক যেমন বাবাকে স্মরণ করা মিস্ করতে পারো না, সেইরকমই পড়াও অবশ্যই মিস্ ক'রো না। এতেও নম্বর ওয়ান হতে হবে। বাবার রূপে স্মরণ, শিক্ষকের রূপে পড়াশোনা আর সঙ্গুরুর রূপে প্রাপ্ত বরদান কার্যে প্রয়োগ করা - এই তিন বিষয়েই নম্বর ওয়ান হওয়া উচিত। বরদান তো সবারই প্রাপ্ত হয়, তাই না ! কিন্তু সময়মতো বরদানকে কার্যে লাগানো - একে বলে বরদান থেকে লাভ নেওয়া। সুতরাং এই তিন বিষয়েই চেক করো যে, আদি থেকে এখন পর্যন্ত এই তিন বিষয়ের কতটা পর্যন্ত পাস করেছো, তবেই বিজয়মালার দানা হবে। আচ্ছা !

বাচ্চাদের নিশ্চয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বাপদাদা খুশি। বাপদাদা প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখছেন। বাপদাদা যখন দেখেন যে, কত ভালোবাসায় তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ, পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে হয় না, প্রসন্নতার সাথে এগিয়ে চলেছো - তখন তিনি খুশি। বাপদাদার কাছে তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষত্বের লিস্ট আছে। বুঝেছ? আচ্ছা !

বিদায়কালে - আজ বাপদাদা আর অনেক বাচ্চার জন্ম-দিবসের পদম্ গুণ অভিনন্দন। চারিদিকের বাচ্চাদের জন্ম-দিবসের পদম্ গুণ অভিনন্দন। চারিদিকের সব বাচ্চার হৃদয়ের স্মরণ-স্নেহ আর সেই সঙ্গে স্থূল স্মারক রূপে স্নেহভরা পত্র আর কার্ডস বাপদাদা পেয়েছেন। সকলের হৃদয়ের আওয়াজ বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। দিলারাম বাবা বড় হৃদয়ের তথা সহৃদয় বাচ্চাদের অতি উদারচিত্তে অনেক-অনেক-অনেক স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। পদম্ গুণ বলাও বাচ্চাদের স্বমানের সামনে কিছুই নয়, সেইজন্য ডায়মন্ড নাইটের ডায়মন্ড বর্ষার সাথে অভিনন্দন। সবাইকে স্মরণ-স্নেহ আর সদা ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকার জন্য অভিনন্দন। আচ্ছা, ডায়মন্ড মর্নিং।

বরদানঃ:-

অকল্যাণকর দৃশ্যও (সীনেও) কল্যাণের অনুভব করে সদা অচল-অনড় থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি ভব ড্রামায় যা কিছু হয়, তা' কল্যাণকারী যুগের কারণে সব কল্যাণকারী, অকল্যাণেও কল্যাণ যদি দেখতে পাও, তবেই বলা হবে নিশ্চয়বুদ্ধি। পরিস্থিতির সময়ই স্থিতির পরখ হয়। নিশ্চয়ের অর্থ হলো - সংশয়ের লেশমাত্র না থাকা। যা কিছুই হয়ে যাক কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধিকে কোনও পরিস্থিতি চাঞ্চল্যের মধ্যে নিয়ে আসতে

পারে না। চাঞ্চল্যে আসা মানে দুর্বল হওয়া।

স্লোগান:- পরমাত্ম-ভালোবাসার যোগ্য হও তবেই সহজে মায়াজিত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে স্মরণে সুখ পাও (অনুভব করো), বাবাকে স্মরণ করো তবেই শরীরের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে, তোমরা নীরোগী হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, এইসময় তোমরা যুদ্ধ স্থলে রয়েছো, জয় বা পরাজয়ের আধার কি ?

*উত্তরঃ - শ্রীমতে চললে জয়, নিজ মতে বা অন্যের মতে চললে পরাজয়। একদিকে রয়েছে রাবণ-মতানুসারীরা, অন্যদিকে রয়েছে রামের মতানুসারীরা। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, রাবণ তোমাদের অনেক বিরক্ত করেছে। এখন তোমরা আমার সাথে বুদ্ধিযোগকে যুক্ত করে দাও তাহলেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। যদি কারণে-অকারণে স্ব-মতে চলো বা বিরক্ত হয়ে যাও, পড়া ছেড়ে দাও তাহলে মায়া মুখ ঘুরিয়ে দেবে, পরাজিত হয়ে যাবে, সেইজন্য অনেক-অনেক সাবধানে থাকতে হবে।

*গীতঃ- দেখ, তোর সংসারে কি হাল হয়েছে....

ওম্ শান্তি । মানুষকে কত বদলাতে হয়। তা কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো। তাহলে মানুষ কত উচ্চ থেকেও উচ্চে যেতে পারে আবার সেই মানুষই কত নিম্ন থেকেও নিম্নে যেতে পারে। মানুষ সত্যযুগীয় সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হতে পারে আবার মানুষই কপর্দকশূন্য (ওর্থ নট এ পেনী) হয়ে যায়। এ'সবকিছু তোমরা জেনেছো বাবার মাধ্যমে। পতিত-পাবন, সন্ন্যাসিতা আছেন একজনই। তিনিই পবিত্র করেন। রাবণ পুনরায় পতিত করে দেয়। পরমপিতা পরমাত্মা এসে পুনরায় কত উচ্চ (পদমর্যাদা সম্পন্ন) বানিয়ে দেন, তবেই তো গায়ন করা হয় যে ঈশ্বরের মতি-গতি আলাদা। ঔনার মহিমাও সকলের থেকে আলাদা। বাবার মহিমা অপার কারণ ঔনার মতন মত (শ্রীমৎ) কারোর হয়ই না। সেগুলিকে বলা হয়ে থাকে শ্রীমৎ ভগবত। মত তো সকলেরই থাকে। ব্যারিস্টারের মত, সার্জনের মত, ধোপার মত, সন্ন্যাসী, উদাসী ইত্যাদিদের মত। তথাপি গাওয়া হয় যে, 'হে ঈশ্বর, তোমার মতি-গতি সবথেকে আলাদা। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ। এ কোনো মানুষ বা দেবতার মং নয়। তোমাদের মধ্যেও যে পাকা নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন সে-ই এই কথা বুঝতে এবং বোঝাতে পারবে। তারা জানে যে বাবার শ্রীমতের দ্বারাই আমরা কত শ্রেষ্ঠ হয়ে যাই। বাবা হলেন প্রেমময়, শান্তময়। প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাই তোমাদেরকেও বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার কী ? নান্দার ওয়ান মালিক হওয়া। কমপক্ষে সূর্যবংশীয় মালায় তো গাঁথা হয়ে যাবে। আমরাই পূজ্য ছিলাম পুনরায় আমরাই পূজারী হয়েছি। সমগ্র দুনিয়া ঔনার মালা জপ করে। মালা অবশ্যই জপ করে। কিন্তু স্মরণের অর্থ কিছুই জানে না। বলে যে -- স্মরণ করতে-করতে সুখ প্রাপ্ত করো অর্থাৎ একজনকেই স্মরণ করা উচিত তাহলে এ'সকল মানুষেরা কেন সবাইকেই স্মরণ করে। বাবা বলেন -- সকলকে স্মরণ করো না, কেবল একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। আমায় অর্থাৎ বাবাকে খুব স্মরণ করো, আমাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। আমি ডায়রেকশন দিয়ে থাকি যে গৃহস্থী জীবনে থেকে কেবল আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। কত সহজ উপায়। বলা হয় যে স্মরণে-স্মরণে সুখ প্রাপ্ত করো অর্থাৎ জীবনমুক্তির পদ প্রাপ্ত করো। শরীরের দুঃখ-কষ্ট সব দূর হয়ে যাবে। ওখানে তোমাদের শরীরে কোনো রোগ থাকে না। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের সম্মুখে থেকে শোনাচ্ছেন, তোমরা শুনে অন্যদের শোনাও। সবথেকে ভালো তো এই টেপ-রেকর্ডার শোনায়ে। এতটুকুও মিস করবে না। তাছাড়া হাব-ভাব তো দেখতে পারা যাবে না। বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যাবে যে বাবা এমন-এমনভাবে বুঝিয়ে থাকেন। এই টেপ মেশিন হলো রক্তের খনি। মানুষ তো শাস্ত্র দান করে থাকে। গীতা ছাপিয়ে তা দান করে। এই টেপ কত আশ্চর্যজনক বস্তু। একটু সংবেদনশীল তাই অত্যন্ত যত্ন সহকারে চালাতে হয়। এ হলো হাসপাতাল তথা ইউনিভার্সিটি। সকলকে হেল্থ-ওয়েল্থের উত্তরাধিকার দিতে পারে। মুরলীর থেকেই সবকিছু পাওয়া যায়। কিন্তু মায়া মোহিনী এমন যে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়, রাবণ মোহগ্রস্ত করে দেয় নাকি রাম মোহগ্রস্ত করে। রাম তো একবারই আকর্ষণ করে, রাবণ তো আধাকল্প ধরে টানতে-টানতে ধূলো-নোংরা করে দেয়। এখানকার সকল বস্তুই হলো তমোপ্রধান। ৫ তত্ত্বও তমোপ্রধান। সত্যযুগে ৫ তত্ত্বও সতোপ্রধান হবে। এ হলো কত বড় মাপের আমদানি। নেয় কে! কোটি-কোটির মধ্যে কেউ। বাঁদরের মতন বুদ্ধিসম্পন্নদের মন্দির-সম বুদ্ধির বানাতে কত পরিশ্রম করতে হয়। সমগ্র দুনিয়াই বেশ্যালয়ে পরিনত হয়েছে। পুনরায় আমিই এসে শিবালয় গড়ে তুলি। ভারত শিবালয় ছিল, এখন রাবণ বেশ্যালয় করে দিয়েছে। সময় আধা-আধি। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন খুব সার্ভিস করো। ওরা(অজ্ঞানী মানুষ) তো বলার কথা বলে দেয় যে পতিত-পাবন এসো, কিন্তু জানে না। অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। স্বয়ং ভগবান বলেন, এ হলো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। মানুষ ব্রষ্টাচারী হয়ে পড়ে বিষের জন্য। সবথেকে

মহান শত্রু হলো কাম-বিকার। ওখানে এই বিকার হয়ই না। এই ভারত সবচেয়ে প্রিয় বাবার জন্মভূমি। রাবণ, যে হলো শত্রু তাকেই জ্বালিয়ে দেয়। যেমন দেবীদের চিত্র তৈরী করে পূজা করে পুনরায় ডুবিয়ে দেয়। এ'সব হলো অন্ধশ্রদ্ধা। পাদ্রীরাও এ'সকল কথা শুনিye অনেককে কনভার্ট করে। এও হলো ড্রামার ভবিতব্য। কিন্তু তারা পরিশ্রম অনেক করে। এইসময় সমগ্র দুনিয়াতেই রাবণের রাজ্য রয়েছে। এ'সময় সকলেই রাবণের বিকারী (ছিঃ ছিঃ) মতে চলছে। পরমপিতা পরমাত্মা পতিত-পাবন, যার সবচেয়ে অধিক মহিমা, ওঁ'নাকেই সর্বব্যাপী বলা হয়েছে। মানুষের আর কোনো শত্রু নেই। মানুষ মায়ার দ্বারাই নিপীড়িত। তার থেকে তো একমাত্র বাবা এসেই মুক্ত করতে পারবে আর কেউ তো মুক্ত করতে পারে না। স্মরণে এসেছি আমি তোমার, লাজ রাখো প্রভু আমার..... এমনও গান আছে। তোমাদের এখন রাবণের থেকেই বাঁচায়। রাবণ কত বিরক্ত করেছে। বাবা বলে এক, রাবণ নিয়ে যায় অন্যদিকে। বাবা বলেন -- আমার মতে চলো, রাবণ পুনরায় ভুলিয়ে দেয়। বাবা আসেন বিশ্বের মালিক বানাতে। রক্ত দিয়েও লিখে দেয় তবুও মায়া ভুলিয়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। এ'সব হলো বুদ্ধির বিষয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন ফিরে যেতে হবে সে'জন্য আমায় স্মরণ করো তবেই উচ্চ পদ পাবে। বাবা বলেন - বংস, কখনও শ্রীমৎ ভুলে যেও না। কিন্তু কারণে-অকারণে নিজের মতে বা কারোর বিরক্ত করার জন্য বাবাকে ত্যাগ করে দেয়। একে বলা হয় যুদ্ধক্ষেত্র। একদিকে হলো রাবণের মতানুসারীরা। অপরদিকে হলো রামের মতানুসারী। আরে! তোমরা ভগবানের থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নাও না। এতজন সব নিচ্ছে, তারা কি মূর্থ! তোমরাও ভগবানের সন্তান, তোমরাও উত্তরাধিকার নাও। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। এমন নয় যে বিষ্ণুর দ্বারা দেবতা রচনা করেন। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরী রচনা করেছেন। বলাও হয়েছে যে অবশ্যই ঠিক হয়েছে। বিষ্ণুর রাজধানীতে আমরা রাজত্ব করবো। বসে থেকে-থেকে পুনরায় উধাও হয়ে যায়। কারণে-অকারণে মতবিরোধ হয়ে যায়। কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয় বা কেউ কিছু বললে তা ভুলে যায়। দেখো, এখানে অসংখ্য বি.কে.-রা রয়েছে, তারা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছে। ভালভাবে পড়ছে কিন্তু বাইরে গেলেই তখন ভুলে যায়। মায়া ব্রষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন করে দেয়। বোঝানোর জন্য কত পরিশ্রম করা হয়। বাচ্চারা, মুহূর্তে-মুহূর্তে কাজ-কর্ম থেকে ছুটি নিয়ে সার্ভিস করতে যায়। সকলের উপর কৃপা করতে চায় কারণ এদের মতন দুঃখী, কপর্দকশূন্য দুনিয়ায় কেউ নেই। সকলের এই ধন-দৌলত মাটিতে মিশে যাবে। আর তোমাদের হলো সত্যিকারের উপার্জন। তোমরা হাত ভরে নিয়ে যাবে, বাকি সকলেই খালি হাতে যাবে। এ তো সকলেই জানে যে বিনাশ অবশ্যই হবে। সকলেই বলে -- এ হলো সেই মহাভারতের ভয়াবহ যুদ্ধের সময়, সকলকেই কাল গ্রাস করবে। কিন্তু কি হবে তা জানে না। স্বয়ং বাবা বলেন -- আমি তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আমাকেই কাল, মহাকাল বলা হয়। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেইজন্য এখন তোমরা আমার মতানুসারে চলো এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে নাও। জীবনমুক্তিতেও পদ রয়েছে। সব ধর্মস্বাপেকেরাই তো মুক্তিতে বসে থাকবে। তারাও প্রথমে যখন আসবে তখন সত্যপ্রধান তারপর সত্য-রজঃ-তমোঃতে চলে আসে। উঁচু আর নীচু, বেগার আর প্রিন্স। ভারত এইসময় সবথেকে নীচ পতিত হয়ে গেছে। কাল পুনরায় পবিত্র প্রিন্স হয়ে যাবে। দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখ প্রদান করবে। এত সুখ আর কোনো ধর্মে হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা সত্যযুগের মালিক ছিলে, এখন নরকের মালিক হয়েছেো তোমরা পুনরায় প্রথম জন্ম সত্যযুগে নেবে। আমরাই সেই (হাম সো)-এর অর্থও কেউ বোঝে না। আমরা জীবাত্মারা এইসময় হলাম ব্রাহ্মণ, এর পূর্বে শূদ্র ছিলাম। কাল আমরাই সেই দেবতা তারপর ঋগ্বেদ হবো। পুনরায় বৈশ্য, শূদ্র বংশে আসব। এখন আমাদের হলো উত্তরণ কলা। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না, তার পূর্বে আমরা অবরোহণ কলায় ছিলাম। বাবা-ই উত্তরণ কলায় নিয়ে যান। কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান দাঁড়ায় না কারণ বুদ্ধির যোগ আমার সাথে থাকে না সেইজন্য স্বর্ণযুগীয় পাত্র পরিণত হয়ই না।

বাবা বলেন - কেবল মুখে বাবা-বাবা করতে হবে না। বরং বাবাকে অন্তরে রেখে এমনভাবে স্মরণ করতে হবে যাতে অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যায়। দেহ-বোধ পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। যত নিজেকে আত্মা মনে করবে, বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। ভগবানুবাচ - তোমাদের সকলকে বোঝাতে হবে যে, তোমরা এই যে যজ্ঞ, তপস্যা, দান করো - এর দ্বারা আমার সাথে মিলিত হতে পারো না। তোমরা এখন সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র হয়ে গেছো। একজনও আমার কাছে আসেনি। ভবিষ্যতে নাটকের সমস্ত অভিনেতাদেরকেই থাকতে হবে। যখন নাটক সম্পূর্ণ হবে তখন সকলকেই ফিরে যেতে হবে। আত্মারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাঝখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না। স্থপতিরাই এখানে বসে রয়েছে। ৬৪ জন্ম নিতে হবে। বৃষ্কে জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হতেই হবে। এ হলো অত্যন্ত ভাল বোঝার মতন বিষয়। অত্যন্ত সাবধানেও থাকতে হবে যাতে মায়া যেন কোথাও ধোঁকা না দিয়ে দেয়। নিজের মুখ উপরদিকে রাখতে হবে, খুশী মনে ফিরে যেতে হবে। (মুতের মুখ ঘুরিয়ে দেয়) বাবা বলেন -- নিজের মুখ স্বর্গের দিকে রাখতে হবে, পা নরকের দিকে, সেইজন্য কৃষ্ণের এ'রকম চিত্র তৈরী করা হয়েছে। শ্যাম সুন্দর হয়ে যায়। তোমরাও গৌরবর্ণের হয়ে যাও তবেই বলা হয় যে মানুষ থেকে দেবতা হতে সসয়

লাগে না..... অর্থাৎ কলিযুগকে সত্যযুগে পরিণত করা বাবারই কাজ। বাচ্চারা, তোমরা জানো, আমরা শ্রীমতানুসারে বিশ্বে রাজত্ব স্থাপন করি, সেখানে এসে রাজত্ব করবো। এতে যজ্ঞ, তপস্যা করার প্রয়োজন নেই। বাবা এঁনার মাধ্যমে মত দেন যে আমাকে স্মরণ করো। এখন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। তাতে যে পদ পেতে চাও তা নিয়ে নাও। যেমন এই মাশ্চা হলেন এখন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী, এরপর গিয়ে রাজ-রাজেশ্বরী হবে। এই নলেজ হলো রাজযোগের। তাই এমন কলেজে কত ভালভাবে পড়া উচিত। বাবা বলেন, আজ অনেক ভাল ভাল পয়েন্টস্ শোনাচ্ছি, সেইজন্য সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। মিত্র-সম্বন্ধীদের-ও কল্যাণ করো। যাদের ভাগ্যে থাকবে তারা উঠে পড়বে। শিবের মন্দিরে গিয়ে ভাষণ দাও। শিববাবা নরককে স্বর্গে পরিণত করতে এসেছেন। অনেকেই (দেবতা) হতে আসবে। মায়ার সঙ্গে তোমাদের ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। ভাল-ভাল বাচ্চাদের আজ নেশা চড়ে, কাল উধাও হয়ে যায়। তোমরা জানো যে পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমরা এই পুরানো শরীর পরিত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় গিয়ে পা ফেলবো। এই দিল্লী স্বর্গ হবে। এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্য ফুল হও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ-অভিমান ত্যাগ করে বাবাকে ভিতরে-ভিতরে এমনভাবে স্মরণ করতে হবে যাতে অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যায়। স্মরণের দ্বারা বুদ্ধিকে গোল্ডেন এজেন্ড বানাতে হবে।

২) কখনও মনমতে বা মতবিভেদে এসে পড়া ছাড়বে না। নিজের মুখ স্বর্গের দিকে রাখতে হবে। নরককে ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বপ্রাপ্তিকে সম্মুখে রেখে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষে (মর্যাদায়) অবস্থানকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব
আমরা হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা, উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবানের সন্তান - এই মর্যাদাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা, যে এই শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে সেট হয়ে থাকে, সে কখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে না। দৈব মর্যাদার থেকেও উচ্চ হলো এই ব্রাহ্মণদের মর্যাদা। সর্বপ্রাপ্তির তালিকা সামনে রাখো তবেই নিজের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সদা স্মৃতিতে থাকবে আর গান গাইতে থাকবে যে, যা কিছু পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি.... সর্বপ্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা সর্বশক্তিমানের স্থিতি সহজ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যোগী এবং পবিত্র জীবনই হলো সর্বপ্রাপ্তির আধার (ভিত)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এক বাবার প্রতিই সত্য প্রেম রাখো, তাঁর মতে চলো তাহলে বাকি সব মিত্র - সম্বন্ধী প্রমুখদের থেকে মমত্ব দূর হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- বাবা ছাড়া কোন্ শব্দ কোনো মানুষই বলতে পারে না ?

*উত্তর:- আমি, তোমাদের আত্মাদের বাবা তোমাদের পড়াতে এসেছি, আমি তোমাদের আমার সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । এমন কথা বলার ক্ষমতা বাবা ছাড়া আর কোনো মানুষের নেই । তোমরা নিশ্চিত যে - এই নতুন জ্ঞান নতুন বিশ্বের জন্য, যেই জ্ঞান স্বয়ং আত্মাদের পিতা আমাদের পড়ান, আমরা হলাম গডলী স্টুডেন্ট ।

*গীত:- ভোলানাথের মতো নিরীলা আর কেউ নেই.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের সবসময় বাবাই দেন । এক বাবা হয় জগতের, যে তার ৫ থেকে ৮ টি সন্তানকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন । আর অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন । তিনি হলেন সকলের একমাত্র বাবা । লৌকিক বাবা তো অনেকেই আছেন । তাদের অনেক সন্তান হয়, কিন্তু ইনি হলেন সমস্ত বাচ্চাদের বাবা । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকেও বাবা বলা হবে না । শঙ্করের কার্যই হলো পৃথক । তিনি দাতা নন । নিরাকার বাবা একজনই, যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । তিনি হলেন পরমপিতা, তিনি মূলবতনে অনেক উর্ধ্বে থাকেন । একথা বোঝার জন্য বড় যুক্তির প্রয়োজন, মিষ্টি বাণীরও প্রয়োজন । কাম হলো মহাশত্রু - একে জয় করতে হবে । এখন কন্যারা তো হলো স্বতন্ত্র । এমন অনেক মানুষ আছে যারা ব্রহ্মচর্যে থাকা পছন্দ করে । তারা বিকারী কুটুম্ব পরিবারে যেতে চায় না, তারা এমনই থেকে যায়, এতে কোনো মানা নেই । কন্যাদের সাথে কানাইয়া বাবা তো বিখ্যাত । কৃষ্ণ কিন্তু কন্যাদের বাবা নন । এরা তো হল ব্রহ্মাকুমারী । কৃষ্ণকুমারী হয় না । কৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হয় না । এই যে কন্যারা, মাতারা, তাদের অনেক সহন করতে হয় কিন্তু হৃদয় স্বচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন । বুদ্ধির যোগ যদি এক বাবার সঙ্গে ভালোভাবে জুড়ে থাকে তাহলে অনেকের থেকে ছিন্ন হতে পারে । দৃঢ় নিশ্চয় যেন থাকে যে, আমাকে এক বাবার হতে হবে । তাঁর মতে চলতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা নিজেদের পতিকেও বুঝিয়ে বলো যে, এখন কৃষ্ণপূরী স্থাপন হচ্ছে । কংসপূরী বিনাশের আয়োজন হচ্ছে । কৃষ্ণপূরীতে যদি যেতে হয় তাহলে বিকার ত্যাগ করতে হবে । কৃষ্ণপূরীতে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । তোমাদের এখন নিজেরও এবং সেইসঙ্গে আমারও কল্যাণ করতে হবে, আর আমি আর তুমি দুজনেই এক ভগবানের সন্তান । তুমিও বলো যে, ভগবান আমার বাবা, তাহলে তো আমরা একে অপরের ভাই - বোন হলাম । এখন আমরা বিকারী হতে পারি না । ভারত যখন পবিত্র ছিলো, তখন সকলেই সুখী ছিলো, এখন তো সকলেই দুঃখী । সকলেই নরকে ধাক্কা খেতে থাকে । বাবা বলেন, তোমাদের দুই হাত আমার হাতে দিয়ে পবিত্র হয়ে স্বর্গে চলো । এখন আমরা কেন ২১ জন্মের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলবো ? রোজ বোঝালে অস্তি নরম (পূর্ব ধারণা) হয়ে যাবে । কন্যারা তো স্বাধীন, কেবল তাদের সঙ্গ যেন খারাপ না হয় । এই অপবিত্র, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । বাবা বলেন - তোমরা পবিত্র হও, তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে । এমন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, এই বুদ্ধি হলো বিষ্ঠার পোকার তুল্য, তাই তাদের সামনে ভোঁ - ভোঁ করে নিজের সমান বানাতে হবে । শক্তি সেনাতে শক্তিও তো চাই, তাই না । বাচ্চাদেরও তো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, বাকি মোহ রাখা চলবে না । বুদ্ধির যোগ যেন একের সঙ্গেই থাকে । এইসব কাকা, মামা ইত্যাদি সকলেই এই ড্রামার অভিনেতা । এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এখন ফিরে যেতে হবে । বিকর্মের হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে । এই পুরানো দুনিয়ার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ছিন্ন করতে হবে । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা যদি শ্রীমতে চলো তাহলে স্বর্গের বাদশাহী পাবে । এই শ্রীমৎ হলো ভগবানের । এই রাজযোগের দ্বারা বরাবর রাজার রাজা হওয়া যায় । এই মৃত্যুলোক তো এখন শেষ হয়ে যাবে । তাহলে কেন না বাবার থেকে ২১ জন্মের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নিই । স্টুডেন্ট মনে করে - আমরা যদি খুব ভালোভাবে পড়ি, তাহলে ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করবো । এখানে যদি খুব ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করো তাহলে স্বর্গে উচ্চ পদ পাবে । প্রিন্স - প্রিন্সেসই তো হওয়া উচিত, কিন্তু সবাই তো আর তা হবে না । প্রজা তো অনেকই তৈরী হয় । প্রদর্শনী দেখে ধীরে ধীরে অনেকেই প্রভাবিত হবে ।

তোমরা জানো যে, যে অভিনয় চলে আসছে, তা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও চলেছিলো । বাবা বলেন, আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ । এই পার্ট ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না । এমন নয় যে, আমি স্বদর্শন চক্রের দ্বারা কারোর শির কেটে

দেবো। বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রের অর্থও তোমাদের বোঝানো হয়। শাস্ত্রে তো অনেক কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। স্বদর্শন অর্থাৎ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা। স্ব অর্থাৎ আত্মার দর্শন হলো এই সৃষ্টিচক্রের যে বরাবর আমরা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করি। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী... এখন চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আবার নতুন চক্র শুরু হবে। এই চক্র হলো ভারতেরই। এখানে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভারতবাসীদেরই পাট। ভারতের দুই যুগ পূর্ণ হয়। এই দুই যুগ যখন পূর্ণ হয়, তাকেই স্বর্গ বলা হয়। বাকি অন্য ধর্ম তো পরে আসে। তোমরা ওদের বলো, তোমাদের পূর্বে এখানে স্বর্গ ছিলো, নতুন দুনিয়া ছিলো, এখন হলো পুরানো দুনিয়া। তোমরা জানো যে, আদিতে ছিলো সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী। সেই রাজধানী যখন সম্পূর্ণ হয় তখন মধ্য হয়ে যায়। নতুন আর পুরানোর মাঝামাঝি। প্রথমে অর্ধেক কল্প ভারতই ছিলো। এই নাটক সম্পূর্ণ আমাদের উপরেই বানানো হয়েছে। আমরাই সেই শ্রেষ্ঠাচারী ডবল মুকুটধারী রাজা ছিলাম। আবার আমরাই এমন ব্রহ্মাচারী হয়েছি, পূজ্য থেকে পূজারী, আর কেউই এমন কথা বলতে পারবে না। বোঝার জন্য এ কতো সহজ কথা। এই আত্মিক জ্ঞান সুপ্রীম আত্মা বাচ্চাদের দিচ্ছেন। তোমরা জানো যে, আমাদের মতো আত্মাদের বাবা জ্ঞান দান করছেন। বাবা বলেন যে, আমি আত্মাদের পড়াই। আমিই আত্মাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, আর কারোরই এমন বলার শক্তি নেই। যদিও কেউ নিজেকে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলে, বা এখানকার কিছু জ্ঞানও কপি করে নেয়, তবুও তারা যেতে পারে না। সত্য তো সত্যই, সত্য কখনো লুকানো যায় না। পরের দিকে অবশ্যই বলবে - অহো প্রভু, তুমি যা বলছো তা সত্য, বাকি সবই মিথ্যা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেনই সত্য। তিনি হলেন নিরাকার। শিবরাত্রির অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না। যদি কৃষ্ণের তনে আসেন, তাহলে বলবেন, আমি কৃষ্ণের তনে এসে জ্ঞান দান করি, এও হতে পারে না। এ হলো জ্ঞান, এতে খুব ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমি গডলী স্টুডেন্ট, একথা যদি বুদ্ধিতে না থাকে, তাহলে বুদ্ধিতে কিছুই বসবে না। এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তিম জন্ম। এই মৃত্যুলোক এখন শেষ হতে হবে। তাই আমি এখন তোমাদের অমরপুরীর মালিক বানাতে এসেছি। সত্যনারায়ণের কথা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান, এ কোনো কথা নয়, কথা পুরানো, প্রাচীনকে বলা হয়। এ হলো জ্ঞান। এইম অবজেক্টও এখানে বলা হয়। এ কলেজও। হিন্দি - জিওগ্রাফিও পুরানো কথা হলো। অমুকে - অমুকে রাজত্ব করতো। বাবা এখন বলছেন, ডামাতে আমারও পাট আছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ। ওদের তো এই বস্তু ইত্যাদি বানাতেই হবে বিনাশের জন্য। যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরা কি করবে। শাস্ত্রে তো উল্টোপাল্টা লিখে দিয়েছে। যাদবদের জন্য ঠিকই লিখেছে যে, নিজের কুলের বিনাশ স্বয়ংই করেছে। বাকি পাণ্ডব, কৌরবদের হিংসক যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে। এ তো হয়ইনি। তোমাদের সঙ্গে আছে পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন মূখ্য পাণ্ডা আর গাইড, তিনি পতিত পাবনও, আবার উদ্ধারকর্তাও। তিনি রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করে রাম রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। বাবা বলেন, এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে, মূর্তাবাদ হওয়ার পর পাবন, শ্রেষ্ঠাচারী সত্যযুগী রাজ্য শুরু হবে। এ তোমরা বাচ্চারা জানো আর কাউকে বোঝাতেও পারো, আর কেউই জানতে পারে না। ভক্তিমার্গের শাস্ত্র তো অনেকেই জানে। তারা মনে করে, ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পেতে হবে। অর্ধেক কল্প হলো ভক্তি মার্গ। ভক্তির অন্তে জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞানের ইনজেকশন দেবেন। বাচ্চারা, তোমাদের পতিত পাবন, গড ফাদারলী স্টুডেন্ট লাইফ। পতিত পাবন অর্থাৎ সদগুরু। ও গড ফাদার অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা, আর তিনি আবার শিক্ষক রূপে রাজযোগ শেখান। এ কতো সহজ কথা। প্রথমে পতিত পাবন তো অবশ্যই লেখা উচিত। গুরু সবথেকে তীক্ষ্ণ হয়। মানুষ মনে করে, গুরু দুর্গতি থেকে মুক্ত করে সদগতি দান করেন। বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান, কিন্তু এই কথা কারোর বুদ্ধিতে বসে না যে, আমরা ভগবানের সন্তান তাই আমাদের অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। বাবা বলেন - বাচ্চারা তোমরা রাবণকে জয় করো তাহলে জগৎজিৎ হয়ে যাবে। তোমাদের গ্রীমতে চলতে হবে। বাবা যেমন মিষ্টি, বাচ্চাদেরও তেমনই মিষ্টি হতে হবে। তোমাদের যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে, ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে। তোমাদের উপর বিশ্বাস করবে। তারা দেখবে যে, লড়াই তো লেগে গেছে, তাহলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার কেন নেবো না। এমনিতে লড়াই ইত্যাদির সময় বিকারের কথা স্মরণে থাকে না। এমন কেউই বলবে না যে, বিনাশ হওয়ার পূর্বে একবার বিশ্বের স্বাদ তো গ্রহণ করি। ওই সময় নিজেকে রক্ষায় সচেতন হবে। জন্ম - জন্মান্তর ধরে কাম কাটারি চালানোর কারণে তোমাদের এমন অবস্থা হয়ে গেছে, তোমরা দুঃখী হয়ে গেছো। পবিত্রতার মধ্যেই সুখ আছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাই তো তাদের পূজা করা হয়, কিন্তু এইসময় দুনিয়াতে অনেক ঠগী। প্রভু এবং মালিক (ধনী - ধনী) তো কেউই নেই। এখানে প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব। স্বর্গে লক্ষ্মী - নারায়ণের কেমন এক নম্বর রাজ্য ছিলো। ভারতকে কি বলা হতো, এসব সবাই ভুলে গেছে। রুদ্রের মালা আছে, তারপর হলো বিষ্ণুর মালা। ব্রাহ্মণের মালা তো তৈরী হতে পারে না, কেননা উপর - নীচে উঠতে - নামতে থাকে। আজ পাঁচ বা ছয় নম্বরে, কাল দেখো আর নেই-ই। তারা তাদের উত্তরাধিকার থেকে, রাজত্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। বাকি রইলো প্রজা পদ। এখানে থেকেও যদি ছেড়ে দেয় তাহলে প্রজাতেও ভালো পদ পেতে পারবে না। খুব বেশী বিকর্ম হয়ে যায়। তোমাদের ভগবান পড়ান। এ কতো আশ্চর্যের কথা। নতুন দুনিয়ার জন্য এ হলো নতুন জ্ঞান। তোমরা নতুন বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন পুরানো বিশ্বে কড়ি তুল্য। বাবা কড়ি তুল্যকে আবার হীরে

তুল্য বানান । তোমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হচ্ছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্য মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো সম্বন্ধে মোহে আটকে যেও না । অন্তরের স্বচ্ছতা আর সত্যতায় নির্বন্ধন হতে হবে । বিকর্মের হিসাব শোধ করতে হবে ।

২) মধুর ভাষী আর যুক্তিপূর্ণ বাণীর দ্বারা সেবা করতে হবে । পুরুষার্থ করে খুব ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করতে হবে ।

বরদানঃ:- নিয়ন্ত্রণের শক্তির দ্বারা ভুলকে সঠিকে পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব
শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী সেই, যে সেকেণ্ডে নিয়ন্ত্রণের শক্তির দ্বারা ভুলকে সঠিকে পরিবর্তন করে দেয় । এমন নয় যে ব্যর্থকে কন্ট্রোল তো করতেই চাই, বুঝতেও পারি যে এটা ভুল, কিন্তু আধ ঘন্টা পর্যন্ত সেটাই চলতে থাকে । একেই বলা হবে অল্প - অল্প অধীন আর অল্প - অল্প অধিকারী । যখন বুঝতে পারো যে, এ সত্য নয়, অযথার্থ বা ব্যর্থ, তখন সেই মুহূর্তেই তাতে ব্রেক দিয়ে দেওয়া - এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ । নিয়ন্ত্রণের শক্তির অর্থ এই নয় যে, এখানে ব্রেক দিলে আর সেই ব্রেক লাগলো অন্য জায়গায় ।

স্লোগানঃ:- নিজের স্বভাবকে সরল করে দাও তাহলে সময় ব্যর্থ হবে না ।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়রী থেকে)

এই পুরুষার্থের সময় প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু কমতি অবশ্যই থাকে, যা পূরণের জন্য প্রত্যেকেই পুরুষার্থ করে । কারোর মধ্যে ধৈর্যের গুণ নেই, আবার কারোর মধ্যে সহনশীলতার গুণ নেই বা আরো অন্য কোনো গুণ নেই, যা ধারণ করার জন্য নিজে মালিক হয়ে সেই গুণকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে । এমনিতে এই গুণ তাদের কাছে নিজে থেকে আকৃষ্ট হয়ে আসে না, মালিকের মধ্যে কমতি থাকার কারণে গুণ বলে, আমি কিভাবে মিত্রতা রাখবো, তার তো মালিকের প্রতি ভালোবাসা থাকে না, কিন্তু যে স্বয়ং মালিক হয়ে দাঁড়ায়, গুণও তাকে ভালোবাসে । জ্ঞানীর তো গুণই প্রিয় লাগে, তাই না । তারা গুণের নেশায় থাকে, সেই কারণেই তারা মালিককে আকৃষ্ট করে, কিন্তু এমন অবশ্যই হয় যে, স্বয়ং মালিক হয়ে স্থির থাকলে সেই গুণ নিজে থেকেই তার মধ্যে এসে যায় । তাই নিজের মালিক ভাবের প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া চাই । অহম্ (আমি) আত্মা পরমাত্মার সন্তান, এই নিশ্চয় থাকলে সম্পূর্ণ দৈবী গুণও আসতে থাকবে । জ্ঞানের পয়েন্টস জানা, এতে সময় লাগে না, কিন্তু দৈবী গুণ ধারণ করাতেই সময় লেগে যায় । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দেহ-ভাব ভুলে যাও, এর প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেললে তোমরা ফার্স্ট ক্লাস শরীর পাবে, এই শরীর তো শেষ হয়েই আছে"

*প্রশ্নঃ - এই ড্রামাতে অটুট নিয়ম কোনটি, যা মানুষ জানে না ?

*উত্তরঃ - যখন জ্ঞান থাকে কিন্তু ভক্তি থাকে না আর যখন ভক্তি থাকে তখন জ্ঞান থাকে না। যখন দুনিয়া পবিত্র থাকে তখন পতিত থাকে না আর যখন দুনিয়া পতিত হয়ে যায় তখন কেউ পবিত্র থাকে না....এটাই ড্রামার অটুট নিয়ম, যা মানুষ জানে না।

*প্রশ্নঃ - প্রকৃত কাশী কলবট (প্রকৃত ত্যাগ) থাওয়া কাকে বলা হয় ?

*উত্তরঃ - শেষ সময় কারো স্মরণ না আসা, এক বাবারই স্মরণ থাকবে, এটাই হল প্রকৃত কাশী কলবট থাওয়া। কাশী কলবট অর্থাৎ পাশ উইথ অনার (সম্মানের সাথে পাশ করা) যেখানে সামান্যতমও সাজা ভোগ করতে হবে না।

*গীতঃ- তোমার দুয়ারে এসেছি শপথ নিয়ে...

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন কেননা বাচ্চারা বাবাকে আপন করে নিয়েছে আর বাবাও বাচ্চাদের নিজের করে নিয়েছেন কেননা দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তি ধাম আর সুখধামে নিয়ে যেতে হবে। এখন তোমরা সুখধামে যাওয়ার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলছ। পবিত্র দুনিয়াতে পতিত মানুষ যেতে পারে না। নিয়মই নেই। এই নিয়ম তোমরা বাচ্চারাই জেনেছ। এই সময় মানুষ তো পতিত বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। যেমন তোমরা পতিত ছিলে, এখন তোমরা অভ্যাস (অবগুণ) পরিবর্তন করে সর্বগুণ সম্পন্ন দেবী হতে চলেছ। গানেও বলা হয়েছে - আমরা জীবিত থেকেও মৃত অথবা তোমার হতে এসেছি এরপর তুমি আমাদের যে মত দেবে কেননা তোমার মতই সর্বোত্তম। বাকি যে সব মত আছে সবই আসুরি। এতদিন তো আমাদেরও জানা ছিল না যে আমরা আসুরি মতে চলছি। না দুনিয়ার মানুষ মনে করে আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলছি না! রাবণের মতে চলে। বাবা বলেন অধিকল্প ধরে তোমরা রাবণের মতে চলে আসছ। ওটা হলো ভক্তি মার্গের রাবণ রাজ্য। বলেও থাকে রামরাজ্য জ্ঞান কান্ড, রাবণ রাজ্য ভক্তি কান্ড। সুতরাং জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। কিসের প্রতি বৈরাগ্য ? ভক্তি আর পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। জ্ঞান হচ্ছে দিন আর ভক্তি রাত। রাতের পর দিন আসে। ভক্তি আর পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসে। এখানে অসীমের ধর্মীয় বৈরাগ্য। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আলাদা। ওদের শুধুমাত্র ঘর পরিবারের প্রতি বৈরাগ্য আসে। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। সীমিত বৈরাগ্য অথবা প্রবৃত্তির সন্ন্যাস। বাবা বোঝান - তোমরা অসীমের সন্ন্যাস কিভাবে করবে। তোমরা আত্মা, ভক্তিতে না আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে, না পরমাত্মার জ্ঞান থাকে। আমরা আত্মারা কি, কোথা থেকে এসেছি, কোন্ পাট প্লে করতে হবে, কিছুই জানা নেই। সত্যযুগে শুধু আত্মার জ্ঞান থাকে। আমরা আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করি। ওখানে পরমাত্মার জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না, সেইজন্যই পরমাত্মাকে স্মরণ করে না। এই ড্রামা এভাবেই তৈরি হয়েছে। বাবা হলেন নলেজফুল। সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ একমাত্র বাবার কাছেই আছে। বাবাই তোমাদের আত্মা পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করেছেন। তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করো আত্মার রূপ কেমন ? উত্তরে বলবে জ্যোতি স্বরূপ। কিন্তু আত্মা জিনিসটা কি কিছুই জানে না। তোমরা এখন জানো আত্মা একদম ছোট্ট একটা নক্ষত্রের মতো বিন্দু। বাবাও নক্ষত্র সদৃশ। কিন্তু ওঁনার অপার মহিমা। এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা মুক্তি-জীবনমুক্তি কীভাবে পেতে পার। শ্রীমত অনুসারে চললে তোমরা উচ্চ পদ পেতে পার। মানুষ দান-পুণ্য, যজ্ঞ ইত্যাদি করে থাকে। ওরা মনে করে ভগবান দয়া করে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন। জানা নেই কোনো না কোনো রূপে তাঁকে পেয়ে যাব। জিজ্ঞাসা করো কবে পাবে ? উত্তরে বলবে এখনও অনেক সময় আছে, শেষে গিয়ে পাব। মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে আছে। তোমরা এখন আলোতে। তোমরা এখন পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য নিমিত্ত হয়েছ - গুপ্ত রূপে। তোমাদের খুব শান্তির সাথে কাজ করতে হবে। এতো ভালোবাসার সাথে বোঝাও যাতে মানুষ থেকে দেবতা বা কডিহীন থেকে হীরে তুল্য চট করে হতে পারে। এখন বাবা বলছেন কল্পে-কল্পে তোমাদের সেবা করার জন্য আমাকে উপস্থিত হতে হবে। এই সৃষ্টি চক্র কীভাবে চলে, এসে বোঝাতে হবে। ওখানে দেবতার খুব আনন্দে থাকে। ওরা বাবার উত্তরাধিকার পেয়েছে। ওখানে চিন্তাভাবনার লেশমাত্র নেই। গাওয়াও হয়ে থাকে গার্ডেন অফ আল্লাহ। ওখানে হীরে জহরতের মহল ছিল, সবাই বিত্তবান ছিল। এই সময় বাবা তোমাদের ধনবান করে তুলছেন - জ্ঞান রত্ন দ্বারা। তারপর তোমরা ফার্স্ট ক্লাস শরীরও পাবে। এখন বাবা বলছেন

দেহ-অভিমান ছেড়ে দেহী-অভিমानी হও। এই দেহ আর দেহের সম্বন্ধ ইত্যাদি যা কিছু আছে সব মেটেরিয়াল। তোমরা নিজেকে আত্মা বলে নিশ্চিত করো, ৮৪ জন্মের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ফিরে চল নিজের ঘরে। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে এখন মেটেরিয়াল সবকিছু ত্যাগ করতে হবে, তবেই তো বুদ্ধি যোগ বাবার সাথে যুক্ত হবে আর বিকর্ম বিনাশ হবে। গৃহস্থ পরিবারে থেকেও কমল ফুলের মতো থাকতে হবে। সবকিছুর উর্ধ্ব থাকো। বাণপ্রস্তুতীরা ঘর পরিবার থেকে সরে গিয়ে সাধুদের কাছে গিয়ে বসে। কিন্তু এই জ্ঞান নেই যে আমরা এখানে কি পাব। বাস্তবে মমত্ব তখনই মেটে যখন প্রাপ্তি সম্পর্কে জানা যায়। অন্তিম সময় যেন বাচ্চাদের কথা স্মরণে না, সেইজন্যই নিজেদের সরিয়ে নেয়। এখানে তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া থেকে মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেললে আমরা বিশ্বের মালিক হতে পারব। এখানে আমদানি প্রচুর। বাকি যা কিছু করা হয় – অল্প সময়ের সুখের জন্য পড়াশোনা করে থাকে। ভক্তিও করে অল্প সময়ের সুখের জন্য। মীরারও সাক্ষাত্কার হয়েছিল কিন্তু রাজ্য তো পায়নি।

তোমরা জানো বাবার মতে চললে বড় পুরস্কার পাওয়া যায়। পিউরিটি, পীস, প্রস্পারিটি স্থাপন করার জন্য তোমরা কত উপহার পেয়ে থাকো। বাবা বলেন এখন দেহ ভান উড়িয়ে দাও। আমি তোমাদের সত্যযুগে ফার্স্ট ক্লাস শরীর আর দেহের সম্বন্ধ দেব। ওখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই, সেইজন্যই এখন আমার মতে অ্যাকুরেট চলো। মাঝা বাবা শ্রীমতে চলে প্রথম বাদশাহী পেয়েছিলেন। এই সময় জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী হন, সত্যযুগে রাজ রাজেশ্বরীর পদ পেয়ে থাকেন। যখন ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন তোমরা রাজারও রাজা হয়ে যাও তখন এই জ্ঞান আর ওখানে থাকে না। এই জ্ঞান তোমরা এখন পাচ্ছো। দেহ ভান এখন ত্যাগ করতে হবে। আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চা এসব ভুলে যেতে হবে। এরা সবাই মৃত পড়ে আছে। আমাদের শরীরও মৃতপ্রায়। আমাদের বাবার কাছে যেতে হবে। এই সময় কারো আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান নেই। আত্মার জ্ঞান সত্যযুগে থাকে। সেটাও শেষের দিকে যখন শরীর বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন আত্মা বলে থাকে - আমার শরীর এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমাকে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। তোমাদের প্রথমে মুক্তিধামে যেতে হবে। সত্যযুগে এমন বলবে না যে ঘরে যেতে হবে। এখন ঘরে ফিরে যাওয়ার সময়। এখানে সামনে বসে ঠুকে-ঠুকে তোমাদের বুদ্ধিতে বসানো হয়। সামনে বসে শোনা আর মুরলী পড়ার মধ্যে দিন রাতের পার্থক্য। আত্মা এখন পরিচয় পেয়েছে, একেই জ্ঞান চক্ষু বলা হয়। কত বড় বুদ্ধি চাই। ছোট নক্ষত্রের মতো আত্মার মধ্যে কত পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। এখন বাবার পিছনে আমরাও দৌড়াব। শরীর তো সবারই শেষ হয়ে যাবে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী আবারও রিপিট হবে। ঘর পরিবার ছাড়তে হবে না। শুধু মমত্ববোধ মিটিয়ে পবিত্র হতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবে না। প্রথমে জ্ঞান মন্থন করো তারপর সবাইকে প্রেম পূর্বক শোনাও। শিববাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না। তিনি বলেন বাচ্চাদের জন্য। তবুও এটাই মনে করবে যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। এনার (ব্রহ্মা) এমন মনে হয় না যে আমি শোনাচ্ছি। শিববাবা শোনাচ্ছেন। একেই নিরহঙ্কারী বলা হয়। এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা যে বিচার সাগর মন্থন করেন, সেটাই শোনা। এখন বাচ্চাদেরও ফলো করতে হবে। যতটুকু সম্ভব নিজের সাথে কথা বলো, রাত জেগেও মনন করা উচিত। শুয়ে-শুয়ে নয়, উঠে বসা উচিত। আমরা আত্মা কত ছোট বিন্দু। বাবা কতভাবে জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন – অপূর্ব এই সুখ প্রদানকারী বাবা। বাবা বলেন নিদ্রাজীত বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ইত্যাদি ভুলে যেতে হবে। এসবই শেষ হয়ে যাবে। আমাদের বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে আর সবকিছু থেকে মমত্ববোধ মিটিয়ে গৃহস্থ পরিবারে পবিত্র থাকতে হবে। শরীর ছেড়ে গেলেও যেন কোনো রকম আসক্তি না থাকে। এখন প্রকৃতপক্ষে আত্মাহুতি দিতে হবে। স্বয়ং কাশীনাথ শিববাবা বলছেন, আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। এখন কাশী কলবট (আত্মাহুতি) খেতেই হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগও আসবে। ঐ সময় তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে। ওরাও স্মরণে থেকে কুয়োতে লাফিয়ে পড়ত। কিন্তু কুয়োতে লাফিয়ে পড়লে কিছুই হবে না। এখানে তো তোমাদের এমন হতে হবে যাতে শাস্তি ভোগ করতে না হয়। নয়তো পদ কম হয়ে যাবে। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হয়। সাথে এই জ্ঞান আছে যে আমরা আবার ৮৪ চক্র ঘুরব। এই নলেজ ধারণ করলে আমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারব। কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে বাবার কাছ থেকে রায় (পরামর্শ) নিতে পার। সার্জন তো আমি একজনই তাইনা। সামনে বসে জিজ্ঞাসা করো বা চিঠির মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করো, বাবা পথ বলে দেবেন। বাবা কত ছোট বিন্দু কিন্তু তাঁর মহিমা অপার। কর্তব্য করেছেন তবেই তো তাঁর মহিমা করা হয়। ঈশ্বরই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, এনাকেও জ্ঞান প্রদান করেন পরমপিতা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর খুব মিষ্টি (আচরণ, ব্যবহারে) হতে হবে। শিববাবা কত মিষ্টি। কত স্নেহের সাথে সবাইকে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা যখন ভালোবাসার সাগর নিশ্চয়ই তোমাদের ভালোবাসা দেবেন। বাবা বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, কখনোই কাউকে মম্বা-বাচ্চা-কর্ম দ্বারা দুঃখ দেবে না। কারো সাথে যতই শত্রুতা থাকুক না কেন, তোমাদের বুদ্ধিতে যেন দুঃখ দেওয়ার ভাবনা না আসে। সবাইকে সুখের কথাই বলতে হবে। অন্তরে কারো

জন্যই যেন বিদ্রোহ না থাকে। দেখো, শঙ্করাচার্য ইত্যাদি গুরুদের (লৌকিক) কত বড়-বড় রূপের সিংহাসনে বসানো হয়। এখানে শিববাবা যিনি তোমাদের কড়িহীন থেকে হীরে তুল্য করে তোলেন, তাঁর তো হীরের সিংহাসন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু শিববাবা বলেন আমি এই পতিত শরীর আর পতিত দুনিয়াতে আসি। দেখো, বাবা কেমন চেয়ার গ্রহণ করেছেন। নিজের থাকার জন্যও কিছুই চান না। যেভাবেই হোক থাকেন। গাওয়াও হয়ে থাকে তোমাকে ঢেকে যিনি সবকিছু করেন....ভগবানও এসে পুরানো তোমাকে বসেন। বাবা গোল্ডেন এজড বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। বলেও থাকে এই পতিত দুনিয়াতে তিন পা রাখার মতো জায়গা পাওয়া যায় না। তোমরাই বিশ্বের মালিক হও। ড্রামায় এটাই আমার পার্ট। ভক্তি মার্গেও আমাকে সুখ দিতে হয়। মায়া ভীষণ দুঃখ দিয়ে থাকে। বাবা দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যান। এই খেলা সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। এই সময় এক হচ্ছে ভক্তির আডম্বর, দ্বিতীয় হলো মায়ার জৌলুস। এ'সবই চলে যেতে বসেছে। এতো বড়-বড় সব বাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে, তারপর এই সায়েন্স সত্যযুগে তোমাদের সুখের কাজে আসবে। এই সায়েন্স দ্বারাই বিনাশ হবে। তারপর এর দ্বারাই অতীব সুখ ভোগ করবে। এটাই খেলা। বাচ্চারা তোমাদের খুব মিষ্টি হতে হবে। মাম্মা বাবা কখনও কাউকে দুঃখ দেননি। বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করবে না। কোথাও মাতা-পিতার সম্মান খর্ব করবে না। এই মেটেরিয়াল শরীরের প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেল। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ কর। সবকিছুই শেষ হয়ে যাওয়ার জিনিস, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। বাবার সার্ভিসের সহযোগী হতে হবে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তোমরাই, ঈশ্বরের সহযোগী যারা বিশ্বের ডুবন্ত নৌকাকে পারে নিয়ে আস। তোমরা জানো এই চক্র কিভাবে ঘুরছে। অমৃতবেলায় ৩-৪ টের সময় উঠে মনন করলে অপার খুশি অনুভব হবে আর পাক্সা হয়ে যাবে। রিভাইজ না করলে মায়া এসে ভুল করিয়ে দেবে। মন্থন করো আজ বাবা কি বুঝিয়েছেন! একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। এ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মাম্মা-বাচা-কর্ম দ্বারা কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। কারো কথা মনে ধরে রাখবে না। বাবার মতো ভালোবাসার সাগর হতে হবে।

২) একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। মন্থন করার পর ভালোবাসার সাথে বোঝাতে হবে। বাবার সার্ভিসের সহযোগী হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের চেহারা আর আচরণের দ্বারা আধ্যাত্মিক (রুহানী) রয়্যালটি অনুভব করাতে সমর্থ সম্পূর্ণ পবিত্র ভব
আধ্যাত্মিক রয়্যালটির ফাউন্ডেশন হলো সম্পূর্ণ পবিত্রতা। সম্পূর্ণ পবিত্রতাই হলো রয়্যালটি (সত্যতা)। এই রুহানী রয়্যালটির ঝলক পবিত্র আত্মার স্বরূপে প্রত্যক্ষ হবে। এই ঔজ্জ্বল্য কখনও লুকানো যায় না। কেউ যতই নিজেকে গুপ্ত রাখুক না কেন তার কথাবার্তা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক, আত্মিক ব্যবহারের প্রভাব তাকে প্রত্যক্ষ করাবে। সুতরাং প্রত্যেকেই নলেজের দর্পণে দেখো যে আমার চেহারায়, আচার-আচরণে সেই রয়্যালটি দেখা দিচ্ছে নাকি সাধারণ চেহারা আর সাধারণ আচার-আচরণ এখনও আছে ?

স্লোগানঃ:- প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের ছত্রছায়ায় থাকলেই ভাগ্যবান হওয়া যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

মিষ্টি বাচ্চারা - ভগবান, যাঁকে সারা দুনিয়া স্মরণ করে, তিনি তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন, তোমরা এইরকম বাবার থেকে পুরোপুরি উত্তরাধিকার নিয়ে নাও, ভুলে যেও না"

*প্রশ্ন:- বাবার শ্রীমত অনুসারে যথার্থভাবে চলতে পারার শক্তি কোন্ বাচ্চাদের থাকে ?

*উত্তর:- যারা নিজের সত্যিকারের চার্ট (পোতামেল) বাবাকে শুনিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার থেকে পরামর্শ নেয়। বাবার থেকে পরামর্শ নিলে সেই পথে চলার শক্তিও প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে শ্রীমত দেন - বাচ্চারা ঐ উপার্জনের পিছনে ছুটে এই উপার্জনকে মিস্ (হারিয়ে) ক'রো না, কারণ ঐ পাই-পয়সার সমস্ত রোজকার শেষ হয়ে যাবে। প্রতিটি কথায় শ্রীমত অনুসরণ করার জন্য অনেক সতর্ক হও, সাবধানে চলো। নিজ মত পোষণ করলে চলবে না।

*গীত:- ছেড়ে দাও ওই আকাশ সিংহাসন, এই ধরিত্রীতে এসো....

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছে, কার ? বেহদের বাবা আর দাদার। এটি বড়ই আশ্চর্যজনক বিষয় (ওয়ান্ডারফুল)। বেহদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা আর বেহদের দাদা প্রজাপিতা ব্রহ্মা, দুজনেই সম্মুখে বসে আছেন। কার ? বাচ্চাদের। এটি যেন ঈশ্বরীয় কুটুম্ব (পরিবার) বসে আছে আর বেহদের বাবা বসে বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন বা সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, এটি যদি বুদ্ধিতে থাকে তাহলে খুশির পারদও চড়তে থাকবে। গানেও বলেছে বাবা এসো, এখন অনেক দুঃখ। আহ্বান করতে থাকে আর এখানে তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন। তোমরা জানো বেহদের বাবা এই দাদার দ্বারা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুসারে বুদ্ধিতে নিশ্চয় আছে। ব্যারিস্টারি পড়লে অবশ্যই নিশ্চয় থাকে যে আমাকে ব্যারিস্টারি পড়াচ্ছে! অমুক সার্জান আমাকে সার্জারি শেখাচ্ছেন। এটি এমনই আশ্চর্যজনক বিষয় যে এখনই-এখনই বলে আমার যথার্থ নিশ্চয় আছে, বেহদের বাবা নিরাকার আমাদেরকে পড়ান, রাজযোগ শেখান। আবার পরক্ষণেই বাইরে বা দূরে সরে এলেই নিশ্চয় ভেঙে যায়। আশ্চর্যজনক না ? ভগবান যাঁকে সমস্ত দুনিয়া স্মরণ করে, উনিই বাচ্চাদের সম্মুখে বসে বলেন - বাচ্চারা এখন ভালোভাবে বাবার থেকে বর্সা নেওয়ার পুরুষার্থ করো। বুঝতেও পারে তারপর আবার সেকেন্ডের মধ্যে ভুলে যায়। তোমরা বেহদের বাবার সম্মুখে বসে আছো। শ্রীমত অনুসরণ করে চলতে হবে প্রতিটি পদক্ষেপে। কিন্তু অনুসরণ করবে তারাই যাদের প্রতিটি সংবাদ বাবার জানা থাকবে। বাচ্চাদের থাকা-কার্যকলাপ করা সমস্ত কিছুই সংবাদ বাবার কাছে পৌঁছানো দরকার। তাহলে বাবাও জানতে পারবেন আর সেই অনুসারে সময়ে সময়ে পরামর্শ দিতে পারবেন। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে। এটি হলো গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি, এখানে ভালোভাবে পড়তে হবে। এমন নয় যে আজ পড়লে আবার কখনও কোনো কাজ পড়ে গেলে পড়া মিস্ করে ফেললে। ঐসব কাজ হলো পাই-পয়সার। এই দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু রোজগার করে, সেগুলি কিছুই থাকবে না। সব শেষ হয়ে যাবে। বাবা রোজকার করেন বাচ্চাদের জন্য। ভাবেন পুত্র-পৌত্র, প্রপৌত্র খেতে থাকবে। তারপর বাচ্চা যখন বাবা হবে তখন আবার সে নিজের বাচ্চাদের জন্য চেষ্টা করবে। তখন তো বিনাশ সামনে উপস্থিত। তাহলে বাবা যখন বাচ্চাদের পোতামেলের সম্বন্ধে জানবেন তখন তো পরামর্শ দেবেন। প্রতিটি পদক্ষেপে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এইরকম নয় যে কোন বিকর্ম হয়ে যাবে। এ হলো বেহদের ঘর। বাবা বসে এমন ভাবে বোঝান - যেরকম হুবহু হদের ঘরে লৌকিক বাবা বোঝান। সব বাচ্চারা জানেন যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। কাউকে জিজ্ঞাসা করো ভগবান তোমার কে হন ? তখন বলবে তিনি হলেন সকলের বাবা। আবার জিজ্ঞাসা করো তিনি কোথায় থাকেন ? তখন বলবে সর্বব্যাপী। বেহদের বাবাকে জানে না। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবাকে যথার্থ ভাবে জেনেছো, তাহলে তোমাদেরকে দৈবী মতে চলতে হবে। বাবা এসেছেন দেবী-দেবতা বানানোর জন্য। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসরণ করে চলতে হবে। পান্ডারা যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক করে দেয় এবং বলে সাবধানে চলো। এইরকম অনেকেই আছে যারা তীর্থ ইত্যাদিকে মানে না। তীর্থ অর্থাৎ ভক্তি। তীর্থকে না মানা অর্থাৎ ভক্তিকেই অমান্য করা। ভক্তি মার্গ হল অর্ধকল্পের। মানুষ ভগবানের সন্ধান করতে থাকে। অনেক শ্রদ্ধা রাখে। শিবের দর্শন করতে অনেকেই যায়। ভাবে যে ভগবানের দর্শন হয়ে যাবে, এটি হলো শ্রদ্ধা। আবার সাক্ষাৎকার হয়ে গেলে অনেক খুশি হয়ে যায়। ভাবে যে আমি ভগবানকে পেয়ে গেছি, কৃষ্ণকে পেয়ে গেছি, হনুমানকে পেয়ে গেছি। ব্যস্ এখন আমাদের মুক্তি হয়ে গেছে। কিন্তু মুক্তি তো কারোরই হয় না।

এখন বাবা ভালোভাবে বসে বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা এখন প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দাও। এই সময় সবাই অনাথ,

তোমরাও অনাথ ছিলে। এখন বাবার দ্বারা তোমরা সবকিছু বুঝতে পারছ। মানুষ বলে – আমি নীচ, পাপী। কিন্তু এইরকম নীচ কে বানিয়েছে কারোরই জানা নেই। কেউই নিজেকে বোকা মনে করে না। এই ড্রামা সৃষ্টি হয়েছে অনাদি কাল থেকেই, সকলকে নীচে যেতেই হবে, ভ্রষ্টাচারী হতেই হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা হলাম ভগবানের পরিবারের। ভগবান আমাদের বাবা, তাহলে অবশ্যই আমরা বিশ্বের মালিক হবো। তাহলে আমাদের এইরকম দুর্গতি কেন হল ? এটা কারোরই বুদ্ধিতে আসেনা। একদিকে বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী, অন্যদিকে বলে শান্তি কীভাবে স্থাপন হবে! মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে। সভা-সমাবেশ করতে থাকে। বোঝালেও বুঝতে পারে না, ওরা বুঝতে পারবে শেষ সময়ে (অন্তে)। বাচ্চারা তোমাদের যোগে থেকে কর্মাতীত হতে হবে। তোমরাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে আবারও তৈরী হতে হবে। বাকি যে সব ধর্মগুলি আছে, সেগুলি সত্যযুগে থাকবে না। যারা সত্যযুগে ছিল তারাই অনেক কাল আলাদা আছে। তাদের জন্যই বলা হয় হারানিধি। আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... কোন্ কোন্ আত্মা সবার প্রথম পরমধাম থেকে এসেছে এখানে পার্ট (অভিনয়) প্লে করতে! প্রথম-প্রথম আসেন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা পার্ট প্লে করতে। তাদেরকেই নিজেদের ধর্মে নিয়ে আসতে হবে। বাবা বলেন যে, তাদের জন্যই আসতে হয়। সাথে সাথে সকলের জন্যই আসতে হয়, কেননা সকলকে মুক্তি দিতে হবে। এখন দেবতা ধর্ম নেই। এটারই চারা লাগাতে হবে। কেউ কোন ধর্মে, কেউ কোন ধর্মে চলে গেছে। তারাই আবার বেরিয়ে আসবে। এই ধর্মের স্থাপনা কতটা আশ্চর্যজনক। সেই জন্যই তো বলে, হে প্রভু তোমার শ্রীমত গতি সদগতি বড়ই আশ্চর্যের, যেটা কেউই বুঝতে পারে না। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কীভাবে হয় ! এতদিন ধরে যারা পতিত দেহ-অভিমানী হয়ে আছে, তাদের জন্য আবার দেহী-অভিমানী হওয়া - এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। মুহূর্তে-মুহূর্তে ভুলে যায়। বাবা বলেন, উঠতে-বসতে আমাকে স্মরণ করো। বিকর্মের বোঝা তোমাদের উপরে অনেক আছে। সুখও তোমরা অনেক দেখেছো, দুঃখও তোমরা অনেক দেখেছো। এখন আবার দুঃখ থেকে তোমাদেরকে সুখে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে শ্রীমত অনুসরণ করে চলতে হবে আবার অন্যদেরকেও স্মরণ করাতে হবে। সৃষ্টি চক্রের রহস্য বোঝানো খুবই সহজ। তাদেরকেই ত্রিকালদশী বলা হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন - বলা তোমরা তো ভগবানের সন্তান, তাই না ? ভগবান হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে ভগবানের থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এই কথাটা তোমরাই জানো আর তোমরাই জিজ্ঞাসা করতে পারো। মানুষ বলে ঈশ্বরই জন্ম দেয়, তাহলে তো তোমাদেরকে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হওয়াই উচিত তাই না! ঈশ্বর বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে তোমরা নরকে পড়ে আছো কেন ? এটা তো তোমরা জানো যে আমরা প্রথমে স্বর্গে ছিলাম। রাবণ আমাদেরকে নরকে ঠেলে দিয়েছে। রাবণ কে, এটাও কেউ জানেনা। তোমরা স্মরণ করাতে পারো ভারতই প্রাচীন স্বর্গ ছিল আর ভারতবাসী স্বর্গের মালিক ছিল। এখন ভারত নরক হয়ে গেছে। এই খেলা(নাটক) পূর্ব নির্ধারিত। রামরাজ্য আর রাবণ রাজ্য অর্ধেক-অর্ধেক। এটাই খেলা (নাটক)। আবার এদের মধ্যে কি হয়, সেটিও পুঙ্খানুপুঙ্খ বসে বোঝান। কোনো-কোনো বাচ্চা নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন, যারা বোঝে আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। বাবা হলেন ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদশী, ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেও রচয়িতা। ত্রিমূর্তি শিবের পরিবর্তে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার নাম রেখে দিয়েছে। এখন ত্রিমূর্তির রচয়িতা ব্রহ্মা কীভাবে হতে পারে ? বলাও হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশ, তাহলে রচয়িতা অবশ্যই অন্য কেউ হবে। এত ছোট কথাটাও কেউ বুঝতে পারে না। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন আর কী দেবেন ? বিষ্ণুপুরী কে স্থাপন করেন ? বাবা বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করছেন, এটিও কেউ জানে না। বিষ্ণুর আলাদা চিত্র তৈরী করে তাকে নর-নারায়ণ বলে আর লক্ষ্মী-নারায়ণের আবার আলাদা-আলাদা তৈরী করে দিয়েছে। চিত্রগুলি কি আশ্চর্যজনক তৈরি করেছে।

বাচ্চারা প্রদর্শনীতে তোমাদের বোঝাতে হবে। প্রদর্শনী চলছে আর বাচ্চারা যদি নিজ নিজ কাজে কর্মে রত থাকে, তাহলে কী মানুষ বুঝবে যে এরা বাবাকে চিনেছে ? বাবা বুঝতে পারেন যে এরা নিজেরাও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি, তাইতো সেবায় ছুটছে না। নাহলে দ্রুত সেবায় ছুটতো। অন্ধের লাঠি না হলে তাহলে তো নিজেও অন্ধই হলে, বাবাকে জানতে পারলে না। কাউকে কী কখনো বলা বলা যায় যে তোমরা সেবায় যাও। নিজে থেকেই এগিয়ে আসতে হবে যে, বাবা আমরা (সার্ভিসে) সেবায় যেতে পারবো, আপনি অনুমতি দিন। বাবা জানেন কে-কে সেবা করতে পারবে। এইরকম কেউ লেখে না যে বাবা আমি প্রস্তুত(রেডি) আছি। মানুষকে কড়ি (নগণ্য-তুচ্ছ) থেকে হিরে তুল্য বানাতে হবে। যদি ১০-২০-৫০ টাকা রোজকার না করলে তো কি হবে ? অনেকের কল্যাণ করতে হবে। কিন্তু পুরোপুরি পরিচয় নেই। কোটির মধ্যে কেউ জানে। আমাদের কাছেও অল্প সংখ্যক সেন্সিবল বাচ্চা আছে, যাদেরকে টেলিগ্রাম করে ডাকতে হয়। নিজে থেকে বলে না যে বাবা আমরা তৈরী আছি। বাবা দেখেন - কার সেবার শখ(ইচ্ছা) আছে। মানুষ এখন জানোয়ারের মতো হয়ে গেছে, তাদেরকে দেবতা বানাতে হবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে নিরহংকারী হতে হবে। মুখ্য বা প্রধানের(হেড) মধ্যে তো অনেক

নম্রতা দরকার। বাবা কতটা নিরহংকারী, কোন-কোন বাচ্চার মধ্যে অনেক অহংকার থাকে। যেমন কর্ম আমি করবো আমাকে দেখে অন্যরাও করবে। তার দন্ড, তার অবস্থান নিচে নেমে যাবে। বাবা বলেন বাচ্চা, তোমাদেরকে সবকিছু নিজো হাত দ্বারা করতে হবে। বাবা কতো সাধারণ রীতিতে পড়ান। মানুষ তো মনে করে - তারা হল সর্বশক্তিমান, কিনা করতে পারে! কিন্তু বাবা বলেন আমাকে তো সার্ভেন্ট হয়ে আসতে হয়। আহানও জানায় যে হে জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন এসো। সুখের সাগর এসো, এসে আমাদের পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। বাবাকে এসে এইরকম সেবা (সার্ভিস) করতে হয়। কোথায় এসে থাকতে হয়! কেমন-কেমন বিদ্বৎ পড়ে। লাখা ভবনে আগুন লাগিয়ে দিত, সব কিছুই বাস্তুবে হচ্ছে। বাবা তো সমস্ত পার্টকে জানেন, আমরা জানিনা। বাবা বলেন আমাকে আসতে হয়। ভগবান স্বয়ং বলেন আমাকে গালাগাল খেতে হয়। সবথেকে বেশি গালি-গালাজ আমিই খাই। ভক্তি মার্গেও গালি-গালাজই করে। তিন পা পৃথিবীরও পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও কতটা নিরহংকারিতার সাথে পার্ট প্লে করে চলেছেন। মাশ্বা বাবা বাচ্চাদেরকে শেখানোর জন্য কত কিছু করেন। কতটা নীচে নামতে হয়। পতিতদের পাবন বানাতে হবে। পুতিগন্ধময় (মুত পলীতী) কাপড় ধুতে হলে ধোপাও হন, স্বর্ণকারও হন। সকলকে গলিয়ে-গলিয়ে প্রকৃত সোনা তৈরি করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান নিরহংকারী, নম্রচিত্ত হতে হবে। নিজের সেবা নিজের হাতেই করতে হবে। কোনো কথায় অহংকার দেখালে চলবে না।

২) সেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। সেবার জন্যে নিজেকে নিজেই প্রস্তুত দিতে হবে। তুচ্ছ মানসিকতার মানুষদেরকে হীরে তুল্য বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- সম্পন্নতার আধারে সন্তুষ্টতার অনুভবকারী সদা তৃপ্ত আত্মা ভব যারা সর্বদা ভরপুর বা সম্পন্ন থাকে, তারা তৃপ্ত থাকে। কেউ যতই অসন্তুষ্টতার পরিস্থিতি তাদের সামনে নিয়ে আসুক না কেন সম্পন্ন, তৃপ্ত আত্মা অসন্তুষ্টকারীদেরকেও সন্তুষ্টতার গুণ সহযোগের মাধ্যমে প্রদান করে। এইরকম আত্মারাই দয়াবান হয়ে শুভভাবনা আর শুভকামনার দ্বারা তাদেরকেও পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা করবে। রুহানী রয়্যাল (রাজকীয়তা সম্পন্ন) আত্মাদের এটাই হল শ্রেষ্ঠ কর্ম।

স্লোগানঃ:- স্মরণ আর সেবার ডবল লক লাগালে মায়া আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এটা হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম, এইজন্য বিকারের সন্ধ্যাস করো। এই অন্তিম জন্মে রাবণের জেল থেকে নিজেকে মুক্ত করো”

*প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের বাবার সহায়তা প্রাপ্ত হয় ? বাবা কোন্ বাচ্চাদের থেকে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন ?

*উত্তর:- বাবার সাহায্য তাদেরই প্রাপ্ত হয় - যারা সত্যিকারের হৃদয়বান হয়। বলা হয় সত্য হৃদয়ে সাহেব সন্তুষ্ট থাকেন। যে বাবার প্রত্যেক নির্দেশকে জীবনে ধারণ করে, বাবা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। বাবার নির্দেশ হলো স্মরণে থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় সেবা করো, সবাইকে রাস্তা বলে দাও। শূদ্রের সঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কখনো কোনো খারাপ কাজ করো না। যারা এইসব কথাগুলিকে ধারণ করে, বাবা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

*গীত:- আমাকে সহায়তা প্রদানকারী তোমায় অন্তর থেকে ধন্যবাদ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখানে জ্ঞান শুনছে। কার জ্ঞান ? কোনও শাস্ত্রের কি ? না। বাচ্চারা জানে যে শাস্ত্রের জ্ঞান তো সকল মানুষ মাত্রই নেয়। আমাদেরকে এখানে পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞান দিচ্ছেন। কোনও শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে অথবা অধ্যয়ন করে সন্ধ্যাসী এইরকম বলতে পারবে না। তারা কোনো জ্ঞান শোনায় না। কোনো সংসঙ্গে গেলে দেখবে সেখানে কোনো ব্যক্তি বসে থাকে, তাদেরকে শাস্ত্রীজি, পন্ডিতজি বা মহাত্মাজী বলা হয়। নামের মহত্ব রাখেই মানুষের সাথে। এখানে বাচ্চারা জানে যে আমাদেরকে কোনও মানুষ জ্ঞান দেন না। কিন্তু মানুষের দ্বারা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞান প্রদান করেন। এইসব কথা কোন সংসঙ্গে শোনানো হয় না। ভাষণ যারা করে তাদের বুদ্ধিতেও এইসব কথা হতে পারে না। আমাদেরকেও যিনি জ্ঞান প্রদান করছেন তিনি কোনও মানুষ বা দেবতা নন। যদিও এই সময় দেবী-দেবতা ধর্ম নেই তথাপি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর সূক্ষ্মবতনবাসী যারা আছেন, তাদের নাম তো গাওয়া হয়ে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি ঐনারা সবাই হলেন দৈবী গুণ যুক্ত মানুষ। এই সময় সবাই হল আসুরিক গুণযুক্ত মানুষ। কোনো মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে আমরা হলাম আত্মা। অমুকের দ্বারা পরমাত্মা আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছেন। তারা তো বুঝতে পারে যে অমুক মহাত্মা, অমুক শাস্ত্রী আমাদেরকে শাস্ত্রের কথা শোনাচ্ছেন। বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাচ্ছে, গীতা শোনাচ্ছে। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে এইরকম শাস্ত্রের কথা শোনাই না। তোমরা তো নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো আর পুনরায় বলো যে পতিত-পাবন এসো। সকলের দুঃখ হতা সুখ কর্তা, তিনি হলেন সকলের শান্তিদাতা, সকলের মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা। তিনি তো কোনো মানুষ হতে পারেন না। মানুষ সকাল সকাল উঠে কতইনা ভক্তি করে। কেউ ভজন গায়, কেউ শাস্ত্রের কথা শোনাতে থাকে - একে বলা যায় ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গের আত্মাদের এটা জানা নেই যে ভক্তিমার্গ কাকে বলা যায়। এখানে সব জায়গায় ভক্তিই ভক্তি। জ্ঞান হল দিন আর ভক্তি হল রাত। যখন জ্ঞান থাকে তখন ভক্তি নেই। যখন ভক্তি আছে তখন জ্ঞান নেই। দ্বাপর কলি যুগ হলো ভক্তি, সত্যযুগ ত্রেতা হলো জ্ঞানের ফল। সেই জ্ঞানের সাগরই ফল প্রদান করেন। ভগবান কি ফল দেবেন! ফল মানে উত্তরাধিকার। ভগবান মুক্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। নিজের সাথে মুক্তিধামে নিয়ে যান। এই সময় মানুষ এত অধিক সংখ্যক হয়ে গেছে যে থাকার জায়গাই নেই, আনাজ নেই, এইজন্য ভগবানকে আসতে হয়। রাবণ সবাইকে পতিত বানায় পুনরায় পতিত-পাবন এসে পবিত্র তৈরি করেন। পাবন যিনি করেন আর পতিত যে করে এরা দুজনেই হল আলাদা আলাদা। এখন তোমরা জেনে গেছ যে পাবন দুনিয়াকে পতিত কে বানায় আর পতিত দুনিয়াকে পবিত্র কে তৈরি করেন! বলে যে পতিত-পাবন এসো - এক বাবাকেই আহ্বান করে। সকলের পালন কর্তা হলেন এক। সত্যযুগে কোনো বিকারী থাকতে পারে না। পতিত অর্থাৎ যে বিকারে যায়। সন্ধ্যাসীরা বিকারে যায়না, এই জন্য তাদেরকে পতিত বলা হয় না। বলা যায় যে, পবিত্র আত্মা, পাঁচ বিকারের সন্ধ্যাস করেছে, নশ্বর ওয়ান বিকার হল কাম। ক্রোধ তো সন্ধ্যাসীদের মধ্যেও অনেক আছে। স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়, মনে করে যে তাদের সঙ্গে থাকলে মানুষ নির্বিকারী থাকতে পারবে না। বিবাহ করার মানেই হলো এটা। সত্য যুগে এই সব নিয়ম নেই। বাবা বোঝান যে বাচ্চারা সেখানে পতিত কেউই থাকেনা। দেবতাদের মহিমা হলো সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। রাবণ রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর যুগ থেকে। বাবা নিজে বলছেন যে - কামকে জয় করো। তোমরা আমাদের স্মরণ করো আর পবিত্র দুনিয়াকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পতিত হবেনা। আমি পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করার জন্য এসেছি আর দ্বিতীয় কথা হল এক বাবার বাচ্চা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হওয়ার দরুন তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হয়েছো। এই কথাটা যতক্ষণ ভালোভাবে কারোর বুদ্ধিতে না বসে, ততক্ষণ বিকার থেকে মুক্তি পেতে পারে না। যতক্ষণ ব্রহ্মার সন্তান না হয়েছো ততক্ষণ পবিত্র হওয়া খুবই কঠিন।

সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা। আচ্ছা ব্রহ্মার কথা ছাড়ো। তোমরা বলো যে, আমরা হলাম ভগবানের বাচ্চা, সাকারে বলে থাকো এই হিসাবে তোমরা ভাই-বোন হয়ে গেছো। পুনরায় বিকারে যেতে পারবে না। এমনিতে তো সবাই বলে যে আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান আর বাবা বলেন যে বাচ্চারা আমি এসে গেছি, এখন যে যে আমার হবে তারা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হয়ে থাকবে। ব্রহ্মার দ্বারা ভাই-বোনের রচনা হয়, তাই পুনরায় বিকারে যেতে পারবে না।

বাবা বলেন যে এটা হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। এক জন্মের জন্য তো এই বিকারকে ত্যাগ করো। সন্ন্যাসীরা বিকার ত্যাগ করে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য। তোমরা বিকার ত্যাগ করো পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। সন্ন্যাসীদের কোনো প্রলোভন থাকে না। গৃহস্থীরা তাদেরকে অনেক সম্মান দেয়। কিন্তু তারা কোনও মন্দিরের পূজার যোগ্য হয় না। মন্দিরে পূজনীয় যোগ্য হলেন দেবতারাই হয় কেননা তাদের আত্মা আর শরীর দুটোই হল পবিত্র। এখানে আমাদের পবিত্র শরীর প্রাপ্ত হয় না। এটা তো হল তমোপ্রধান পতিত শরীর। পাঁচ তত্ত্বও হলো পতিত। সেখানে আত্মাও পবিত্র থাকে তো পাঁচ তত্ত্বও সতোপ্রধান পবিত্র থাকে। এখন আত্মাও তমোপ্রধান তো তত্ত্বও তমোপ্রধান হয়ে গেছে এই জন্য বন্যা, ভুফান ইত্যাদি কতই না হতে থাকে। কাউকে দুঃখ দেওয়া - এটা হল তমোগুণ। সত্যযুগে তত্ত্বও কাউকে দুঃখ দেয় না। এই সময় মানুষের বুদ্ধিও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতঃ, রজঃ, তমঃতেও অবশ্যই আসতে হয়। না হলে তো পুরানো দুনিয়া কীভাবে হবে, যেটাকে পুনরায় নতুন বানানোর জন্য বাবা আসবেন। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, পবিত্র হও। এই অন্তিম জন্মে রাবণের জেল থেকে নিজেকে মুক্ত করো। আসুরিক মতে চলে অর্ধেক কল্প তোমরা পতিত হয়ে থেকেছো, এটা অনেক খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে। সব থেকে বড় শত্রু হলো কাম। ছোট বয়সেই বিকারে চলে যায়, সঙ্গই এই রকম প্রাপ্ত হয়। সময়ই হলো এ'রকম, পতিত অবশ্যই হতে হয়। সন্ন্যাস ধর্মেরও পার্ট আছে। সৃষ্টিকে জ্বলে মরার থেকে কিছুটা বাঁচায়। এখন ড্রামাকেও তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো। যদিও বলে যে খ্রীস্টান ধর্মের এত বছর হয়ে গেছে কিন্তু এটা জানে না যে খ্রীস্টান ধর্মের শেষ হবে! বলে যে কলিয়ুগ এখনো ৪০ হাজার বছর চলবে তো খ্রীস্টান ইত্যাদি সকল ধর্ম ৪০ হাজার বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে! এখন পাঁচ হাজার বছরেই জায়গা ফাঁকা নেই, তো ৪০ হাজার বছরে জানা নেই যে কি হয়ে যাবে। শাস্ত্রে তো অনেক গল্প কথা লিখে দিয়েছে এই জন্য কোনো কোনো বিরল মানুষই আছে যে এই কথাগুলোকে বুঝে প্রত্যেক কদমে শ্রীমত অনুসারে চলবে। শ্রীমত অনুসারে চলা কতাই না ডিফিকাল্ট। লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাঁদেরকে সমগ্র দুনিয়া নমন করে - তোমরাই এখন সেইরকম তৈরী হচ্ছে। এটা কেবল তোমরাই জানো, সেটাও নশ্বরের ক্রমানুসারে। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো আর নিজ গৃহকে স্মরণ করো। নিজের গৃহ তো তাডাতাড়ি স্মরণে এসে যায় তাই না। মানুষ আট দশ বছর বাইরে বাইরে ঘুরে যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন অনেক খুশি হয় যে এখন আমি নিজের জন্মভূমিতে যাচ্ছি। এখন সেই মুসাফির হয় অল্প সময়ের জন্য, এই জন্য ঘরকে ভুলে যায় না। এখানে তো ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে এজন্য ঘরকে তো একদমই ভুলে গেছো।

এখন বাবা এসেছেন বলছেন যে - বাচ্চারা এটা হল পুরানো দুনিয়া, এখানে তো আগুন লেগে যাবে। কেউই বাঁচবে না, সবাইকে মরতে হবে, এই জন্য এই জরাজীর্ণ দুনিয়া আর জরাজীর্ণ শরীরের প্রতি ভালোবাসা রেখো না। শরীর পরিবর্তন হতে হতে পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে। ৮৪ বার শরীর পরিবর্তন করে এসেছ। এখন বাবা বলছেন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পন্ন হয়েছে, তবেই তো আমি এসেছি। তোমাদের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে তো সকলেরই সম্পূর্ণ হয়েছে। এই নলেজকে ধারণ করতে হবে। সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। বাবার দ্বারা নলেজ ফুল হয়ে পুনরায় সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যাও আর বিশ্বও নতুন হয়ে যায়। ভক্তিমার্গের যাকিছু কর্মকাণ্ডের বস্তু আছে, সেসব কিছুই সমাপ্ত করতে হবে। তারপর কোনো একজনও হে প্রভু ! বলার থাকবে না। হায় রাম, হে প্রভু এই শব্দ দুঃখতেই বলে থাকে। সত্যযুগে তো এইসব বেরোবে না কেননা সেখানে দুঃখের কথাই নেই। তো এইরকম বাবা, যাকে স্মরণ করা যায়, তাঁর মতে কেন চলবে না! ঈশ্বরীয় মতে চললে সদা সুখী হয়ে যাবে। এসব বুঝেও যদি শ্রীমতে না চলে, তো তাকে মহামূর্খ বলা যায়। ঈশ্বরীয় মত আর আসুরিক মত এই দুটোতে রাত দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। এখন বিচার করতে হবে যে আমি কোন্ দিকে যাব। মায়ার দিকে তো দুঃখই দুঃখ আছে, ঈশ্বরের দিকে ২১ জন্মের সুখ আছে। এখন কার মতো চলবে!

বাবা বলেন, শ্রীমতে চলতে চাও তো চলো। প্রথম কথা হল কামের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। তার থেকেও প্রথম কথা হলো আমাকে স্মরণ করো। এই পুরানো শরীর তো ত্যাগ করতেই হবে। এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এই সময় আমাদের এটাই স্মরণে থাকে যে আমি ৮৪ জন্মের পুরানো শরীর ত্যাগ করছি। সেখানে সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে যে, এই বৃদ্ধ শরীর ছেড়ে পুনরায় শিশুর শরীরে আসব। এই পুরানো দুনিয়ার মহাবিনাশ হবে। এইসব কথা কোনও শাস্ত্রে নেই। এটা বাবা বসে সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন। এইসব কথা মনে থাকলে তো অহো সৌভাগ্য। কত সহজ। তথাপি জানা নেই

সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে কেন ভুলে যায়। স্মরণ কেন করে না! সঙ্গদোষে এসে খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন, বাচ্চারা খারাপ বিকল্প অনেক আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনও খারাপ কাজ করবে না। এমন নয় যে বিকর্ম করে পুনরায় লেখ, বাবা এই বিকর্ম হয়ে গেছে, ক্ষমা করো। বিকর্ম করেছে তো তার কারণে একশত গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। এক তো, না বলার জন্য শাস্তি পেতে হয়। এই সময় জানা যায় যে অজামিল কে হয়। যে ঈশ্বরের কোল নিয়ে পুনরায় বিকারে যায়, তো বোঝা যায় যে এ হলো বড় অজামিল, পাপাত্মা, যে বিকার ছাড়া থাকতে পারে না। বায়োস্কোপ (সিনেমা) সবাইকে খারাপ করে দেয়। তোমাদেরকে যে কোনো বিকার থেকে দূরে পালিয়ে যেতে হবে। ব্রাহ্মণ হলো নির্বিকারী তাই সঙ্গও ব্রাহ্মণদের চাই। শূদ্রদের সঙ্গে থাকলে দুঃখী হয়। শরীর নির্বাহের জন্য সব কিছু করতেই হয়। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করবে না। হ্যাঁ, বাচ্চাদেরকে শোধরানোর জন্য বোঝাতে হয়, কোনো না কোনো যুক্তি দিয়ে হালকা শাস্তি দিতে হয়। রচনা রচিত হয়েছে তো দায়িত্বও আছে। তাদেরকেও সত্যিকারের উপার্জন করাতে হবে। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও অল্প বেশি শেখানো ভালো। শিব বাবাকে স্মরণ করলে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। সত্য হৃদয়ে সাহেব খুশি হন। সত্যিকারের হৃদয় যুক্ত বাচ্চাদেরই বাবার সহায়তা প্রাপ্ত হয়। এখন সমগ্র দুনিয়াতে কেউই কারোর সহায়তা করে না। সহায়তা প্রাপ্ত হয় সুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এক পরমাত্মাকেই স্মরণ করে, তিনিই এসে সবাইকে শান্তি দেন। সত্যযুগে সবাই সুখী হয়। বাকি সকল আত্মারা শান্তির দেশে থাকে। ভারত স্বর্গ ছিল, সবাই বিশ্বের মালিক ছিল। অশান্তি মারামারী কিছুই ছিল না। অবশ্যই সেই নতুন দুনিয়া বাবাই রচনা করেছিলেন। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। কীভাবে? সেটাও কেউ বুঝতে পারে না। তাকে রামরাজ্য বলা হতো। এখন নেই। ছিল তো একসময় তাই না! সেই ভারত যা পূজ্য ছিল এখন পূজারী হয়ে গেছে পুনরায় পূজ্য অবশ্যই হবে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো। শিব ভগবানুবাচ, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা অন্তিম জন্মে শুনছে, পুনরায় কৃষ্ণ হবে। সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সেই সময়টা খুবই ভালো। ভাইব্রেশনও শুদ্ধ থাকে। যেরকম আত্মা রাতে ক্লান্ত হয়ে যায়, তো বলে যে আমি ডিট্যাচ হয়ে যাই। তোমাদেরও এখানে থেকেও বুদ্ধির যোগ সেখানে লাগিয়ে রাখতে হবে। অমৃতবেলায় উঠে স্মরণ করলে দিনেও স্মরণ আসবে। এই হল উপার্জন। যত স্মরণ করবে ততই বিকর্মজিৎ হতে পারবে, ধারণা হবে। যে পবিত্র হয়, স্মরণে থাকে, সে-ই সার্ভিস করতে পারবে। নির্দেশ অনুসারে চললে তো বাবাও খুশি হন। প্রথমে সেবা করতে হবে, সবাইকে রাস্তা বলে দিতে হবে। যোগের রাস্তা বলার জন্যও তো জ্ঞান দিতে হবে তাই না! যোগে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। সাথে চক্রও ঘোরাতে হবে। রূপ বসন্ত হতে হবে। তখন বুদ্ধিতে পয়েন্টসও আসতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই জীর্ণ হয়ে যাওয়া দুনিয়া আর জীর্ণ হয়ে যাওয়া শরীরের থেকে মমত্ব সরিয়ে নিয়ে এক বাবাকে আর নিজ গৃহকে স্মরণ করতে হবে। শূদ্রদের সঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

২) বিকর্মজিৎ হওয়ার জন্য অমৃত বেলায় উঠে স্মরণে বসতে হবে এই শরীরের থেকে ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- পুরানো সংসার আর সংস্কারের আকর্ষণ থেকে বেঁচে থেকেও মৃতবৎ হয়ে যথার্থ মরজীবা ভব যথার্থ বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া অর্থাৎ সদাকালের জন্য পুরানো সংসার বা পুরানো সংস্কারের থেকে সংকল্প আর স্বপ্নেও মরে যাওয়া। মরে যাওয়া মানে পরিবর্তন হওয়া। তাদেরকে কোনও আকর্ষণই নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেমনা। তারা কখনোই বলতে পারে না যে কি করব, চাইনি অথচ হয়ে গেছে... কোনো কোনো বাচ্চা বেঁচে থেকেও মরে গিয়ে পুনরায় জীবিত হয়ে যায়। রাবণের একটা মাথা শেষ করে দিলে যেমন অন্য মাথা এসে যায়, কিন্তু ফাউন্ডেশনকেই যদি শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে রূপ বদল করে মায়া যুদ্ধ করতে পারবে না।

স্নোগানঃ:- সবথেকে ভাগ্যবান সে, যে স্মরণ আর সেবাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের পিতার কাছে সদা সুখের অধিকার নিতে হলে যা কিছু দুর্বলতা আছে সেসব দূর করে দাও, ভালো ভাবে পড়াশোনা করো আর করাও”

*প্রশ্ন:- বাবার সমান সার্ভিস করার নিমিত্ত হওয়ার জন্য কোন্ মুখ্য গুণ থাকা উচিত ?

*উত্তর:- সহ্য শক্তির গুণ। দেহের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি রাখবে না। যোগ বলের দ্বারা কাজ করতে হবে। যখন যোগ বলের দ্বারা সব অসুখ উপশম হবে তখন বাবার সমান সার্ভিস করার নিমিত্ত হতে পারবে।

*প্রশ্ন:- কোন্ মহাপাপ হলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায় ?

*উত্তর:- যদি বাবার আপন সন্তান হয়ে বাবার নিন্দে করো, আঙাকারী, বিশ্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে কোনো ভূতের বশীভূত হয়ে ডিসসার্ভিস করো, কদর্য কাজকর্ম ত্যাগ না করো তবে এই মহাপাপের দ্বারা বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়।

*গীত:- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ - বাচ্চারা জেনেছে যে নিরাকার যিনি পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর তিনি বসে আত্মাদের পড়ান। শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করা - এই সব হল ভক্তি মার্গ। সত্য যুগ ত্রেতায় কেউ পড়ে না। দ্বাপর থেকে মানুষ এই শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে। মানুষই শাস্ত্রের রচনা করেছে। ভগবান করেননি, না কোনো ব্যাস ভগবান। ব্যাসদেব তো ছিল মানুষ। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে সবাই স্মরণ করে। ভুল শুধু এইটুকুই করেছে যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছে। বাবা বোঝান আমি জ্ঞানের সাগর, শ্রীকৃষ্ণ নয়। এই অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আদিকাল থেকে অন্ত পর্যন্ত কেবল বাবা জানেন কীভাবে এই আত্মারা আসে। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং এই হল স্থূলবতন। এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। এই নলেজ বাবা ব্যতীত আমি নিরাকার বীজ রূপ জ্ঞানের সাগর ব্যতীত অন্য কেউ শোনাতে পারে না। পরে যখন ভক্তি মার্গ শুরু হয় তখন ভক্তরা বসে এই শাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করে। এই শাস্ত্র তো যদিও তৈরি হবেই। এমন নয় এই গুলি তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ভারতের প্রকৃত আদি সনাতন ধর্ম হল দেবী -দেবতা ধর্ম। সত্য যুগের আদিতে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। ভারতবাসী নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে। যারা পবিত্র ছিল, এখন তারা পতিত হয়েছে, তাই ভগবান বলেন আমি এসে তোমাদেরকে পতিত মানুষ থেকে পবিত্র দেবতায় পরিণত করি। তোমরাও জানো দেবতা হওয়ার জন্য আমরা পড়ছি। বাবা ব্যতীত অন্য কেউ মানুষ থেকে দেবতা বানাতে পারে না কারণ এখানে তো সবাই হল পতিত ব্রষ্টাচারী। তারা পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী কীভাবে বানাবে। এ হল পতিত আসুরিক দুনিয়া রাবণের রাজ্য। পবিত্র রাজত্ব তো নেই। গায়নও আছে রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্য। ভগবান এসে রাম রাজ্যের স্থাপনা করেন। বলাও হয়, হে ভগবান, পুনরায় এসে গীতার জ্ঞান শোনাও। কৃষ্ণ তো শোনাতে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছে যে, কোনো মানুষ আমাদের পড়াচ্ছে না। মানুষ আত্মারাই সবাই পড়াশোনা করে। পড়াচ্ছেন নিরাকার ভগবান। তিনি কি বানান ? মানুষ থেকে দেবতা। এটাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। স্কুলে এইম অবজেক্ট না থাকলে কে কি পড়াশোনা করবে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা পুনরায় মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে এসেছি। পড়াচ্ছেন যিনি, তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ ভাবে জানা উচিত। তাঁর নাম শিব। শারীরিক নাম তো নয়, অন্য যারা পড়াচ্ছে সবাই হল আত্মা, যারা নিজ শরীরের আধারে পড়াচ্ছে। প্রত্যেকের কাছে নিজস্ব শরীর আছে। এই একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা বলেন যে আমার নিজস্ব শরীর নেই। আমি এনার (ব্রহ্মার দেহের) আধার নিয়ে থাকি, ব্রহ্মার আত্মাও পড়ে, যে প্রথম নশ্বরের দেবতায় পরিণত হয়। যে নিউ ম্যান ছিল সে-ই পুরানো হয়েছে। কৃষ্ণ সর্ব প্রথম নিউ ম্যান, তারপরে ৮৪ জন্মের পরে এসে ব্রহ্মা হয়েছে। নিজ জন্মের কাহিনী জানে না তাই আমি বসে শোনাই। প্রথম জন্মে ছিল শ্রীকৃষ্ণ পরে পুনর্জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছে। এখন আমি পুনরায় ব্রহ্মা রূপে পরিণত করে তাঁকেই শ্রীকৃষ্ণ বানাই। বৃক্ষের ছবিতে ক্লিয়ার লেখা আছে। ব্রাহ্মণ রূপে নীচে বসে আছেন তপস্যায়া। উপরে সেই ব্রহ্মা পতিত দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং এখানে সঙ্গমে এখন তপস্যা করছেন তৎস্বম্, তোমরাও দেবতা ছিলে পরে পুনর্জন্ম নিয়ে পতিত শূদ্র হয়েছে। এখন পুনরায় তোমরা পবিত্র হচ্ছে। তোমরা জানো পতিত-পাবন পরম পিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা পবিত্র হচ্ছি। বাবা উপায় বলে দিচ্ছেন যে, আমাকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হবে, আত্মা এবং শরীর দুই ই পবিত্র তো শুধু সত্যযুগেই হবে। এখানে সবাই পতিত শরীর প্রাপ্ত করে। সবচেয়ে খারাপ ব্রষ্টাচার হল কাম বিকার। বিষের দ্বারা জন্ম গ্রহণকারীদের বলা হয় ব্রষ্টাচারী। সত্য যুগে কেউ ব্রষ্টাচারী হয় না, কারণ সেখানে বিষ নেই। কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়, তারপরে নির্বিকারীই বিকারী রূপে পরিণত হয়। সত্যযুগ, ত্রেতায় বিকার

থাকে না, তাই বাবা বলেন এই ৫ ভূতের উপরে জয় লাভ করতে হবে। একমাত্র বাবা বিকারী দুনিয়াকে নির্বিকারী বানিয়ে দেন। অনেকের জ্ঞানের ধারণা একেবারেই হয় না। ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত, মোহের ভূত সম্পূর্ণ রূপে কালো করে দেয়। সবচেয়ে খারাপ হল কাম বিকার। তাও তখন আসে যখন দেহ-অভিমান আসে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে জ্ঞানের। এখন আত্মার জ্ঞানের সংস্কার একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। মানুষ তো সাকারকেই স্মরণ করে। ভক্তির ভাবনায় জড়িত, গুরু গোঁসাই বা কোনো দেবতাকে স্মরণ করবে। বদ্দিনাথ, অমর নাথ ইত্যাদি তীর্থ স্থানে গিয়ে বসে পাথরের পূজা করবে। শিবের মন্দিরেও যায় কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা যে উনি হলেন বাবা। একেই বলে অন্ধ শ্রদ্ধা। কেউ জানেই না বাবা কবে এলেন, কীভাবে এলেন ! এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে সব কিছু বোঝানো হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও এমন কমজনই আছে যারা খুব বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, আঙুকারী, যাদের মধ্যে বিকার রূপী ভূতের প্রবেশ নেই। ভূতের প্রবেশ হলে তারা খুব বিরক্ত করে। অনেক ডিস সার্ভিস করে, তাই তাদের পদ মর্যাদা কম হয়ে যায়। পুণ্য আত্মা হওয়ার পরিবর্তে আরও পাপ আত্মায় পরিণত হয়। এক তো দেহ বোধের অহংকার আছে। দ্বিতীয় অন্য বিকার গুলিও এসে যায়। লোভের ভূত এসে পড়ে। তখন রাবড়ি, মালাই ইত্যাদি খাওয়ার ইচ্ছে হবে। এইরকম শুরু থেকে হয়ে এসেছে। এখন তো আত্মিক অবস্থা পরিপক্ব করতে হবে। লোভের ভূতও পদ ব্রষ্ট করে দেয়। অর্ধেক কল্প এই ভূত গুলি খুব হয়রান করেছে। যারা বলে আমরা পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছি এবং অন্যদের পরিণত করছি, তারাই একদিন পাপ আত্মায় পরিণত হয়ে যায় এবং অন্যদেরও পরিণত করে। দুর্নাম ছড়ায়। যদি তোমাদের ভিতরে ক্রোধের ভূত থাকে, তাহলে তোমরা অন্যদের ভূত দূর করবে কীভাবে। দেহ বোধের অহংকারবশতঃ কোনো উল্টো আচরণ দেখলে রিপোর্ট করবে। ধর্মরাজের কাছে তো রেজিস্টার থাকে তখন সাজা ভোগ করার সময়ে সব সাক্ষাৎকার হবে যে তোমরা এই ভূতের বশে বশীভূত হয়ে অনেককে বিরক্ত করেছে। অনেক বাচ্চারা ক্রোধের অগ্নিতে পুড়ে মরে যায়। আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে কালো হয়ে যায়। ডিস সার্ভিস করলে তো বাবা বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেন। তখন বুদ্ধির দ্বারা আর কোনো সার্ভিস হয় না। শেষ কালে বাবা সব সাক্ষাৎকার করাবেন তখন খুব অশান্তির অনুভূতি হবে। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়। বাবা বলেন যদি কেউ উল্টো আচরণ করে তবে রিপোর্ট করো। বাবা বুঝতে পারেন - দেহ বোধের অভিমান বশতঃ এরা দাস দাসীর পদ প্রাপ্ত করবে। প্রজাতেও কম পদ পাবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জ্ঞানের দ্বারা শৃঙ্গার করেন, তবুও চলন বদলায় না। এই সময়েই পরমপিতা পরমাত্মা এসে জ্ঞানের শৃঙ্গার করিয়ে সত্যযুগের মহারাজা মহারানী বানান। এর জন্য সহনশীল হওয়ার গুণের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। দেহের প্রতি অতিরিক্ত মোহ থাকা উচিত নয়। যোগবলের দ্বারা কাজ উদ্ধার করা উচিত। ব্রহ্মা বাবাও হলেন বৃদ্ধ, কিন্তু যোগের দ্বারা দাঁড়িয়ে আছেন। কাশি ইত্যাদি হয় তবুও সেবায় উপস্থিত থাকেন। বুদ্ধির দ্বারা সার্ভিসও অনেক করতে হয়। এত এত বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ, অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা - অনেক দায়িত্ব থাকে। চিন্তাও অনেক। যদি কোনো বাচ্চার আচরণ খারাপ হয় তবে দুর্নাম ছড়ায়। লোকে তখন বলবে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা এমন ! তাহলে নাম ব্রহ্মারও নাম হল না ? তাই বলা হয় গুরুর নিন্দুক ... সদগুরুর উদ্দেশ্যে। এই কলিযুগী গুরুরা নিজেদের জন্য বলেছে তাই মানুষ তাদেরকে ভয় পায় গুরু যেন কোনো অভিশাপ না দেয়। এখানে সেইরকম কোনো কথা নেই। নিজের আচরণের দ্বারা নিজেকে অভিশপ্ত করে। বাচ্চাদেরকে নিজের ভবিষ্যতের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত, বর্তমানে পুরুষার্থ না করলে কল্প-কল্পান্তর এই অবস্থাই থাকবে। বাবা কত সহজ করে বোঝান, তা সত্ত্বেও অনেকে নিজের কালেকীর্তি ত্যাগ করে না, তারপরে ভেঙে পড়ে বা মরে জাহান্নামে যায়। পড়াশোনাও ছেড়ে দেয়। কোনো কোনো বাচ্চা ভালো ভাবে চলে। কেউ ঈশ্বরীয় জন্ম নিয়ে ৮-১০ বছর পরেও মারা যায় অর্থাৎ ত্যাগ করে চলে যায়। লৌকিক পিতাও সুপুত্রদের দেখে খুশী হয়। তবুও নম্বর অনুসারে তো হয় তাইনা ! কেউ আবার সেন্টারে গিয়ে বিরক্ত করে। বিশাল কাঁটায় পরিণত হয়। ঘরের সদস্য হয়েও নিন্দে করায় তখন মহান পাপ আত্মায় পরিণত হয়। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন অতএব এখানে তোমরা এসেছো অসীম জগতের পিতার কাছে সুখের বর্ষা প্রাপ্ত করতে, সুতরাং নিজের সব দুর্বলতা দূর করা উচিত। স্কুলে যে স্টুডেন্ট প্রতিষ্ঠা করে যে আমি ৮০% নিয়ে পাস করব, ৯০% নিয়ে পাস করব, তারপরে যখন পাস করে তখন খুশীতে একে অপরকে টেলিগ্রাম পাঠাতে থাকে। এ হল অসীম জগতের পঠনপাঠন। সূর্যবংশী হবে বা চন্দ্রবংশী, তাও জানতে পারা যায়। যখন চন্দ্রবংশী রাজা রানী থাকে তখন তাদের সম্মুখে সূর্যবংশী সেকেন্ড নম্বরে হয়ে যায়। রাম সীতার রাজত্ব যখন চলে তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ জুনিয়র (ছোট) হয়ে যায়। সূর্যবংশী নামই শেষ হয়ে যায়। এই নলেজ হল খুবই মনোরম। ধারণ তাদেরই ভালো ভাবে হবে যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, তারাই উঁচু পদের অধিকারী প্রাপ্ত করবে। শিববাবার ভক্তি মার্গেও পাট রয়েছে এবং জ্ঞান মার্গেও। শঙ্করের কাজ হল কেবল বিনাশ করার, তার বর্ণনা কি করবো। শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবার অনেক বর্ণনা আছে। ৮৪-র চক্রে সবচেয়ে নম্বর ওয়ান পাট হল বাবার। তারা শিবশঙ্করকে এক করে দিয়েছে। শিববাবার পাট হল সবচেয়ে বিশাল, সব সন্তানদের সুখী করা, অনেক

পরিশ্রমের কাজ। তারপরে বিশ্রাম করেন। এনার (ব্রহ্মার) তো ৮৪ জন্মের পাট আছে। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি তো পরে আসে। তারা কখনও অলরাউন্ড পাট প্লে করে না। অলরাউন্ড পাটধারীদের অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়! আমরাই স্বর্গের মালিক হই। স্বর্গ রূপে ভারতের পরিচিতি। কত খুশীর অনুভব হয় যে আমরা নিজেদের জন্য স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করছি। অন্যদেরও বোঝাতে হবে যে, এসে নিজের জীবন গঠন করো। তোমরা এসেছো পরমপিতা পরমাত্মার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে। বুদ্ধিতে যদি মূখ্য উদ্দেশ্য না থাকে তবে এখানে বসে কি লাভ। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। অসীম জগতের পিতা তিনি, অসীম জগতের সন্তানরা নিয়ে থাকে। অসংখ্য সন্তান আছে। ব্রহ্মার আপন না হলে শিববাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে না। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, সেখানে কোনো ভূত ছিল না। একটিও ভূত থাকলে ব্যভিচারী বলা হবে। সব ভূত অবশ্যই দূর করতে হবে। বাবাকে অনেকে লিখে পাঠায় - বাবা কাম বিকার রূপী ভূত এসেছিল, কিন্তু রক্ষা পেয়েছি। বাবা বলেন বাচ্চারা, ঝড় তো অনেক আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো কর্ম করবে না, ভূত তাড়াতে হবে। নাহলে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী হতে পারবে না। ধ্যানে যাওয়াও ভালো নয় কারণ মায়ার অনেক প্রবেশ ঘটে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিকর্ম করবে না। এমন কোনো আচরণ করবে না যাতে অনেকের অভিশাপ লাগে। নিজের ভবিষ্যতের প্রতি সজাগ থেকে পুণ্য কর্ম করতে হবে।

২) অন্তরে যা কালিমা রয়েছে, দেহ-অভিমানের কারণে ভূতের প্রবেশ রয়েছে, সে'সব দূর করতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা নিজের শৃঙ্গার করে সুপুত্র হতে হবে।

বরদানঃ:- বিজি থাকার সহজ পুরুষার্থের দ্বারা নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী ভব ব্রাহ্মণ জন্ম হল সদা সেবার জন্য। সেবায় যত ব্যস্ত থাকবে ততই সহজ রূপে মায়াজিত হয়ে থাকবে। তাই একটুও যদি অবসর সময় পাও, বুদ্ধি ও যদি একটু অবকাশ পায় তবে সেবায় মন দাও। সেবা ব্যতীত সময় নষ্ট করবে না। যে সেবাই করো, সে সংকল্পের সেবাই করো বা বাণীর সেবা, কিস্বা কর্মের দ্বারা সেবা, নিজের সম্পর্ক এবং আচরণের দ্বারাও সেবা করতে পারো। সেবায় ব্যস্ত থাকাই হল সহজ পুরুষার্থ। ব্যস্ত থাকলে যুদ্ধ থেকে মুক্ত নিরন্তর যোগী নিরন্তর সেবাধারী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- আত্মাকে সদা সুস্থ রাখতে খুশীর খোরাক খেতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রহ্মা বাবার বিশেষ পাঁচ কদম"

আজ, বিশ্ব স্নেহী বাবা নিজের বিশেষ অতি স্নেহী আর সমীপ বাচ্চাদের দেখছেন। বাচ্চারা সকলেই স্নেহী কিন্তু অতি স্নেহী এবং সমীপ বাচ্চা তারাই যারা প্রতি পদে ফলো করে। নিরাকার বাবা সাকারী বাচ্চাদের সামনে সাকার রূপে ব্রহ্মা বাবাকে নিমিত্ত রেখেছেন, ফলো করার জন্য। যে আদি আত্মা ড্রামাতে ৮৪ জন্মের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনুভব করেছেন এবং সাকার রূপে মাধ্যম হয়ে সবকিছু সহজ করার জন্য বাচ্চাদের সামনে এক্সাম্পল হয়েছেন। কারণ শক্তিশালী এক্সাম্পল দেখে তাদের পক্ষে ফলো করা সহজ হয়। সুতরাং স্নেহী বাচ্চাদের জন্য স্নেহের লক্ষণ রূপে বাবা ব্রহ্মা বাবাকে রেখেছেন। আর সব বাচ্চাকে এই শ্রেষ্ঠ শ্রীমং দিয়েছেন যে প্রতি কদমে 'ফলো ফাদার।' সবাই তোমরা নিজেকে ফলো ফাদার করা সমীপ আত্মা মনে করো? ফলো করা সহজ লাগে নাকি কঠিন মনে হয়? ব্রহ্মা বাবার বিশেষ পদক্ষেপ কী দেখেছ?

সর্বাপেক্ষা প্রথম পদক্ষেপ (কদম) - 'সর্বংশ ত্যাগী', শুধুমাত্র তন আর লৌকিক সম্বন্ধে নয়, বরং সর্বাধিক বড় ত্যাগ, প্রথম ত্যাগ মন-বুদ্ধিতে সমর্পণ। অর্থাৎ মন-বুদ্ধিতে সব কর্মে সবসময় বাবা আর শ্রীমতের স্মৃতি থাকতো। সদা নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সব কর্মে স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় থেকেছেন। দেহের সম্বন্ধ থেকে আমিত্ব ভাবের ত্যাগ। যখন বাবার সামনে মন-বুদ্ধির সমর্পণ হয়ে যায়, তখন দেহের সম্বন্ধ আপনা থেকেই ত্যাগ হয়ে যায়। 'সর্বংশ ত্যাগী' - এটাই ছিলো প্রথম কদম।

দ্বিতীয় কদম - সদা আশ্রয়কারী থেকেছেন। সবসময় একটা বিষয়ে - হয় স্ব পুরুষার্থে, অথবা যজ্ঞ-পরিপালনে নিমিত্ত হয়েছেন। কারণ নিজেই ব্রহ্মা, বিশেষ আত্মা, ড্রামাতে যাঁর পাট স্থিরীকৃত হয়ে আছে। মাতা পিতা একই আত্মা। যজ্ঞ-পালনার নিমিত্ত হয়েও সদা আশ্রয়কারী থেকেছেন। স্থাপনের কার্য বিশাল হওয়া সত্ত্বেও যিনি কোনো আশ্রয় উল্লঙ্ঘন করেননি। সবসময় 'জী হাজির' - এর প্রত্যক্ষ স্বরূপের সহজ ভাব তোমরা দেখেছ।

তৃতীয় কদম - প্রতিটি সঙ্কল্পেও তিনি একনিষ্ঠ। ঠিক যেমন এক পবিত্র নারী তার পতি ব্যতীত অন্য কাউকে স্বপ্নেও স্মরণ করতে পারে না, সেইরকমই সবসময় 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়' - এই একনিষ্ঠতার প্রত্যক্ষ স্বরূপ তোমরা দেখেছ। নতুন, বিশাল স্থাপনের দায়িত্বের নিমিত্ত হয়েও একনিষ্ঠতার বলের দ্বারা, প্রত্যক্ষ কর্মে এক বল এক ভরসায় সব পরিস্থিতি সহজে পার করেছেন এবং করিয়েছেন।

চতুর্থ কদম - বিশ্ব সেবাধারী। সেবার বিশেষত্ব - একদিকে তিনি অতি নিরহঙ্কারী (নির্মান), ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট; আরেকদিকে জ্ঞানের অথরিটি। যতটাই নিরহঙ্কারিতা ততটাই বেপরোয়া বাদশাহ। সত্যতার নিষ্ঠীকতা - এটাই হল সেবার বিশেষত্ব। সম্বন্ধীরা, রাজনেতারা, ধর্মনেতারা অভিনব জ্ঞানের কারণে কত অপজিশন (প্রতিরোধ) করেছে, কিন্তু সত্যতা আর নিষ্ঠীকতার পোজিশন অর্থাৎ অবস্থিতি দ্বারা সামান্যতমও তাঁকে টলাতে পারেনি। একেই বলে, নিরহঙ্কারিতা এবং অথরিটির ব্যালেন্স। এর রেজাল্ট তোমরা সবাই দেখেছ। যারা কুংসিত বাক্যে তিরস্কার করেছিল তারাও মন থেকে তাঁর সামনে ঝুঁকছে। সেবার সফলতার আধার নির্মান-ভান, নিমিত্ত-ভাব, অসীম ভাব। এই বিধিতেই তিনি সিদ্ধিস্বরূপ হয়েছিলেন।

পঞ্চম কদম - কর্মবন্ধন মুক্ত, কর্ম-সম্বন্ধ মুক্ত। অর্থাৎ শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত, ফরিস্তা অর্থাৎ কর্মাতীত। সেকেন্ডে নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ হয়ে সমীপ ও সমান হয়েছিলেন।

আজ, বাবা বিশেষ পাঁচ কদম সংক্ষেপে তোমাদের শোনালেন। বিস্তার তো অনেক কিন্তু সার রূপে এই পাঁচ কদমের উপরে যারা কদম রেখে চলে তাদেরকেই বলা হয়ে থাকে ফলো ফাদার করে। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - কদমে কতটা ফলো করেছ? সমর্পিত হয়েছে নাকি সর্বংশ সহ সমর্পিত হয়েছে? সর্ব-বংশ অর্থাৎ সঙ্কল্প, স্বভাব ও সংস্কার, নেচারে বাবা সমান হবে। চলতে চলতে যদি এখনো এটাই ভাবো আর বলো - আমার স্বভাব এই রকম, আমার নেচার এই রকম, না চাইলেও সঙ্কল্প চলে, কথা বেরিয়ে যায় - তাহলে এটাকে সর্বংশ ত্যাগী বলা হবে না। তোমরা নিজেদের সমর্পিত বলে থাকো, কিন্তু

সর্বশ্রম সমর্পণের ক্ষেত্রে আমার-তোমার হয়ে যায়। বাবার স্বভাব মানে স্ব এর ভাব অর্থাৎ আত্মিক ভাব। সংস্কার সদা বাবা সমান হতে দাও - স্নেহ, দয়া, উদারচিত্তের, যাকে দরাজদিল বলে থাকে। অনুদার হৃদয় অর্থাৎ সীমিত পরিসরের আমিত্বভাব দেখা- হয় নিজের প্রতি, অথবা নিজের সেবা-স্থানের প্রতি বা নিজের সেবা-সাথীদের প্রতি। আর দরাজদিল মানে সবার ক্ষেত্রে আপনবোধের অনুভব হবে। যে দরাজদিল হবে তার মধ্যে সদা সব ধরনের কার্যে, তা' তনের হোক বা মনের অথবা ধনের কিংবা সম্বন্ধে সফলতার সমৃদ্ধি (বরকত) হয়। সমৃদ্ধি অর্থাৎ বেশি লাভ হওয়া আর যারা সঙ্কীর্ণমনা তাদের পরিশ্রম বেশি, সফলতা কম হয়। আগেও তোমাদের শোনানো হয়েছিলো যে, অনুদারচিত্তের ভান্ডার আর পাকশালা সদা প্রাচুর্যে ভরা থাকে না। তাদের সেবা-সাথীরা অনেক সাঙ্কনা দেবে - তুমি এটা করো, আমরা সেটা করবো। কিন্তু সময়কালে তাদের সার্কমস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) শোনাতে শুরু করে দেবে। সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে, দরাজদিল হলে সর্বোত্তম প্রভু খুশি। গুণের রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে যে চলে তার উপরে সাহেব তথা বাবা সদাই প্রসন্ন। টিচার্স, তোমরা সবাই উদার হৃদয়, তাই না ! বড় থেকেও বড় অসীম কার্যার্থে তোমরা নিমিত্ত হয়েছ। এমন বলা না তো - আমরা অমুক এরিয়ার কল্যাণকারী কিংবা অমুক দেশের কল্যাণকারী? বিশ্ব-কল্যাণকারী হও, হও না ! এত বড় কার্য করার জন্য হৃদয়ও তো বড় হওয়া প্রয়োজন, তাই না? বড় অর্থাৎ অসীম, নাকি টিচাররা বলবে যে, তোমাদের সীমা করে দেওয়া হয়েছে? সীমাই বা কেন করে দেওয়া হয়েছে, কারণ? ছোট হৃদয়। যত বড় এরিয়া বানিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু তোমরা সদা অসীম ভাব রাখো, হৃদয়ে সীমা রেখো না। স্থানের সীমার প্রভাব হৃদয়ে পড়তে দেওয়া উচিত নয়। যদি হৃদয়ে সীমাবদ্ধতার প্রভাব পড়ে তাহলে অসীম জগতের বাবা সীমিত হৃদয়ে থাকতে পারেন না। বাবা বড়, আর সেইজন্য বড় হৃদয় তো প্রয়োজন, তাই না ! মধুবনে থাকতে ব্রহ্মা বাবা কখনো এই সঙ্কল্প করেছেন যে, মধুবন তো শুধুই আমার, আর বাকি পাঞ্জাব, ইউ.পি., কর্ণাটক ইত্যাদি বাচ্চাদের? ব্রহ্মা বাবার প্রতি তো সবার ভালোবাসা আছে, তাই না ! ভালোবাসার অর্থ হলো ফলো করা।

টিচাররা সবাই তোমরা ফলো ফাদার করো, নাকি বলা আমার সেন্টার, আমার জিগুয়াসু (স্টুডেন্ট), আমার উপার্জন? আর স্টুডেন্টও মনে করে - ইনি আমার টিচার ! ফলো ফাদার অর্থাৎ 'তোমার' মধ্যে 'আমার' মিশিয়ে দেওয়া, অসীমের মধ্যে সীমাকে মিশিয়ে দেওয়া। এখন এই কদমে কদম রাখার আবশ্যকতা আছে। সবার সঙ্কল্প, বোল, সেবার বিধি অসীম তা' অনুভব হতে দাও। তোমরা বলা তো না - এই বছরে এখন কী করতে হবে, তো স্ব-পরিবর্তনের জন্য সীমা-কে সর্বশ্রম সমেত সমাপ্ত করো। যাকেই দেখ অথবা যে কেউই তোমাকে দেখবে - অসীম জগতের বাদশাহ হওয়ার নেশা যেন অনুভূত হয়। যারা সীমিত হৃদয়ের তারা অসীম জগতের বাদশাহ হতে পারে না। সীমিত হৃদয়ে অসীম বাদশাহ হওয়া যায় না। এমন ভেবো না যে, যত বেশি সেন্টার খুলবে বা যত বেশি সেবা করবে ততো বড় রাজা হবে। এর ভিত্তিতে স্বর্গের প্রাইজ প্রাপ্ত হবে না। সেবাও হবে, সেন্টারও হবে কিন্তু সীমাবদ্ধতার লেশমাত্র যেন না থাকে, তাদেরই নম্বর অনুক্রমে বিশ্ব-রাজত্বের সিংহাসন প্রাপ্ত হবে। অতএব, ক্ষণকাল পূর্বেও অল্প সময়ের জন্য আপন হৃদয়কে খুশি করে বসে যেও না, যে এখনো বেহদের সুগন্ধযুক্ত বাবা সমান আর সমীপে আছে, ২১ জন্মও সে ব্রহ্মা বাবার সমীপে হবে। সূতরাং এমন প্রাইজ চাই নাকি এখনের? আমার অনেক সেন্টার্স আছে, অনেক জিগুয়াসু আছে.... এই অনেক অনেক - এর মধ্যে যেও না, সঙ্কীর্ণতামুক্ত হৃদয়কে আপন করে নাও। শুনেছ, এই বছরে কী করতে হবে? এই বছরে স্বপ্নেও যেন হৃদের সংস্কার উৎপন্ন হতে দিও না। সাহস তো আছে না? একে অপরকে ফলো ক'রো না, বাবাকে ফলো ক'রো।

দ্বিতীয় বিষয় - বাপদাদা বাণীর প্রতিও তোমাদের অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। এই বছর নিজের বোলের উপরে বিশেষ ডবল অ্যাটেনশন দাও। বোলের জন্য সবাইকে ডিরেকশন পাঠানো হয়েছে। এই জন্য তোমাদের প্রাইজ প্রাপ্ত হবে। সততা আর স্বচ্ছতার সাথে নিজের চার্ট নিজেই রাখো। তোমরা সত্য বাবার বাচ্চা, তাই না ! বাপদাদা সবাইকে ডিরেকশন দেন - যখন দেখছ সেবা স্থিতিকে অস্থির করে তুলছে, সেই সেবাতে কোনো সফলতা হতে পারে না। যদি সেবা কমও করো, কিন্তু স্থিতিকে নিচে আসতে দিও না। যে সেবা স্থিতিকে নিচে নামিয়ে আনে সেটাকে সেবা কীভাবে বলবে ! সেইজন্য বাপদাদা সবাইকে আবারও বলবেন যে, সদা স্ব-স্থিতি আর সেবা অর্থাৎ অন্যদের সেবার সাথে সাথে সদা স্ব-সেবা হতে হবে। স্ব-সেবা ছেড়ে পর-সেবা করা, এর থেকে সফলতা প্রাপ্ত হয় না। স্ব-সেবা এবং পর-সেবার মনোবল রাখো। সর্বশক্তিমান বাবা সহায়, সেইজন্য সাহসের দুইয়ের ব্যালেন্স রেখে এগিয়ে চলো। দুর্বল হ'য়ো না। অনেকবারের নিমিত্ত হয় বিজয়ী আত্মা। এমন বিজয়ী আত্মাদের জন্য কোনো মুশকিল হয় না, কোনো পরিশ্রম হয় না। তারপরে অ্যাটেনশন আর অভ্যাস - এটাও তোমরা আপনা থেকেই সহজে অনুভব করবে। অ্যাটেনশনেরও টেনশন রেখো না। কেউ কেউ অ্যাটেনশনকে টেনশনে বদলে নেয়। ব্রাহ্মণ-আত্মাদের নিজ সংস্কার "অ্যাটেনশন আর অভ্যাস"। আচ্ছা !

বাকি থাকে বিশ্ব কল্যাণের বিষয়। তো এই বছর যারা যারা সম্পর্কে আসার বার্তা শুনেছে, প্রত্যেক সেন্টার তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যথা-শক্তি স্নেহ-মিলন করো। পৃথক পৃথক পেশার হিসেবে আলাদা আলাদা ভাগেই করো কিম্বা সবাইকে একসাথে মিলিয়েই করো, কিন্তু আত্মাদের দিকে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। পার্সোনালি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। শুধুমাত্র যদি পোস্ট পাঠিয়ে দাও তাহলে সেই কারণেও রেজাল্ট কম বের হবে। তোমাদের নতুন স্টুডেন্ট যারা আসছে তাদেরকে নিয়ে গ্রুপ বানাও আর তাদের মধ্যে থেকে অল্প কয়েককে পার্সোনালি সমীপে আসার নিমিত্ত বানাও। সব স্টুডেন্ট তখন বিজি হবে আর সেবার সিলেকশনও হয়ে যাবে, যেটা তোমরা বলে থাকো - তোমরা এটাকে টানা ফলো করে যাচ্ছ না। এমন আত্মাদেরও নতুন কিছু শোনাতে হবে। এখন পর্যন্ত তো বেটার ওয়ার্ল্ড কেমন হবে তার ভিশন তোমরা একত্র করেছ। এখন নিজেদের দিকে তাদের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করো। তার জন্য বিশেষ টপিক রাখো "সেল্ফ প্রগ্রেস" এবং সেল্ফ প্রগ্রেসের আধার।" নতুন এই বিষয়কে রাখো। এই স্ব-প্রগ্রেসের জন্য স্পিরিচুয়াল বাজেট বানাও আর বাজেটে তো সবসময় সঞ্চয় প্রকল্প (স্কীম) বানানো হয়ে থাকে। তাহলে স্পিরিচুয়াল সঞ্চয়ের খাতা কী ! সময়, বোল, সঙ্কল্প আর এনার্জিকে ওয়েস্ট থেকে বেস্ট-এ চেঞ্জ করতে হবে। সবাইকে এখন স্ব-এর দিকে অ্যাটেনশন আকর্ষণ করাও। বাচ্চারা টপিক বের করেছিলো "ফর সেল্ফ-ট্রান্সফর্মেশন।" কিন্তু এই বছর প্রত্যেক সেবাকেন্দ্রের ফ্রিডম আছে, যে যতটা করতে পারে, নিজের স্ব-উন্নতির সাথে প্রথমে নিজের সঞ্চয়ের বাজেট বানাও আর সেবাতে অন্যদের এই বিষয়ের অনুভব করাও। যদি কোনো বড় প্রোগ্রাম রাখতে পারো তো রাখো, যদি-বা না করতে পারো তবুও ছোট প্রোগ্রাম করো। কিন্তু বিশেষ অ্যাটেনশন স্ব-সেবা আর পর-সেবার অথবা বিশ্ব সেবার ব্যালেন্স হোক। এমন নয় যে, সেবায় এতই বিজি হয়ে যাও যাতে স্ব-উন্নতির সময়ই না পাও। এই বছর, স্বতন্ত্র সেবা করার জন্যে। যত করতে চাও করো। উভয় প্ল্যানই স্মৃতিতে রেখে আরও অ্যাডিশন করতে পারো আর তার ফলে তোমাদের প্ল্যানকেও রত্ন জড়িত করতে পারো। বাবা সদা বাচ্চাদের সামনে রাখেন। আচ্ছা !

চারিদিকের ফলো ফাদার করা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাকে, সদা ডবল সেবার ব্যালেন্স রেখে বাবার ব্লেসিংসের অধিকারী হওয়া আত্মাদের, সদা বেহদের বাদশাহ - এমন রাজযোগী, সহজযোগী, স্বতঃ যোগী, সদা অনেকবারের বিজয়ের নিশ্চয় আর নেশায় থাকা অতি সহযোগী স্নেহী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎ -

প্রতি কল্পের আমি পূজ্য আত্মা, এমন অনুভব করো ? অনেকবার পূজ্য হয়েছে আর আবারও পূজ্য তৈরি হচ্ছে। পূজ্য আত্মা কেন হও? কারণ যারা নিজেরা স্বমানে থাকে তাদের আপনা থেকেই অন্যদের দ্বারা মান প্রাপ্ত হয়। স্বমানকে জানো তোমরা? কত উঁচু তোমাদের স্বমান? কেউ কত বড় স্বমানেরই হোক, কিন্তু তোমাদের সামনে কিছুই না। কারণ তাদের স্বমান সীমিত পরিসরের আর তোমাদের হল আত্মিক স্বমান। আত্মা অবিনাশী তো স্বমানও অবিনাশী। তাদের হল দেহের মান। দেহ বিনাশী তো স্বমানও বিনাশী। কখনো কেউ প্রেসিডেন্ট হবে কিম্বা কেউ প্রাইম মিনিস্টার, কিন্তু শরীর চলে গেলে স্বমানও যাবে। তাহলে, তখন প্রেসিডেন্ট থাকবে কি? আর তোমাদের স্বমান কী? শ্রেষ্ঠ আত্মা, পূজ্য আত্মা। আত্মা হওয়ার স্মৃতি তোমাদের থাকে, সেইজন্য অবিনাশী স্বমান। তোমরা বিনাশী স্বমানের দিকে আকৃষ্ট হতে পারো না। যাদের স্বমান অবিনাশী তারা পূজ্য আত্মা হয়। এখনো পর্যন্ত নিজেদের পূজা দেখছো। যখন নিজেদের পূজ্য স্বরূপকে দেখ তখন স্মৃতি আসে তো না যে, এই রূপ আমাদেরই। হতে পারে, ভক্তরা নিজের নিজের ভাবনা থেকে রূপ দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তোমরাই তো হও পূজ্য আত্মা। যতটাই স্বমান ততটাই আবার নির্মান (নিরহঙ্কার)। স্বমানে তোমাদের কোনো অভিমান থাকে না। এমন নয় - আমরা তো উঁচু হয়ে গেছি, অন্যেরা ছোট অথবা তাদের প্রতি তুচ্ছ ভাব আছে, এমন হওয়া উচিত নয়। আত্মা যেমনই হোক, কিন্তু সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদের দেখবে, দাঙ্কিতার দৃষ্টিতে নয়। না দাঙ্কিতা, না অপমান। এখন এই আচরণ ব্রাহ্মণ জীবনের নয়। তাহলে দৃষ্টি বদল হয়ে গেছে তো না ! এখন জীবনই বদলে গেছে, দৃষ্টি তো আপনা থেকেই বদলে গেছে, তাই না ! এমনকি, তোমাদের সৃষ্টিও বদলে গেছে। এখন তোমাদের সৃষ্টি কী ! এখন তোমাদের সৃষ্টি বা সংসার বাবাই। বাবাতাই তো পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এখন কাউকে যদি দেখবে তো আত্মিক দৃষ্টিতে, মহান দৃষ্টিতে দেখবে। এখন শরীরের প্রতি দৃষ্টি যেতে পারে না, কারণ দৃষ্টি বা নয়নে সদা বাবা সমাহিত হয়ে আছেন। যার নয়নে বাবা আছেন সে দেহবোধে কেন যাবে? বাবা সমাহিত হয়ে আছেন নাকি সমাহিত হচ্ছেন? যদি বাবা সমাহিত হয়ে আছেন তবে তো আর কেউ সমাহিত হতেই পারে না। সাধারণভাবে যদি দেখ তবে চোখের চমৎকারিত্ব হয়ই বিন্দুর কারণে। এই সবকিছু কে দেখছে? শরীরের হিসেবেও তো বিন্দুই, তাই না ! ছোট একটা বিন্দু চমৎকার করে। সুতরাং দেহের সুবাদেও ছোট একটা বিন্দু চমৎকার করে এবং আত্মিক সম্বন্ধেরও বাবা বিন্দু সমাহিত হয়ে আছেন, সেইজন্য আর

কেউ সমাহিত হতে পারে না। এই রকম উপলব্ধি করো তোমরা? যখন পূজ্য আত্মা হয়ে গেছ তো পূজ্য আত্মাদের নয়ন সদা নির্মল দেখায়। তারা দাঙ্কিতা বা অপমানে পূর্ণ নয়ন দেখায় না। যে কোনও দেবী বা দেবতার নয়ন নির্মল বা অলৌকিক (রুহানী) হবে। তাহলে, এই নয়ন কার? কখনো কারও প্রতি যদি কোনও সঙ্কল্প তৈরি হয় তখন স্মরণ করো আমি কে? আমার জড়-চিত্রও অলৌকিক নয়নধারী, সুতরাং চৈতন্য আমার কেমন হওয়া উচিত ছিলো? লোকে এখনো তোমাদের মহিমায় বলে, সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তাহলে তুমি কে? সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাই না ! অংশমাত্রও বিকার যেন না থাকে। সদাসর্বদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমার ভক্ত আমাকে এই রূপে স্মরণ করছে। চেক করো - জড় চিত্র আর চৈতন্য-চরিত্রের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই তো? চরিত্র থেকেই চিত্র তৈরি হয়েছে। সঙ্গমে প্র্যাকটিক্যাল চরিত্র দেখিয়েছেন, তবে চিত্র হয়েছেন। আচ্ছা।

বরদান:- সর্বশক্তির সম্পন্নতার দ্বারা বিশ্বের বিঘ্নকে সমাপ্ত করে বিঘ্ন-বিনাশক ভব যারা সর্বশক্তিতে সম্পন্ন তারাই বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারে। বিঘ্ন-বিনাশকের সামনে কোনও বিঘ্ন আসতে পারে না। কিন্তু যদি কোনো শক্তি কম থাকে তাহলে বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারে না। সেইজন্য চেক করো যে, সর্বশক্তির স্টক পরিপূর্ণ আছে? এই স্মৃতি বা নেশায় থাকো যে, সর্বশক্তি আমার উত্তরাধিকার, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, সুতরাং কোনো বিঘ্ন থাকতে পারে না।

স্লোগান:- যে সদা শুভ সঙ্কল্পের রচনা করে সে-ই ডবল লাইট থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা বাবাকে দেখো, বাবাকেই স্মরণ করো, এই শরীরকে দেখেও দেখো না"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, এই পুরোনো দুনিয়ায় থেকেও তোমরা কোন্ ডায়রেকশন পেয়েছো ?

*উত্তর:- মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো পুরোনো দুনিয়া, যেখানে তোমরা থাকো তা কবরখানায় পরিণত হবে, এ হলো রাবণ-রাজ্য, এতে মন(হৃদয়) লাগিও না। এখানে থেকেও বুদ্ধির আসক্তি নতুন দুনিয়ার প্রতি যাওয়া উচিত। গৃহস্থী জীবনে অবশ্যই থাকো কিন্তু কমলফুলের মতন হয়ে থাকো, সকলের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কও পালন করো। বুদ্ধিযোগ যেন একমাত্র বাবার সাথেই যুক্ত থাকে। জ্ঞানযোগে পাকাপোক্ত হও। কোনো অবস্থাতেই খুশীর পারদ যেন কম না হয়ে যায়। ধৈর্য রেখে কর্মবন্ধনকে মিটিয়ে ফেলতে থাকো।

*গীত:- ধৈর্য ধরো রে মন.....

ওম শান্তি । মানুষ, মানুষকে ধৈর্য ধরতে তখন বলে যখন সে দুঃখ, অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখানে তোমরা মানুষ মতানুসারে চলো না। তোমরা ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলছো। সেও আবার সকলে চলে না। ঈশ্বর যাঁকে সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সঙ্গুরু বলা হয়ে থাকে -- ওঁনার মং-ই তো প্রসিদ্ধ। ভগবানই শ্রীমং দিয়েছিলেন। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার অথবা দৈব-দুনিয়ার মালিক হওয়ার। এত উঁচু মং আর কেউ দিতে পারে না কারণ মানুষমাত্রই সকলেই হলো পতিত, ব্রষ্টাচারী। তাহলে তারা মং-ও তেমনই দেবে। বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে আমাদের শিববাবাই মং প্রদান করছেন। এ হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ(সর্বোচ্চ) বাবার সর্বোচ্চ মং। ওঁনাকে তো কেউ ব্রষ্টাচারী, পতিত বলবে না। পতিতরাই সেই নিরাকার বাবাকে আবাহন করে থাকে -- সাকারের তো কথাই নেই সেইজন্য বলা হয়ে থাকে যে মানুষের মং শুনো না। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল.....(থারাপ শুনোনা, থারাপ দেখো না...) যদিও এই চোখই মানুষকে দেখে থাকে কিন্তু তোমরা তৃতীয় নেত্র পেয়েছো যার দ্বারা তাদের দেখতে হবে। আর সেই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় কেউ নেই যাদের তৃতীয় নেত্র আছে, যার দ্বারা তারা বাবাকে দেখতে পারে। তোমরা বোঝ যে বাবাকে দেখতে যাব, বুদ্ধিতে রয়েছে যে ইনি তো আত্মা, তাই না! তোমরা আত্মাকে দেখো। জীবাত্মা বলা উচিত। কেবল বোন বললে আত্মাকে ভুলে যায়। এখানে বোঝানো হয় যে তোমরা এই শরীরকে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। দিব্যচক্ষু দিয়ে ওঁনাকে দেখো। তোমাদের আত্মা এখন প্রকাশ (আলো) পেয়েছে যে -- আমাদের বাবা কে! কোথায় থাকেন ! ওঁনার থেকে আমরা কি পেয়ে থাকি! তোমাদের মতন দুনিয়ায় কেউ নেই, যারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ বাচ্চা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাবার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করবে। বাবার উত্তরাধিকার তো প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো সূর্যবংশীয় রাজা-রানী হওয়া। যদিও ব্যারিস্টারি পাশ করে কিন্তু তাতেও নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। কেউ অনেক উপার্জন করে, কেউ আবার মুশকিলেই পেট ভরায়। এখন তোমরা জেনেছো যে আমরা ঈশ্বরের থেকে রাজস্ব প্রাপ্ত করছি। কোনো মানুষকে, কেউ কখনও বলতে পারে না যে ইনি হলেন সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সঙ্গুরু আর সকলেই হলো গুরু। সত্য বলা সঙ্গুরু হলেন একমাত্র একজন-ই। বাকি সকলেই হলো মিথ্যা প্রচারকারী। তারা কেউ প্রকৃত সঙ্গতি দিতে পারে না। সঙ্গুরুর মাহাত্ম্য আমি-তুমি কেউই জানতাম না। কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না যে তিনি কিভাবে সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সঙ্গুরু হলেন। তারা তো সর্বব্যাপী বলেই করা সমাপ্ত করে দেয়। তারা পরমাত্মাকে আলাদা মনেই করে না যে উনি হলেন বাবা, আমরা হলাম সন্তান। তারা বলে দেয় যে সকলেই বাবা। এর থেকেও নিম্নে পাথর-মাটির টুকরোতেও পরমাত্মাকে ঠেলে দিয়েছে। বাবা বোঝান - এ'রকম নয়। বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিশ্চয় হয়েছে যে অবশ্যই অদ্বিতীয় বাবা-ই হলেন সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সঙ্গুরু। ওঁনাকে কেউ জানে না। যদি জানো তবে সেখানে যেতেও পারবে। কাউকে জানতে হলে তখন তার নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই জানতে পারা যায়। নাহলে জেনে লাভ কি! সকল মানুষই দুঃখী তাই শান্তি চায়। তাদের এ'কথা জানাই নেই যে আমরা আসলে শান্তিধামের বাসিন্দা। ওখান থেকেই আমরা আসি। আত্মারূপী আমাদের স্বধর্মই হলো শান্তি। বাবা গুরুদের উদ্দেশ্যে বুঝিয়ে থাকেন যে তারা কাউকে সঙ্গতি দিতে পারে না। তারা ভয় দেখায় যে গুরুর নিন্দাকারী ঠাই পাবে না। বাস্তবে এসমস্ত কথা অসীমের বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে যে যদি তোমরা আমার গ্লানি করাও তবে সত্যযুগে উচ্ছে ঠাই পাবে না। সন্ন্যাসীরা তো এসকল কথা বলতে পারে না যে তোমরা আমার গ্লানি করলে ঠাই পাবে না। কোন্ ঠাই? ঠাই-এর কথা তো জানাই নেই। সাধনা করতে থাকে কিন্তু সাধনা করে তো সঙ্গতি পেতে পারে না। একমাত্র বাবা-ই এসে ধৈর্য প্রদান করেন। তোমরা জানো যে বরাবর ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছি, আমরা অত্যন্ত দুঃখী হয়ে গেছি।

যতক্ষণ পর্যন্ত সুখধামের সাক্ষাৎকার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখধামকে বুঝবে কিভাবে! এখন তোমরা জানো যে এ হলো দুঃখধাম -- এখানে অল্পসময়ের জন্য সুখ রয়েছে। এই অল্পসময়ের রাজত্ব কত খুশী থাকে। মনে করে যে গান্ধীজী রাম-রাজ্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু না, এখানে তো আরোই উগ্র রাবণ-রাজ্য হয়ে গেছে। সকলেই বলে, পতিত ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। পূর্বে কেবল পতিত ছিল, এখন তো ব্রষ্টাচারীও বলা হয়ে থাকে। এ হলো কলিযুগের শেষ। কত ঘুষ চলে। বাবা এসে সমগ্র দুনিয়ার মানুষমাত্রকেই বলেন এখন ধৈর্য ধরো। কিন্তু শোনে না। ভবিষ্যতে সকলেই জানতে পারবে। প্রদর্শনীতেও এ'টাই দেখানো হয় যে কিভাবে দুঃখের দুনিয়া সরিয়ে সুখের দুনিয়া গড়ে তুলছে। অল্পে সকলেই শুনবে, তাই না! একদিকে মায়া সকলের গলা টিপে ধরতে থাকে। অন্যদিকে বাবা নিজের পরিচয় দিতে থাকেন। এখন অসংখ্য মানুষের কাছে আওয়াজ পৌঁছে দিতে হবে। যত-যত মহিমা বেরোবে ততই সংবাদপত্রেও অধিকমাত্রায় পড়বে, তখন অনেকেই আসবে। এ'টা পরিশ্রমের। ধর্ম বা মঠ ইত্যাদি স্থাপন করা অনেক সহজ। বৌদ্ধ ধর্মে একটি ভাষণেই ৬০-৭০ হাজার বৌদ্ধ বানিয়ে নেয়। এখানে তো পরিশ্রম আছে। মায়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মুখোমুখি হয়। ওখানে তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধের কোনো কথাই নেই। এখানে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। মুখ্য কথাই হলো পবিত্রতার। আর কোনো জায়গায় পবিত্রতার কথা নেই। ওদের তো ঘরের প্রতিই বৈরাগ্য আসে অথবা কিছু চুরি, পাপ ইত্যাদি করে তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নেয় সেইজন্য চোরদের ধরার জন্যও সন্ন্যাসী, সি.আই.ডি ইত্যাদি রাখতে হয়। দালাল-রূপে, ব্যবসায়ীদের রূপেও সি.আই.ডির থাকে। পুলিশের গুপ্তভাবে অনেক কাজ চলতে থাকে। বন্ধুত্বের বাহানায় সোনার ব্যবসায়ীদের সাথে মিলেমিশে যায়, তারপর সবকিছু জানা হয়ে যায়। কারবারী কারবারও করে আবার সি.আই.ডি.-র কাজও করে। দুনিয়া অত্যন্ত সংকটে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তোমরা অতি ভাগ্যশালী যে এ'সকল সংকট থেকে দূরে সরে এসেছো। দুনিয়ায় তো সংকটের উপর সংকট রয়েছে। তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক প্রাপ্তি। ওরা তো দুঃখী হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তোমরা বসে রয়েছে শরীর পরিত্যাগ করার জন্য। কোথায় পুরোনো শরীর শেষ হয়ে যাবে আর আমরা তখন বাবার কাছে চলে যাব। হৃদয় বাবার সাথে আর নতুন দুনিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে তাহলে পুরোনো দুনিয়া কোন্ কাজে লাগবে! এ হলো পুরোনো বস্ত্র। এর থেকে বৈরাগ্য চলে আসে। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আসে - ঘর-পরিবার থেকে। স্ত্রী-কে নাগিনী মনে করে। তোমাদের এ হলো সত্যিকারের বৈরাগ্য। গাওয়াও হয় - জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। জ্ঞান পাওয়া যায় যে পুরোনো দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও। একে কবরখানায় পরিণত হতে হবে। ও'টা হলো পার্থিব জগতের সন্ন্যাস, ওদের এ'টা জানা নেই যে এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারা বলে যে আমরা ঘরেই একত্রিত হয়ে থাকতে পারি না সেইজন্য তাদের ঘরের প্রতি বৈরাগ্য আসে আর তারা জঙ্গলে চলে যায়। এ হলো তোমাদের অসীমের বৈরাগ্য। কিন্তু তা কেউই জানেনা। তোমরা বলবে, আমরা তো সমগ্র পুরোনো দুনিয়ার থেকে, কবরখানা থেকেই বৈরাগ্য। এ হলো রাবণ-রাজ্য। এ'রকম মূর্খ কে আছে যে পুরোনো দুনিয়াতেই মন(হৃদয়) বসিয়ে রাখবে। এখনও পর্যন্ত সবকিছু তৈরী হয়ে যাওয়া উচিত। সত্যযুগ আসার সময় যখন আসবে তখন লড়াই হবে। কেউ লেখে যে যদিও ঘরে বসে রয়েছি কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি যে কি করবো। মমত্ব যদি না থাকে তাহলে লালন-পালন কিভাবে হবে। বাবা বলেন - বৎস, থাকতে তো এখানেই হবে। কিন্তু বুদ্ধির আসক্তি এখন নতুন দুনিয়ার দিকে চলে যাওয়া উচিত। প্রকৃত ভালবাসা তার সাথেই থাকা উচিত। এই পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসবে। দেহের থেকেও বৈরাগ্য। তাহল বাকি আর কি রইলো। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে - বাবা আপনি বলেন দুইদিকের সম্পর্কই বজায় রাখতে হবে। তা তো রাখতেই হবে। যদি সম্পর্ক না রাখা তবে তো সন্ন্যাসীদের মতন হয়ে যাবে। গৃহস্থী জীবনে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকো। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো তবেই বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে লেগে যাবে। আমি হলাম আত্মা, বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলেন, গৃহস্থী জীবনে থেকেও পদ্মফুল-সম হয়ে ওঠো। জ্ঞান আর যোগ না বসলে তখন ঝুলে থাকবে। প্রত্যেকের জন্ম পত্রিকা আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকে যুক্তিও আলাদা-আলাদারকমের পেয়ে থাকে। কোনো অসুবিধা হলে জিজ্ঞাসা করো। যেকোনো অবস্থাতেই খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী থাকা উচিত। আমরা ঘরে যাব পুনরায় আসবো নতুন রাজধানীতে। এছাড়া সময় তো অতি অল্প রয়েছে। (নিজের) ভূমিকা পালন করতে হবে। মমত্ব(মোহ) দূর করে দিতে হবে। প্রত্যেকের কর্মবন্ধন আলাদা-আলাদা। কারোর হাঙ্কা(কম), কারোর ভারী (বেশী)। বাবার থেকে যুক্তি নিয়ে ধৈর্য সহকারে কর্মবন্ধনকে মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে, এরজন্য গুপ্ত পরিশ্রম চাই (করতে হবে)। বুদ্ধিকে যাত্রায় নিয়ে যাওয়ায় পরিশ্রম আছে। প্রতিমুহূর্তে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এখন পরিপক্ব হয়ে যাও তবেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এখন অনেক প্রকারের বিকল্পের (বিকারী সংকল্প) ঝড় এসে পড়ে। ঘুমই সম্পূর্ণ গুম হয়ে যায়। বিকল্পকেই ঝড় বলা হয়ে থাকে, অন্য কোনো সংসঙ্গে এ'রকম কোনো কথাই নেই। ওখানে হলো শোনার আনন্দ(কানরস), লাভ কিছুই নেই। এখানে রয়েছে এই পড়াশোনা, আমদানির জন্য। পড়াকে কানরস বলা যায় না। সেইজন্য বাবা বোঝান, এ হলো অস্তিম জন্ম, পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেন শ্রীমতে চলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো না! যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে হুশিয়ার হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম তো করতেই হবে তারপর এই ঈশ্বরীয় সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে। সমগ্র দুনিয়াকে মুক্ত (স্যালভেজ) করতে হবে। তোমরা হলে

স্যালভেশন আর্মি(মুক্তিযোদ্ধা)। নরক থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাও। ওই মুক্তিযোদ্ধারা জানতে এটা জানে না যে বিশ্ব-জাহাজ ডুবে রয়েছে। সকলেই রাবণের শিকলে বাঁধা পড়ে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এখন মুক্ত করতে হবে, এতে তো বাবার সহায়তা চাই। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় মুক্তিযোদ্ধা। মানুষমাত্রকেই রাবণের মুষ্টি থেকে মুক্ত করতে হবে। এত নেশা থাকা উচিত। ওই শরীর-সম্বন্ধীয়(লৌকিক) স্যোশাল ওয়ার্কার তো অগণিত রয়েছে। তোমরা কত অল্প রয়েছে। এখানে তো মানুষও অগণিত, সত্যযুগে মানুষ অতি স্বল্পসংখ্যক থাকে। তোমরা অতি অল্পসংখ্যক বাচ্চারাই আধ্যাত্মিক বাবার কাছে থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকো। এই অস্তিম জন্ম যা কড়ি-তুল্য, তাকে হীরেতুল্য হতে হবে। অদ্বিতীয় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ। বাবা-ই এক ধর্মের স্থাপনা করেন এবং করান। চারা লাগাতে বা স্থাপন করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত কাউকে বাবার সমান করে গড়তে না পেরেছো ততক্ষণ পর্যন্ত খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হতে পারবে না। খুশীর পারদ তখনই উর্ধ্বমুখী হবে যখন দান করবে। যার কাছে ধন রয়েছে কিন্তু তা দান করে না, তাকে অপয়া বলা হয়। এখানে এরকম নেই। যার কাছে রয়েছে সে তো দিতে থাকবে। তা নাহলে মনে করবে যে এনার কাছে ধনই নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ঈশ্বরীয় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বিশ্বের ডুবে যাওয়া তরীকে পার করে দিতে হবে। মানুষকে কড়ি-তুল্য থেকে হীরের মতন করে দিতে হবে। জ্ঞান-ধন দানের ক্ষেত্রে কৃপণতা করবে না।

২) নিজের মনকে (হৃদয়) বাবা এবং নতুন দুনিয়ায় বসাতে হবে। এই পুরোনো দেহের (মোহ) থেকে অসীমের বৈরাগী হতে হবে।

বরদান:- দিব্য বুদ্ধির দ্বারা সদা দিব্যতা গ্রহণকারী সফলতা-মূর্তি ভব জন্ম থেকেই প্রত্যেক বাচ্চাদের বাপদাদার দ্বারা দিব্য বুদ্ধির বরদান প্রাপ্ত হয়। যে এই দিব্যবুদ্ধির বরদানকে যত কার্যে নিয়োগ করে সে তত সফলতা-মূর্তি হয়ে যায়। কারণ প্রতিটি কার্যে দিব্যতাই হলো সফলতার আধার (ভিত)। দিব্য-বুদ্ধি প্রাপ্তকারী আত্মারা দিব্যতাহীনকেও দিব্য করে দেয়। তারা প্রতিটি কথায় (বিষয়ে) দিব্যতাকেই গ্রহণ করে। অদিব্য (দিব্যতাহীন) কার্যের প্রভাব দিব্য-বুদ্ধিধারীদের উপর পড়তে পারে না।

স্লোগান:- নিজেকে অতিথি মনে করতে থাকো তবেই স্থিতি অব্যক্ত বা মহান হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এমনই একজন পিতাকে পেয়েছ যিনি পিতা, টিচার এবং সঙ্গুরু, সেইজন্যই ঘুরে না বেরিয়ে প্রকৃত উপার্জন করতে লেগে পড়ো"

*প্রশ্নঃ - নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করার জন্য কে যোগ্য হয়ে ওঠে ?

*উত্তরঃ - সর্বশক্তিমান পিতার কাছ থেকে এখন যে সর্বশক্তি প্রাপ্ত করে থাকে। বাচ্চারা তোমরা হলে রুহানী উত্তরাধিকারী। তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ। বাবা তোমাদের শ্রীমত দেন যে যোগবল দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত কর।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের প্রতি পদক্ষেপে উপার্জন সঞ্চয় হয়ে থাকে ?

*উত্তরঃ - যারা প্রতিটি কর্ম শ্রীমৎ অনুসারে করে থাকে তাদের প্রতি পদক্ষেপে শুধুই উপার্জন সঞ্চয় হয়ে থাকে। স্মরণে থাকলেও উপার্জন, সার্ভিস করলেও উপার্জন, যন্তু সেবা করলেও উপার্জন সঞ্চয় হয়ে থাকে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে একজন হচ্ছে লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা। যখন কোনো দুঃখ আসে তখন পারলৌকিক পিতা-মাতাকে স্মরণ করা হয়। কেউ শুধুমাত্র পরমাত্মাকে স্মরণ করে, কেউ বলে তুমিই মাতা-পিতা....কেউ মাতাকে স্মরণ করুক বা না করুক, কিন্তু যখন গড়ফাদার বলে থাকে মাতা অবশ্যই আছে। মাতা ছাড়া বাচ্চারা তো জন্ম নিতে পারবে না। সুতরাং পারলৌকিক মাতা-পিতা আছেন,যাঁদের স্মরণ করা হয়। নিশ্চয়ই তাঁরা কিছু সুখ দিয়ে গেছেন। স্মরণে আসে যে ভারত সুখধাম ছিল, স্বর্গ ছিল। লৌকিক মা-বাবার কাছ থেকে দুঃখ পেয়ে তবেই তো পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে কেননা তাঁর কাছ থেকে অতীব সুখ পাওয়া যায়। নরকে আছে তবেই তো স্মরণ করে যে আবারও স্বর্গে গিয়ে অতীব সুখ পাব। গুরুরা তো বলে থাকে....জপ-তপ-ভক্তি ইত্যাদি কর। বাবা কখনও এমন মত দেন না। লৌকিক বাবা তো বলে পড়াশোনা করার জন্য টিচারের কাছে যাও,তারপর বাণপ্রস্থ অবস্থায় বলবে গুরুর কাছে যাও। এই বাবা তোমাদের এমন কথা বলেন না। দেখ,লৌকিক আর পারলৌকিকের মধ্যে কত পার্থক্য। ওরা কত দৌড় করায়, এই বাবা বলেন আমি তোমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু সুতরাং তোমাদের কেন বিভ্রান্ত করব ? এই তিনজনই স্বয়ং বাবা, সেইজন্যই ওঁনাকে সবাই স্মরণ করে। মানুষ ভক্তি মার্গে কত ধাক্কা খায়। জ্ঞান মার্গে ধাক্কা খাওয়ার প্রশ্নই নেই। এই ভক্তি আর জ্ঞান, দুঃখ আর সুখের খেলা তৈরি হয়েই আছে,যা বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। হদের (সীমিত) টিচার হদের পড়াশোনা করিয়ে থাকে। আমি অসীমের টিচার তোমাদের বেহদের (সীমাহীন) পড়াশোনা করিয়ে থাকি। তোমরা জানো এটা হচ্ছে মৃত্যুলোক। ওরা যে পড়াশোনা করিয়ে থাকে, সেটা পুরানো দুনিয়ার জন্য, আর আমরা পড়াশোনা করছি নতুন দুনিয়ার জন্য। দিন-দিন এই দুনিয়া পুরানো হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে কখনও সুখ পাওয়া যায় না। সুখ আর দুঃখের এই খেলা কিভাবে তৈরি হয়েছে বাবাই এসে বোঝান। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন, তিনি বলেন যে বাচ্চারা তোমরা কত সুখে ছিলে তারপর যখন থেকে রাবণের প্রবেশ ঘটে তখন থেকেই ধীরে-ধীরে দুঃখ শুরু হয়। তারপর কল্পের সঙ্গমে এসে তোমাদের আবারও সুখধামে নিয়ে যাই। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, তোমরা বুঝেছ যে এইসব বিষয় যথার্থ, যা বাবা ছাড়া কেউ বলতে পারেন না। বাবাই এসে তোমাদের সুখ প্রদান করে থাকেন। তোমরা জানো আত্মা অবিনাশী। এই শরীরকে তো বদলাতে হয়। পরমাত্মা হলেন পরম আত্মা, ওঁনার নাম শিব, সমস্ত মানুষ মাত্রেরই রচয়িতা তিনি। এখানে যা কিছু সব হল হদের (সীমিত) ক্রিয়েটর। বাবা হলেন অসীমের ক্রিয়েটর।

সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত তোমরা সীমিত জগতের পিতাকে পেয়েছ। সত্যযুগ হল তোমাদের প্রালঙ্কের যুগ। ওখানে তোমরা একজন পিতা আর এক সন্তান পেয়ে থাকো। কলিযুগে এক পিতার ৮-১০ জন সন্তান হয়ে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেখ কত অসংখ্য সন্তান, কিন্তু তারা সবাই মুখ বংশাবলী। যারা বি.কে হয়, এরাই সত্যযুগে দেবতা হবে। লৌকিক পিতা, টিচার, গুরু সবাই জাগতিক জগতের কথা শুনিয়ে থাকে, কিন্তু পারলৌকিক পিতা অসীমের কথা শুনিয়ে থাকেন। বাবা বাচ্চাদের নতুন বিষয় তুলে ধরেন। ঘরে থেকেই তোমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত করে থাকো। এটা হল ভগবানের পাঠশালা, শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠশালা অথবা জ্ঞান সঙ্গীত যা তোমরা শুনছ। জ্ঞানের সাগর বাবা এসে তোমাদের জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী করে তোলেন। মাম্মাকে বলা হয় জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। মানবিকতা আলোকিত হতে শুরু করে। প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তারপর জগৎ-অম্বা। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ রচনা করেন তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই ধারাবাহিকতা

চলে। জগত-অম্বার পদ অতি উচ্চ। কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা। অসংখ্য দেবী-দেবতাদের চিত্র তৈরি করেছে। বাস্তবে ৮-১০ ভূজাধারী কোনো মানুষ হয় না। বিষ্ণুর ৪ ভূজা দেখানো হয়েছে, কিন্তু ৪ টি পা দেখানো হয়না। এ'সবই হলো পুতুল খেলা। কলকাতায় অনেক দেবী মূর্তি তৈরি করে, এতে যথেষ্ট খরচ হয়। তারপর খাইয়ে-দাইয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, এ'সবই হলো ভক্তি মার্গ। তোমরা জানো আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম তারপর অসুর হয়ে গেছি এরপর বাবা এসে পুনরায় দেবী-দেবতা করে তোলেন। এখন দুনিয়া ব্রষ্টাচারে ভরে গেছে, গভর্নমেন্টও বলে থাকে, কিন্তু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা কর তোমরা পতিত হয়ে গেছ ? কিছুতেই মানবে না। তোমরা পতিত-পাবনকে আহ্বানও কর। বলাও হয়ে থাকে যেমন রাজা-রাণী তেমনই প্রজা। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। ভারতের মতো পবিত্র খন্ড কোথাও হয়না সেইজন্যই একে বলা হয় সত্যখন্ড, তারপর এটাই মিথ্যা খন্ডে পরিণত হয়। ভারতকে পবিত্র করে তোলার জন্য বাবা ভারতেই আসেন। ভারতেই শিবের অবতরণ হয়। কত বড় সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেছে। ভারতবাসীরাই তৈরি করেছিল বাবা যাদের এতো বিত্তবান করেছেন। বাবা এখানে পতিত দুনিয়াতে পতিত শরীরে আসেন সবাইকে পবিত্র করে তুলতে। কিন্তু কিছু বাচ্চারা চিনতেই পারে না সাধারণ হওয়ার কারণে। ভক্তি মার্গে তোমাদের কাছে অনেক অর্থ থাকে যা দিয়ে তোমরা হীরে জহরতের মন্দির তৈরি কর। সত্যযুগে তোমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ থাকে। অর্থের কোনো হিসেব থাকে না, প্রচুর ধন-সম্পদ থাকে। সুতরাং বাবা যাদের এতো বিত্তবান করে তোলেন তারাই কত বড় স্মৃতি স্মারক গড়ে তোলে। যারা প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল, তারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে এবং তারাই প্রথম নিচে নামে এবং ভক্ত হয়। সুতরাং তাদের কর্তব্য হল যিনি তাদের এমন বানিয়েছিলেন, তাঁর উপাসনা করা। সোমনাথ মন্দির কি চমৎকার ছিল - যে লুট করেছে সে তো মরে গেছে। অবশিষ্ট চিহ্ন রয়ে গেছে। তোমরা এখন জেনেছ আমরা যারা পূজ্য হয়ে উঠছি, এরপর আবার পূজারি হব এবং মন্দির নির্মাণ করতে শুরু করব। শুধু একটাই মন্দির তো হবে না। রাজারা নিজের মহলেও মন্দির তৈরি করে থাকে, ঠিক যেমন ঘরে গুরুদুয়ার তৈরি করে। প্রথম যে গুরুদুয়ার তৈরি করবে সেটাই আবারও ভক্তি মার্গে শুরু হয়ে যাবে। প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি করে তারপর ব্যভিচারী ভক্তি শুরু হয়ে যায়। এখন তো মানুষ নিজের পূজাও করিয়ে থাকে, যাকে বলে ভূত পূজা। দুনিয়াতে প্রচুর ভূত পূজা হয়ে থাকে আর চিত্র বানাতে শুরু করে। ভক্তি মার্গ না ! এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। বাবা সঙ্গমে এসে একবারই জ্ঞান প্রদান করেন। শাস্ত্রে অনেক অবতারের কথা লেখা হয়েছে। অবতার একজনই হন। অবতরণ তো আত্মারাও করে থাকে কিন্তু মানুষকে অবতার বলা যায় না। অবতার একজনই নিরাকার বাবা যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্মরণ করে। ফাদার তো একজনই হবেন তাইনা, যিনি পরমধাম নিবাসী। সেইসঙ্গে মাদারকেও প্রয়োজন। মাদারও কি পরমধামে থাকেন ? না। মাদার ফাদারের প্রশ্ন এখানেই হয়ে থাকে। ফাদারকে এখানে ক্রিয়েট করতে হবে, সেইজন্যই অসীমের পিতাকে স্মরণ করে। আহ্বান করে বলে বাবা এসে স্বর্গ রচনা কর, যাঁকে হেভনলি গড ফাদার বলা হয়। এখন কত দুঃখ, লড়াই, মহামারী সেইজন্যই ডেকে বলে গডফাদার দয়া কর। হে পতিত-পাবন এসো। আমরা সবাই দুঃখী পতিত হয়ে গেছি। বাবা আবার এসে স্বর্গ, শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলো। তোমরা সবাই ব্রষ্টাচারী ছিলে, এখন শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছে। ব্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী বানানো - এক বাবারই কর্তব্য। ওয়ার্ল্ড গডফাদার জানেন যে সব বাচ্চারা এই সময় অনাথ হয়ে গেছে। তাদের সনাথ, শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে হবে। ১০-২০ জন মানুষকে তো আর শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলবেন না। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তখন ডিটি গভর্নমেন্ট ছিল। এখন রাবণ রাজ্য সুতরাং ৫ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে। ভগবানুবাচ, একমাত্র নিরাকারকেই ভগবান বলা হয়। গীতাকে খন্ডন করলে সব শাস্ত্রই খন্ডিত হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি যখন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম ভারত স্বর্গে পরিণত হয়েছিল। আমিই গীতা শুনিয়েছিলাম। কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভগবান বলা যায় না। আমরা আত্মাদের পিতা নিরাকার ভগবান। এরা কিভাবে বলে যে - গীতার ভগবান শ্রী কৃষ্ণ। বলে যে ব্যাসদেব লিখেছিল কিন্তু বাবা বলছেন নতুন বিশ্বের রচয়িতা জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন আমি। আমাকেই সব আত্মারা ডেকে বলে হে পতিত-পাবন পরমাত্মা এসো, এসে আমাদের পবিত্র করে তোলো। নিরাকার বাবাই ব্রহ্মা দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা, পতিত দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে থাকেন। তারপর যারা পবিত্র হয়, তারাই রাজস্ব পেয়ে থাকে। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা, জগত অম্বা নিমিত্ত হয়েছেন। তিনিও শিববাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে শক্তি গ্রহণ করছেন, রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য। ভারতেই রাবণ রাজ্য, আর ভারতেই রাবণকে জ্বালানো হয়। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন কলিযুগে ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এটাই খেলা। ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী আর শ্রেষ্ঠাচারী থেকে ব্রষ্টাচারী। এই চক্র কিভাবে ঘুরছে এটাই বোঝার বিষয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সবকিছু করেও ভারতকে স্বর্গ করে তুলছি বাবার শ্রীমত অনুসারে। তোমরা হলে রুহানী উত্তরাধিকারী, যোগবলের অধিকারী। সর্বশক্তিমান বাবার মতে চলে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ। বাবা শ্রীমত দেন যে তোমরা যোগবলের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো। যোগযুক্ত হয়ে থাকা - এটাও উপার্জন করা। বাকি সবাই চলছে মনুষ্য মতে আর তোমরা চল সর্বশক্তিমান বাবার মতে। বিশ্বকে জয় করতে আর কেউ পারবে না। ড্রামায় ওদের

ভূমিকাই নেই ওয়ার্ল্ডে রাজত্ব করার। কত গুরুত্বপূর্ণ অথচ কত সাধারণ কথা। যদিও প্রদর্শনী থেকে তারা তেমন কিছু বুঝতে না পারে তবুও কিছু প্রজা বেরিয়ে আসতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকেজানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) প্রতিটি কর্ম শ্রীমৎ অনুসারে করতে হবে। স্মরণে থেকে যন্ত সেবা করে নিজের উপার্জন জমা করতে হবে।

২) এদিক-ওদিক বিভ্রান্ত হয়ে ছোট ছোটে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। জ্ঞানকে ধারণ করে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী হতে হবে।

বরদান:- অমৃতবেলায় নিজের ললাটে বিজয় তিলক লাগানো স্বরাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব অধিকারী ভব প্রতিদিন নিজের ললাটে (কপালে) বিজয় তিলক অর্থাৎ স্মৃতির তিলক লাগাও। ভক্তির চিহ্ন হল তিলক আবার সৌভাগ্যের (সধবা) চিহ্নও তিলক, রাজ্য প্রাপ্ত করার চিহ্ন রাজতিলক। কখনও কেউ শুভ কাজে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য গেলে, যাওয়ার আগে তিলক দেওয়া হয়। তোমরা সবাই বাবার সাথে বিবাহিত, সেইজন্যই তোমাদের হল অবিনাশী তিলক। এখন স্বরাজ্যের তিলকধারী হলেই ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজ্যের তিলক প্রাপ্ত করবে।

স্নোগান:- জ্ঞান, গুণ, আর শক্তির দান করাই হলো মহাদান

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়েরি থেকে)

যখন কোনো দৈবী বৎস মনে করে যে আমি তন-মন-ধন সহ যন্তে স্বাহা অর্থাৎ সমর্পিত হয়ে গেছি সেই সময় সমর্পিত বৎসের কোনো কিছুই প্রতিই আর মোহ থাকে না। সবকিছুই যন্ত সেবায় চলে আসে। এর মধ্যেও তন আর মন তো কাছেই থাকে, কিন্তু সম্পদ কিছুটা আলাদা। সুতরাং তন আর মনকে যন্ত সেবার কাজে লাগানোই হল শুদ্ধ সেবা। যদি বলে থাকে তন মন ধন সবই যন্তের জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য, তবে তো নিজের জন্য কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না আর মনও মায়ার অশুদ্ধ চিন্তার দিকে ধাবিত হতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছে আর ঈশ্বর হলেন পবিত্র, শান্ত। সুতরাং মন রূপী ঘোড়াকে কোনো অশুদ্ধ সঙ্কল্পের দিকে দৌড় না করিয়ে নিজের বশে রাখে। যদি মায়ার হাতে রাখে তবে মায়ী বিভিন্ন উপায়ে খোঁচা দেবে। তারপর অনেক রকমের বিকল্প এসে মনকে আক্রমণ করবে। সুতরাং তাদের চেক করা উচিত এখনও কি কোনো কিছুই প্রতি আমার আকর্ষণ আছে? কেননা সবকিছুই যদি যন্তে সমর্পণ করা হয় তবে তো পবিত্র হয়েই গেল। তারপর আর যন্ত সেবা ছাড়া অন্য কোনো দিকেই মন কাজ করতে পারবে না। সেইজন্যই অতি গুপ্ত আর গভীর রহস্যকে বুঝে নিজের প্রতি অ্যাটেনশন রেখে চলতে হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে যজ্ঞ রক্ষক, এই যজ্ঞই তোমাদেরকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করবে"

*প্রশ্ন:- কোন দুটি বিষয়ের আধারে ২১ জন্মের জন্য সব দুঃখের থেকে তোমরা মুক্ত হতে পারো ?

*উত্তর:- ভালোবেসে যজ্ঞের সেবা করো আর বাবাকে স্মরণ করো, তবে ২১ জন্মে কখনোই দুঃখী হবে না। দুঃখের অশ্রুপাত করতে হবে না। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য বাবার শ্রীমৎ হল - বাচ্চারা, বাবাকে ছাড়া আর কোনো আত্মীয় পরিজন কাউকেই স্মরণ করবে না। বন্ধনমুক্ত হয়ে ভালোবাসার সাথে যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করো, তাহলে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হবে।

*গীত:- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনলো আর এর অর্থও বুঝতে পেরেছে যে, এটা হল আমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম, আমরা যাদেরকে মাঝা বাবা বলি তাঁদের মতানুসারে চললেই আমরা বিশ্বের মালিক হবো। কেননা তাঁরা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। এই নিশ্চয়ের কারণেই তোমরা এখানে বসে আছো আর বিশ্বের মালিকানার উত্তরাধিকার নিচ্ছে। এই যে পুরানো বিশ্ব এটা তো বিনাশ হতে চলেছে। এতে কোনোই সুখ নেই। সবাই বিষয় সাগরে গুঁতো খাচ্ছে। রাবণের শৃঙ্খলে বদ্ধ থেকে দুঃখী হয়ে সবাইকে মরতে হবে। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। বাচ্চারা জানে যে, আমরা যার হয়েছি তার থেকে আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করব। তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখান। যেমন ব্যারিস্টার বলবে আমি ব্যারিস্টার বানাতে। বাবা বলেন তোমাদেরকে দ্বি-মুকুটধারী বানাতে। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বা তার ডিনায়েস্টির (রাজত্বের) উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। তার জন্য তোমরা রাজযোগ শিখো। এইসব কথা ভুলো না। মায়া ভুলিয়ে দেবে, পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বিমুখ করিয়ে দেবে। তার কারবারই হল এটা। যখন থেকে তার রাজত্ব শুরু হয়েছে, তোমরা বিমুখ হতে থেকেছো। এখন তোমরা কোনো কাজের নও। তোমাদের চেহারা যদিও মানুষেরই মতো, কিন্তু স্বভাব একেবারে বাদরের মতো। এখন তোমাদের চেহারা মানুষের, স্বভাব দেবতাদের মতো বানাচ্ছি। সেইজন্য বাবা বলেন, শৈশবকে ভুলে যেও না, এতে কোনো প্রকারেরই কষ্ট নেই। নির্বন্ধন যারা তাদের বিষয়ে তো বলা হয় অহো সৌভাগ্য! সেই মাতা - পিতা তো ছেলেমেয়েদেরকে বিকারের দিকে এগিয়ে দেয় আর এই মাতা - পিতা স্বর্গে নিয়ে যান। জ্ঞান স্নান করাচ্ছেন। আরাম করে সবাই বসে রয়েছে। হ্যাঁ অবশ্যই শরীরের দ্বারা কাজকর্ম তো করতেই হবে। বেহদের বাবার কাছ থেকে বর্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে আর কারোর কথা স্মরণ করে কষ্ট পেতে হয় না। কিন্তু যদি বন্ধন থাকে তবে তাদের কথা মনে করলে কষ্ট হবে। কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়ল, কোনও বন্ধুর কথা মনে পড়ল, বায়োস্কোপ মনে পড়ল... তোমাদেরকে তো বাবা বলেন যে আর কাউকেই স্মরণ করবে না। যজ্ঞের সেবা করো আর বাবাকে স্মরণ করো তাহলে ২১ জন্ম তোমরা কখনোই দুঃখ পাবে না। দুঃখের অশ্রু বিসর্জন করতে হবে না। এই রকম অসীম জগতের মা - বাবাকে কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। যজ্ঞের সেবা করা উচিত। তোমরা হলে যজ্ঞ - রক্ষক। যজ্ঞের সকল প্রকারের সেবা করতে হবে। এই যজ্ঞ মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করে থাকে অর্থাৎ জীবনমুক্তি, স্বর্গের রাজত্ব দিয়ে থাকে। তাহলে এই রকম যজ্ঞের কতখানি রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত! কতখানি শান্তি থাকা উচিত! যে কেউ এলে তারা যেন ভাবতে পারে যে এখানে তো সুখ - শান্তি লেগেই আছে। এখানে কোনো রকমেরই আওয়াজ করা উচিত হবে না। রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি আমরা। এখন আমরা রাম রাজ্যে যাব। বন্ধনমুক্ত যারা তাদের জন্য তো অহো সৌভাগ্য। লক্ষপতি কোটিপতির থেকেও তারা হল মহান সৌভাগ্যশালী যে, তারা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। যাদের বন্ধন ছিল হয়েছে তাদের বিষয়ে বলা হবে অহো সৌভাগ্য! যারা বন্ধনমুক্ত হয়ে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবে তাদের ভাগ্যও প্রসন্ন হয়ে যাবে। বাইরে তো হল ভয়াবহ নরক, যেখানে দুঃখ ছাড়া সুখ বলে কিছু নেই। এখন বাবা বলেন অন্য সকল চিন্তা গুলিকে ছেড়ে, যজ্ঞের সার্ভিস ভালবাসার সাথে করো। ধারণা করো। সবার আগে নিজের জীবনকে হীরের মতন বানাতে হবে। শ্রীমতের আধারেই তা তৈরী হবে। এখানে তো সব বাচ্চারা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। নিজের স্বভাবকেও খুব ভালো রাখতে হবে, সত্বপ্রধান হতে হবে। নাহলে তো সত্বপ্রধান রাজত্ব উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। যজ্ঞের থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হবে তাকে স্বীকার করতে হবে। বাবা এ বিষয়ে অনুভাবী। তিনি যত বড়ই জহরী হোন না কেন, যখনই কোনো আশ্রমে যাবেন আশ্রমের নিয়ম মেনেই চলবেন। সেখানে এইভাবে কোনো কিছু চাওয়া যায় না যে আমাকে অমুক জিনিসটা দাও। অত্যন্ত রয়্যালটির সাথে যে আহার সকলের প্রাপ্ত হয় সেটাই খেতে হয়। এই ঈশ্বরীয় আশ্রমে অত্যন্ত শান্তির প্রয়োজন।

যে পিয়ার সাথে রয়েছে... সেও বাপদাদা দুজনেই বসে রয়েছেন। তাদের সম্মুখে বসে বাচ্চারা শোনে। এখন যদি সার্ভিসের উপযুক্ত না হও তবে কল্প কল্পান্তরের জন্য পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অন্ধদের লাঠি হয়ে, এই মহামন্ত্র সকলকে দিতে হবে। এটাই হল সঞ্জীবনী বুটি। কোনো কোনো বাচ্চাকে মায়া একেবারেই বেহশ করে দেয়। এই যুদ্ধের ময়দানে তো বলা হয় যে, বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করো। এটাই হল সঞ্জীবনী বুটি। হনুমান তো হলে তোমরাই। তোমরাই নম্বর অনুসারে মহাবীর হয়ে থাকো। অনেকেই আছে যারা বেহশ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাদেরকে হুশে আনলে তারাও তাদের জীবনকে কিছুটা হলেও গড়ে নিতে পারবে। দেহের প্রতিও মোহ রাখবে না। মোহ রাখা উচিত বাবা আর অবিনাশী জ্ঞান রত্নে। যত ধারণা হবে ততই অন্যদেরকেও করাবে। বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মা হল আমার প্রিয়। প্রদর্শনীর সার্ভিসের জন্য বাবা জ্ঞানী বাচ্চাদেরকেই খোঁজেন। বোঝানো তো খুব সহজ। বড় বড় মানুষজন শুনে খুব খুশী হন। তখন তারা ভাবেন জীবন এই সংস্কার দ্বারা তৈরী হতে পারে। কিন্তু সেও কোটির মধ্যে কেউ কেউ বোঝে। এ হল অসীম জগতের সন্ধ্যাস। যা কিছু এই পুরানো দুনিয়াতে দেখতে পাচ্ছ সবই শেষ হয়ে যাবে। এখন তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। ফিরে যেতে হবে নিজ ধামে। আবার আমরা সূর্যবংশী কূলে গিয়ে রাজত্ব করব। রাজত্ব করেছিলাম, তারপর মায়া ছিনিয়ে নেয়। কত সহজ সব কথা। মিষ্টি মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করতে হবে। হৃদয় যেন বাবার সাথেই যুক্ত থাকে। বাকি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। আদরের মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবা বলেন, মুখ থেকে কেবল যেন জ্ঞান রত্নই বের হয়, পাথর বের করবে না। কোনো প্রকারের সংসার সমাচারের কথা যেন না বের হয়। নাহলে মুখ তেঁতো হয়ে যাবে। একে অপরকে রত্ন দিতে থাকো। তোমাদের কাছে তো রত্নের ঝুলি রয়েছে। মানুষ তো বিনাশী ধন দান করে। ভারতকে মহাদানী বলা হয়ে থাকে। এই সময় বাবা বাচ্চাদেরকে দান করেন, বাচ্চারা বাবাকে দান করে। বাবা শরীর সহ সব কিছু হল আপনার। বাবা তখন বলেন, এই বিশ্বের বাদশাহী তোমাদের। এই পুরানো দুনিয়ার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, তাহলে আমরা বাবার সাথে সওদা করিনা কেন! বাবা এ'সব কিছু আপনার। ভবিষ্যতে আমাদেরকে রাজত্ব দেবেন। আমরা এটাই চাই, আর কোনো জিনিসের আমাদের দরকার নেই। এমন যেন কেউ না ভাবে যে আমরা তন - মন - ধন দিয়ে দিলে আমাদেরকে না খেয়ে মরতে হবে। না, এ হল শিব বাবার ভান্ডার, যার দ্বারা সকলের শরীরের নির্বাহ হয়ে থাকে আর হতেও থাকবে। দ্রৌপদীর মতো। এখন প্র্যাকটিক্যালি সেই পার্ট চলছে। শিব বাবার ভান্ডার সর্বদা ভরপুর রয়েছে। এও একটা পরীক্ষা ছিল। যারা ভয় পেয়ে গেল তারা চলে গেল। বাকি যারা সাথ দেওয়ার তারা চলে এল। না খেয়ে মরার কোনো ব্যাপারই নেই। এখন তো বাচ্চাদের জন্য মহল তৈরী হচ্ছে। ভালো যদি থাকতে হয় তবে পরিশ্রম করে উচ্চ পদ বানাতে হবে। এ হল কল্প কল্পের বাজি। এইবার পরীক্ষায় ফেল যদি হও তবে কল্প কল্পান্তর ধরে হতেই থাকবে। পাশও এই রকম হতে হবে যাতে মাশ্বা বাবার সিংহাসনে বসতে পারো। ২১ জন্ম ধরে পরের পর সিংহাসনে বসবে।

এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকেই স্মরণ করবে না। মুরলী লেখা হল খুব ভালো সার্ভিস, সবাই খুশী হবে, আশীর্বাদ করবে। বাবা এর হাতের লেখা খুব সুন্দর। নাহলে বলবে বাবা, হাতের লেখা ভালো নয়, লাইন বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে পাঠায়। আমাদের রত্ন চুরি হয়ে যায়। বাবা আমরা হলাম অধিকারী বাচ্চা - আপনার মুখ থেকে যে রত্ন নির্গত হয় সবই যেন আমাদের কাছে আসে। তারাই এ'কথা বলবে যারা অনন্য বাচ্চা হবে। মুরলীর সেবা খুব ভালো ভাবে করা উচিত। সব ভাষা শেখা উচিত। মারাঠী, গুজরাতি ইত্যাদি...। বাবা যেমন দয়াবান, বাচ্চাদেরকেও দয়াবান হতে হবে। পুরুষার্থ করে জীবন গড়ে তুলবার জন্য সহযোগী হতে হবে। বাকি সেই দুনিয়ার জীবন তো একেবারেই নীরস। একে অপরকে কাটতে থাকে। মানুষ কতো পতিত। এখন কেননা আমরা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলি। বাবা আমি আপনার, আপনি যে সার্ভিসে আমাকে নিয়োজিত করতে চান, করবেন। তখন বাবা রেম্পমিবল থাকবেন। অ্যাসাইলামে যারা আসবে বাবা তাদেরকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন। বাকি এই দুনিয়া কলুষিত হয়ে গেছে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে বিমুখ করে দিয়েছে। যদি সর্বব্যাপী হন, কাছেই বসে আছেন, তবে হে প্রভু বলে আহ্বান করার কী দরকার? তাদেরকে বোঝাতে গেলে চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়। আরে ভগবান স্বয়ং বলেন আমি তো কখনো বলিনি যে আমি সর্বব্যাপী। এ তো ভক্তিমার্গের লোকেরা লিখে দিয়েছে। আমি নিজেও তো পড়তাম। কিন্তু সেই সময় এটা বুঝতাম না যে এটা কোনো গ্লানি। ভক্তরা কিছুই জানতে পারে না, তাদেরকে যা কিছুই বলো সেটাকেই সত্য বলে মেনে নেয়। বাবা কতো ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন, কিন্তু তারপর বাইরে গিয়ে হাঙ্গামা করতে থাকে। তাহলে পরে সেখানে গিয়ে দাস দাসী চাকর বাকর হবে। বাবা বলে দিয়েছেন শেষে গিয়ে যখন সময় হবে তখন তোমরা জানতে পারবে। সাক্ষাৎকার করতে থাকবে আর বলতে থাকবে যে, অমুকে অমুকে এই এই হবে। সেই সময় তখন মাথা হেট হয়ে যাবে, তখন সেই খুশী থাকবে না, রাজত্ব যারা পাবে তাদের যে খুশী হবে। ভিতরে ভিতরে মনের মধ্যে যেন কাঁটার খোঁচা লাগতে থাকবে যে এটা কী হল! কিন্তু তখন টু লেট। খুব অনুশোচনা হবে তখন। তখন আর কিছুই হবে না। বাবা বলবেন - তোমাকে এত বোঝাতাম আর তুমি ও'সব করত। এখন নিজের হাল দেখো। কল্প কল্পান্তর তখন অনুতাপ হবে। সজনীদেরকে তো নম্বর ক্রমানুসারেই নিয়ে যাব তাই না! নম্বর ওয়ান থেকে

লাস্ট জন পর্যন্ত বুঝবে। পড়াশোনা করেনি বলেই লাস্টে বসে আছে। পরীক্ষার দিন গুলিতে বুঝতে পারা যায় যে, আমরা কত মার্কস নিয়ে পাশ করব। তোমরা বুঝতে পারবে যে আমরা কী পদ পাবো। সার্ভিস যদি না করো তবে ধূলো জুটবে। পড়াশোনা আর সার্ভিসের উপরে নজর দিতে হবে। তোমরা হলে মিষ্টির থেকেও মিষ্টি বাবার সন্তান, তাই তোমাদেরকে খুব মিষ্টি হতে হবে। শিব বাবা কতো মিষ্টি, কতো প্রিয়! আমাদেরকে আবারও এই রকম বানান। কতো বড় ইউনিভার্সিটি এটা! আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ সহ সব কিছুর থেকে মোহ বের করে দিয়ে, বাবা এবং অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের প্রতি মোহ রাখতে হবে। জ্ঞান-রত্ন দান করে যেতে হবে।

২) পড়াশোনা আর সার্ভিসের ওপরে সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে। বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে। জগৎ সংসারের খবরাখবর - না নিজে শুনবে, না অন্যকে শুনিয়ে মুখ তিক্ত করবে।

বরদানঃ:- জাগতিক পরিধির থেকে নির্মোহ থেকে পরমাত্ম ভালোবাসার অনুভাবকারী আত্মিকতার সৌরভে সম্পন্ন ভব

যেমন গোলাপ ফুল কাঁটার মাঝে থেকেও আলাদা আর সুগন্ধ যুক্ত হয়ে থাকে, কাঁটার কারণে খারাপ হয়ে যায় না, এইরকম যারা হল আত্মিক গোলাপ, তারা সকল জাগতিক পরিধির থেকে বা দেহের থেকে পৃথক থাকে। কোনো কিছুর প্রভাবে তারা আসে না। তারা আত্মিকতার সৌরভে সম্পন্ন থাকে। এইরকম সুরভি যুক্ত আত্মারা বাবার এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রিয় হয়ে ওঠে। পরমাত্ম ভালোবাসা হল অগাধ, অটল, এতো যে সকলে তা পেতে পারে। কিন্তু তাকে প্রাপ্ত করবার বিধি হল - অনাসক্ত (ন্যারা) হওয়া।

স্নোগানঃ:- অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করবার জন্য ব্যক্ত ভাব আর ভাবনার থেকে উপরে থাকো।

অমূল্য জ্ঞান-রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়েরি থেকে) -

এই জ্ঞান বল হল অনেক বড় এবং এই জ্ঞান আত্মার ভিতরে ভরা থাকে। বাইরে হয়ত হাত দিয়ে কাজ করছো, কিন্তু আন্তরিক শুদ্ধ বৃত্তির দ্বারাই পদের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। আন্তরিক বৃত্তিতেই সব কিছু স্বাধা করে দেওয়া উচিত। যদি আন্তরিক বৃত্তিতে সব কিছু স্বাধা না করে আর বাইরে যত কাজই করুক না কেন তাদের পদ প্রাপ্ত হয় না। স্বাধা করার সময় মনে যেন কখনো না আসে যে আমি সব কিছু স্বাধা করেছি। আমি করেছি - এই কর্তা ভাব যদি মনের মধ্যে রয়ে যায়, তবে তার থেকে আসন্ন সব প্রাপ্তি চলে যাবে। তখন তার থেকে কোনও ফল নির্গত হবে না, নিষ্ফল হয়ে যায়। সেইজন্য কর্তা ভাবের অভাব থাকা চাই। এই আন্তরিক বৃত্তি থাকা উচিত যে, বিশাল ফিল্ম অনুসারে সব কিছু হয়ে থাকে, আমি নিমিত্ত হয়ে পুরুষার্থ করছি। এই আন্তরিক মম্সার বৃত্তির দ্বারাই পদের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে ভক্তির চিত্তবিনোদক কথাগুলিকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক কথা সবাইকে শোনাতে হবে, রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে”

*প্রশ্নঃ - সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য মুখ্য কোন্ গুণ চাই ?

*উত্তরঃ - নিরহঙ্কারিতার গুণ। মহাবীরের জন্য দেখানো হয় যে যেখানেই সংসঙ্গ হতো সেখানে জুতো যেখানে রাখা হয় সেখানে গিয়ে বসে থাকতেন। কেননা তাঁর মধ্যে দেহ অভিমান ছিল না, কিন্তু এক্ষেত্রে বাহাদুরী চাই। তোমরা যেকোনো ড্রেস পড়ে সেই সংসঙ্গে গিয়ে শুনতে পারো। গুপ্ত বেশে গিয়ে তাদের সেবা করতে হবে।

*গীতঃ- ওম নমঃ শিবায়...

ওম শান্তি । এ হল ভগবানের উচ্চ থেকে উচ্চতম মহিমা। ঈশ্বর বলো, পরমপিতা পরমাত্মা বলো, কেবল ঈশ্বর বা ভগবান বললে পিতা মনে করা যায়না, এই জন্য পরমপিতা পরমাত্মা বলা উচিত। তিনি হলেন রচয়িতা এই মনুষ্য সৃষ্টির। এখন উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবা এসে কী বলেন? বলেন যে পতিত মানুষ আমাদের আহ্বান করে যে এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। পাবন মানে পবিত্র। পতিত-পাবন ভগবানকেই বলা যায়। বরাবর তিনি আসেন অবশ্যই। ভক্তিমার্গে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে তো তিনি অবশ্যই আসবেন। কিন্তু তিনি আসবেন তখন, যখন ভক্তদের ভক্তির ফল দেওয়ার সময় হবে। ফল দেওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকার প্রদান করা। তাঁর কাছে অনেক সহজ। এক সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি দিতে পারেন। বলেও যে জনকের সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। নাম তো একজনেরই গাওয়া হয়ে থাকে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি অর্থাৎ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষ বলে যে শান্তি সুখ আর লক্ষ্য আয়ু চাই। অল্প বয়সেই কেউ মারা গেলে তো বলে যে অকালে মৃত্যু এসে গেছে, সম্পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেনি। এখন বাবা যা কিছু করে গেছেন তারই গায়ন আছে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি তো অবশ্যই প্রথমে জীবনবন্ধ থাকবে। জীবনবন্ধ কলিযুগের অন্ত আর জীবন্মুক্ত সত্যযুগের আদিকে বলা যায়। বলে যে জনকের মতো ঘর গৃহস্থ থেকে জীবন্মুক্তিকে পেতে চাই।

বাবা বোঝাচ্ছেন, শব্দই হলো দুটি - রাজযোগ আর জ্ঞান। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ তো বিখ্যাত। প্রাচীন মানে প্রথম দিকে। কিন্তু কবে ? এটা মানুষ জানে না। কেননা কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান আর যোগ তো সবাই চায় যার দ্বারা ভারত স্বর্গ হয়। এখন তো ভারত অনেক দুঃখী হয়ে গেছে, প্রথমে সূর্যবংশী রাজ্য ছিল। এখন নেই পুনরায় তাকে স্মরণ করতে থাকে যে সেই রাজযোগ আর জ্ঞান কে দিয়েছিলেন! এটা জানে না। না হলে তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়াতে বাচ্চাদের কোনো পরিশ্রম হয় না। বাবার হয়ে গেলেই তো উত্তরাধিকারের যোগ্য হয়ে যাবে। তথাপি মাতা-পিতা শিক্ষকের শিক্ষা প্রাপ্ত হবেই। মুক্তিরও বর্সা চাই, এইজন্য গুরু করতে থাকে। কিন্তু জীবন্মুক্তি তো কখনো কেউ দিতে পারে না। যখন জীবনবন্ধের অন্ত হবে, জীবন মুক্তির আদি হবে তখনই পুনরায় জীবন্মুক্তি দাতা আসবেন। মানুষ কেবল শুনেছে যে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি অথবা সেকেন্ডে রাবণ রাজ্যের থেকে রামরাজ্য, পতিত পাবন। কিন্তু কিভাবে ; সেটা জানে না। বাবা তোমাদের আত্মাদের সাথে কথা বলেন। এটা হল আধ্যাত্মিক শিক্ষা যেটা সুপ্রিম আত্মা দিয়ে থাকেন। সেখানে (ভক্তি মার্গে) তো সকল মানুষই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে থাকে, বলে যে অমুক মহাত্মা এই জ্ঞান দিয়েছেন। এখানে হলো প্রাচীন রাজযোগ আর জ্ঞান যেটা পরমপিতা পরমাত্মা দিয়েছিলেন, ৫ হাজার বছর পূর্বে, যাঁর দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতা হয়েছিলে। এখন প্রায়ঃলুপ্ত হয়ে গেছে। যদি লুপ্ত না হতো, তবে শোনাবেন কীভাবে ? মানুষ যদি পতিত না হয় তো পতিত-পাবন বাবা আসবেন কীভাবে ? পতিত হতে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এরও সমস্ত বিস্তারে বাবা বুঝিয়ে থাকেন। বর্ণও বোঝাতে থাকেন। ব্রহ্মা চাই তো তার বাবাকেও চাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর এই তিনের বাবা হলেন শিব। এখন ব্রহ্মার দ্বারা বসে প্রাচীন জ্ঞান দিচ্ছেন যার দ্বারা বিষ্ণুপূরুর মালিক হবে আর ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ ধর্মের মানুষ থেকে তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা হচ্ছে তাই প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মা চাই। কৃষ্ণকে তো প্রজাপিতা বলতে পারে না। এখানে তো সব উল্টোপাল্টা কথা বানিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের এত রানী, সন্তান ইত্যাদি ছিল, এসব হলো ভুল তথ্য। বাস্তবে বাচ্চা হল ব্রহ্মার নাকি কৃষ্ণের। ব্রহ্মাই কৃষ্ণ হন। ব্যস্ এই এক জন্মের উত্থাল-পাতাল মানুষকে বিমর্ষ করে দিয়েছে। গীতার ভগবান কৃষ্ণকে বলে দিয়ে শিবকে লুপ্ত করে দিয়েছে। সবাই বলে ব্রহ্মার তিন মুখ ছিল, এ'সব কথায় কতইনা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। শিব, যিনি রচয়িতা তাকেই তো একদমই গুপ্ত করে দিয়েছে। রচয়িতাই এসে বলেন যে, আমি কীভাবে দেবী-দেবতা ধর্মের রচনা করে থাকি। এইরকম নয় পরমাত্মা সৃষ্টি কীভাবে রচনা করেন।

পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করেই এই কারণে যে, হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পতিতদেরকে পাবন বানাও। দুনিয়ার এটা জানা নেই যে এই সময় রাবণের রাজ্য চলছে। রাবণের বড়-বড় গল্প কথা বসে শোনায়। একে বলা যায় ভক্তির মনোরঞ্জনকর কথা আর এখানে হল আধ্যাত্মিক কথা। এই সময়ে সকল সীতারাত্মা অথবা ভক্তবৃন্দরা রাবণের জেলে আছে আর রাবণ রাজ্যে অনেক দুঃখী হয়ে আছে। এখন সবাইকে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করতে হবে। এখন বাবা এসেছেন, বলছেন বাচ্চারা, তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমাকেই আহ্বান করেছিল যে দুঃখ হতা সুখ কতা এসো। এটা হল আমারই নাম। কলিযুগে আছে অপার দুঃখ। সত্যযুগে আছে অপার সুখ। পুনরায় তোমাদেরকে সুখের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য, পুনরায় তোমাদেরকে রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। মানুষ তো বিনাশকে খুবই ভয় পায়। মনে করে যে এরা যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না করে তাহলে শান্তি হয়ে যাবে। তথাপি এত এত ধর্ম যেখানে সেখানে শান্তি কীভাবে হবে? বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই এত সব ধর্ম যা এখন আছে - সেসব প্রথমে ছিল না, যখন একটাই ধর্ম ছিল তখন বরাবর সুখ-শান্তির রাজ্য ছিল। এখন সবাই প্রার্থনা করে মনের শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে! আরে মন কি জিনিস - প্রথমে এটাকে তো বোঝো। আত্মার মধ্যেই মন-বুদ্ধি আছে। মানুষের মুখ কথা বলে। চোখ দেখে। সব মিলিয়ে বলে দেয় যে, মানুষ হল দুঃখী। কাউকে বোঝানো খুবই সহজ যে বাবাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। তারপর কল্পবৃক্ষ আর ড্রামাকেও বোঝাতে হবে, যার জন্য এই চিত্র তৈরি হয়েছে। কেবল মন্বনা ভব বলার জন্য তো চিত্রের দরকার হয়না। চিত্রের উপর বোঝাতে এক ঘন্টা লেগে যায়। প্রাচীন রাজযোগ ভগবান এসে শিখিয়েছিলেন আর রাজস্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। পুনরায় কোনো মানুষ কী কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে! বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তো ঠিক আছে। কিন্তু এটা বিস্তারিত ভাবে যতক্ষণ না কাউকে বোঝাবে, ততক্ষণ বুদ্ধিও খুলবে না। সৃষ্টি চক্রকে বুঝতে পারবে না। যখন কেউ ড্রামা দেখে আসে তো তার বুদ্ধিতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ঘুরতে থাকে, বলার সময় শুধু এটাই বলবে যে আমি ড্রামা দেখে এসেছি। তোমরাও বলো যে আমরা এই ড্রামাকে জানি। কিন্তু বিস্তারিত তো অনেক আছে। বাবার থেকে সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, পুনরায় বুদ্ধিতে চক্রও আছে। চুরাশির চক্র অবশ্যই প্রতিমূহুর্তে স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞান ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্ত হয়, যারা পুনরায় দেবতা তৈরি হয়। ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু, বিষ্ণু তথা ব্রহ্মা। তোমরা যে দেবী দেবতা ছিলে, পুনর্জন্ম নিতে নিতে পুনরায় এসে ব্রাহ্মণ হয়েছে। লৌকিকের বাবা তো কেবল উৎপত্তি আর পালন করেন। বিনাশ তো করতে পারেন না। বিনাশ অর্থাৎ সমগ্র পতিত দুনিয়াই থাকবে না। সমগ্র রাবণ রাজ্যেরই বিনাশ হতে হবে। না হলে রামরাজ্য কীভাবে হবে! সেখানে কখনও রাবণকে দহন না। ভক্তি মার্গের কোনও কথা জ্ঞান মার্গে হয় না। তোমরা সত্য যুগ ত্রেতাতে প্রালম্ব ভোগ করো। সেটা হলো জ্ঞানের প্রালম্ব, একে বলা যাবে ভক্তির প্রারম্ভ। অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ। প্রথমে ভক্তি অব্যভিচারী ছিল পুনরায় ব্যভিচারী হতে হতে একদমই দুঃখী হয়ে গেছে। সদ্গতি দাতা হলেন এক বাবা, এটা তো বোঝাতে হবে যে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। স্মরণ করেছে আর স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়েছে, পুনরায় নরকে কীভাবে আসবে, এই সব কথা বসে বোঝানো হয়। এখন তোমরা সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান জেনে গেছো। তো এই সময় তোমরা ত্রিকালদর্শী হচ্ছে। তাদেরকে তোমরা বলতে পারো যে দেবতারাত্মা ত্রিকালদর্শী ছিলেন না। তখন বলবে, তাহলে কারা ছিল? কেননা সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণদের তো কেউই জানেই না। দেখায় যে যেখানে সংসঙ্গ হত তো হনুমান গিয়ে জুতো রাখার জায়গায় বসে যেত। এখন এই কথা মহাবীরের জন্য কেন বলা হয়েছে? কেননা বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনও দেহ অভিমান তো নেই। মনে করো সংসঙ্গে এমন কোনো কথা বেরিয়ে এলো, তখন তোমরা বলতে পারো যে প্রাচীন সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি নিতে হলে অমুকের কাছে যাও। যিনি বোঝাবেন তাকে অনেক বাহাদুর আর নিরহংকারী হতে হবে। অল্প একটুও দেহ-অভিমান যেন না থাকে। কোথাও গিয়ে বসে যাও, সময় থাকলে তো বলতে হবে। শক্ত সমর্থ হলে তো ভাষণ ইত্যাদি করবে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কীভাবে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া তো কেউ দিতে পারে না। এই মহাবীরই বোঝাতে পারেন। শোনার জন্য মানা নেই। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাচ্চারা তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। বলো, রাজযোগ শিখতে হলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাও। পরবর্তী সময়ে তোমাদের নাম বিখ্যাত হয়ে যাবে। সংখ্যায় অনেক হয়ে যাবে। এখন তো খুবই অল্প সংখ্যায় আছে। ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নামও অনেক আছে। কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে গেছিল। কিন্তু ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তো কোনো কথাই নেই। টিচার কখনো পড়ানোর জন্য কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে যায় কি! সেবা করার জন্য তো অনেক বিচার সাগর মন্বন করতে হবে আর অনেক বাহাদুর হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

- ১) সকল ভক্ত রূপী সীতাদেরকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে হবে। সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা দেখাতে হবে।
- ২) বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। দেহ-অভিমান ছেড়ে মহাবীর হয়ে সেবা করতে হবে। বিচার-সাগর মন্থন করে সেবার নতুন নতুন যুক্তি বের করতে হবে।
- *বরদানঃ:-* নাথিং নিউ এর যুক্তির দ্বারা সকল পরিস্থিতিতে আনন্দের স্থিতির অনুভবকারী সদা অচল অনড় ভব ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্বদা আনন্দের স্থিতিতে যে থাকে। হৃদয়ে সর্বদা স্বতঃতই এই গীত যেন বাজতে থাকে বাঃ বাবা আর বাঃ আমার ভাগ্য! দুনিয়ার যেকোনো দোলাচলের পরিস্থিতিতে আশ্চর্য না হয়ে ফুলস্টপ। যা কিছুই হয়ে যাক কিন্তু তোমাদের জন্য নাথিং নিউ। কোনো নতুন কথা নয়, এতটাই ভেতর থেকে অচল স্থিতি থাকবে, কি, কেন এতে মন যেন বিষন্ন না হয়ে পড়ে, তখন বলা যাবে অচল অনড় আত্মা।
- *স্লোগানঃ:-* বৃত্তিতে শুভ ভাবনা থাকবে, শুভ কামনা থাকবে তবেই তো শুভ ভাইরেশন ছড়িয়ে পড়তে থাকবে।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদীদের পুরানো ডাইরি থেকে)

- ১) এখন তোমাদেরকে দৈবী গুণের ধারণা করতে হবে। ধৈর্যের দ্বারা গুণের ধারণাও নিশ্চয়ের সাথে হয় আর সাক্ষী ভাবের অবস্থাতেই খুশি রয়েছে। এই ধারণার দ্বারাই পরমাত্মা নিজেই হাজার কদম এগিয়ে প্রখ্যাত হন। বাবা বলেন, তোমরা সূক্ষ্ম ভাবে দুই কদম কাছে এসো তাহলে আমি স্থূল ভাবে অনেক কদম এগিয়ে সামনে আসব। জ্ঞান হলোই স্ব লক্ষ্যে স্থির থাকা। স্ব-তে স্থির থাকলে পরমাত্মা স্বয়ং এগিয়ে আসবেন। বাবার এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়ে দাও, যত দৈবী গুণের ধারণা করবে, ততই একে-অপরকে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত হবে। আজ দেওয়া, কাল মিলন করা। আজ সেবক হয়ে দেবে তো কাল মালিক হয়ে রাজত্ব করবে। এখন তো তোমরা হলে বিশ্ব সেবক, তাই না।
- ২) প্রত্যেকে নিজের স্ব-স্বরূপে স্থিতি হয়ে নিজের রথ অর্থাৎ শরীরকে চালাতে থাকো। যেরকম এই রথকে আমি বসাই, আমি থাওয়াই, আমি শুইয়ে দিই। আমি মুখ দিয়ে কথা বলাই। যদি আমি মুখ দিয়ে কাউকে দুঃখ দিই তো আমি নিজেই নিজের স্ব স্বরূপের নিন্দা করে ফেলি। তো পুনরায় স্ব-সম্পূর্ণ আত্মা বলে যে হে জীবাত্মা তোমার উপর আফসোস হয়। এইরকম মানব শরীরে অথবা প্রাণীর শরীরে আমি শুদ্ধ আত্মা প্রবেশ করিনি। স্ব শুদ্ধ আত্মা যে জায়গায় থাকে সেই স্থানে আফসোস হয় না, কেননা সে কখনোই কাউকে দুঃখ দিতে পারেনা। স্ব শুদ্ধ আত্মা তো হল সুখ রূপ। আর এই রকম স্ব নিশ্চয় বুদ্ধি তো সর্বদাই সুখ প্রদান করে। সেই তো হল সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ আর যে নিজেকে স্ব আত্মা নিশ্চয় করেও অন্যকে দুঃখ দেয়, তারা তো কেবল জ্ঞান শোনানো পন্ডিত। তার প্রভাব অন্যের উপর হতে পারে না। আত্মা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার কুয়াশা বড়ই শক্তিশালী, তার থেকে সতর্ক থাকতে হবে, কুয়াশার ঘনঘটায় কখনোই হতাশ হলে চলবে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা কোন্ কর্তব্য করেছে যার স্মরণিক শাস্ত্রে আছে ?

*উত্তরঃ - মহাবীর বাচ্চারা মূর্ছিতদেরকে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে সুরজীত করেছে, এর স্মরণিক শাস্ত্রেও দেখানো হয়েছে। বাচ্চারা তোমাদের দয়া হওয়া উচিত। যারা সেবা করতে-করতে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে নিতে যে কোনো কারণে বাবার হাত ছেড়ে চলে গেছে, তাদের পত্র লিখে সুরজীত বানাও। পত্র লেখো যে, তোমাদের কি হলো যে তোমরা পঠন-পাঠন ছেড়ে দিলে.... হতভাগ্য কেন হলে! পড়ে যাচ্ছে যারা তাদেরকে (পতনের হাত থেকে) বাঁচানো উচিত।

*গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও....

ওম্ শান্তি । এই গীত খুবই সাধারণভাবে গায়, হে ভগবান অন্ধের লাঠি হও - কেননা ভক্তি মার্গে অনেক ঠোঁকর খায়, কিন্তু বাবাকে পায় না। আত্মা বলে, ও বাবা আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এই শরীরের দ্বারা অনেক ঘুরে-বেড়িয়েছি। আপনার পথ খুবই কঠিন। এটা তো অবশ্যই মানুষ জানে যে, জন্ম-জন্মান্তর আমরা ভক্তি করে এসেছি। এটা জানেনা যে, আমরা জ্ঞান পাবো, তখন আমরা নেত্রহীন থেকে প্রকৃত নেত্র পাবো। ভক্তিমার্গের নিয়ম হলো ভক্তি করা আর ধাক্কা খাওয়া। অর্ধকল্প ধাক্কা খেয়েছো। তোমরা এখন ধাক্কা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছো। তোমরা ভক্তি করো না, না শাস্ত্র পড়ো। যখন ভগবানকে পেয়ে গেছি তখন এসব কেন করব! যখন ভগবান আমাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন তখন আমরা ধাক্কা কেন খাবো ! ভগবান এসেছেন যখন অবশ্যই সকলকে সাথে নিয়ে যাবেন। সকলে ধাক্কাও খেতে থাকে আর একে অপরকে আশীর্বাদও করতে থাকে, কিছুই বোঝেনা। পোপ সাধু সন্ত যারাই আসে মানুষ ভাবে এরাই হল গুরু যারা আমাদেরকে পথ দেখাবে ভগবানের সাথে মিলনের জন্য। কিন্তু এই গুরুরা নিজেরাই পথ জানে না তাহলে দেখাবে কি করে ! আশীর্বাদ দিলেও কেবলমাত্র এটাই বলে যে ভগবানকে স্মরণ করো। রাম-রাম বলো। যেরকম রাস্তায় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করো যে এই স্থানটি কোথায় ? তখন বলবে এই রাস্তা দিয়ে চলে যাও, তাহলে পৌঁছে যাবে। এইরকম কখনোই বলবে না যে সাথে নিয়ে যাব। তোমাদের রাস্তা দরকার - ওরা সেটির নির্দেশ দিয়ে দেয়, কিন্তু সাথে কোনো গাইড থাকা দরকার তাই না। গাইড ব্যতীত হতাশ হয়ে পড়বে। যেরকম তোমরাও একদিন কুয়াশার কারণে জঙ্গলে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই মায়ার কুয়াশা খুবই শক্তিশালী। স্টিমার চালকরা কুয়াশার কারণে রাস্তা দেখতে পায় না, খুবই সতর্ক থাকে। আর এ তো হল আবার মায়ার কুয়াশা, কেউ রাস্তার সন্ধান পায় না। জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি সব করতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তর ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ভক্তি করে এসেছে। অনেক প্রকারের মত পেয়েছে, যেইরকম সঙ্গ সেইরকম রঙ। প্রত্যেক জন্মে গুরুও করতে হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা সদগুরুকে পেয়েছো। উনি স্বয়ং বলেন আমি প্রত্যেক কল্পে কল্পে এসে তোমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তারপর আবার বিষ্ণুপুরীতে পাঠিয়ে দেবো।

এখন আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। ধরো কোনো গুরু বা পন্ডিত এসে এই জ্ঞান নিল তারপর অন্যদেরকে বলল যে, মন্মানভব, শিব বাবাকে স্মরণ করো। তাহলে তার শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করবে আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে পেয়েছেন! তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে যে ইনি অন্য কোন রাস্তা নির্বাচন করে নিয়েছেন। ওনার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। তার সেই মান্যতা চলে যাবে। বলবে আপনি ব্রহ্মাকুমারীদের থেকে জ্ঞান নিয়েছো তাহলে আমরাও বি.কে.দের কাছেই যাব । গুরুরা নিজেরাই বলে - সব জিজ্ঞাসা আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমরা কি খাবো। সব ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত মান-সম্মান শেষ হয়ে যাবে। এখানে সাতদিন ভাঙিতে রেখে সবকিছু করতে হবে। রুটি তৈরি করো, এটা করো.... যেরকম সন্ধ্যাসীরাও করায় তখন দেহ-অভিমান সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন এইরকম ব্যক্তিদের থাকা বড়ই কঠিন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা হল যারা বাইরে থেকে আসবে তাদেরকে সবার প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে যে - আমরা মাতা-পিতার থেকে বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। আমাদের এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য) হল, আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। তোমরাও যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে আটদিন এসে পড়াশোনা করতে হবে। বড়ই কঠিন পরিশ্রম। এতটা অভিমান কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না। এইরকম মানুষেরা চট করে আসতে পারে না। বাবা বোঝান, তোমরা হলে ভাই-বোন। একে অপরকে বোঝাতে পারবে। যেমন কোনো বাচ্চা

যে খুব ভালো সেবা করতো, অনেককে বুঝিয়েছে। এখন বাবার হাত ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো তোমরা জানো যে শিবাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন ব্রহ্মার দ্বারা। ডাইরেক্ট তো পড়াতে পারবেন না। তাই বাবা বলেন, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করাই। রাজযোগ শেখাই। যদি কেউ ব্রহ্মার হাত ছেড়ে দিয়েছে তাহলে সে শিবাবারও ছেড়ে দিয়েছে। বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অমুকে কেন ছেড়ে দিল? ভাগ্যবান হওয়ার পরিবর্তে হতভাগ্য কেন হলে? তুমি কার ওপর অভিমান করেছো? বোনের ওপর অভিমান করেছো বোধ হয়। তুমি যে এতো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে চেয়েছিলে তাহলে কি হলো! শিক্ষক বাবা তোমাকে কি কিছু বলেছেন যে পঠন-পাঠন ছেড়ে দিলে আর হতভাগ্য হয়ে গেলে! বাবাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে - তুমি রাজযোগ শেখা কেন ছেড়ে দিলে! তুমিও আশ্চর্যবৎ বাবার বনস্ত্রী, কথস্ত্রী, ভাগস্ত্রীতে এসে গেলে। নিজের ভাগ্যের রেখা টেনে সমাপ্ত করে দিলে! সময় বুঝে ওদেরকে লেখানো উচিত। হতে পারে - পত্র পড়ে আবারও জেগে উঠলো। পতনের থাকে চলে যাচ্ছে যারা তাদেরকে বাঁচানো দরকার। ডুবে যাচ্ছে এমন অবস্থায় কাউকে বাঁচানো হলে অনেক ধন্যবাদ দেয়। এটাও এক প্রকারের ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানো। এটা জ্ঞানেরই কথা। লিখতে হবে - তুমি মাঝির হাত ছেড়ে দিয়েছ তাহলে তো ডুবে মরবে। সাঁতারুরা (ডুবুরি) নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদেরকে বাঁচায়। যদি কেউ দক্ষ সাঁতারু না হয়ে থাকে তাহলে সে নিজেও ডুবে যায়। তুমিও যদি কাউকে ডুবতে দেখো তাহলে দশ-বিশটা চিঠি লেখো, এটা কোনো ইনসাল্ট করা নয়। তুমি এতটা সময় হাত ধরে ছিলে, অন্যদেরও বুঝিয়ে ছিলে তাহলে তুমি কীভাবে ডুবে যাচ্ছে। তোমরা ভালোবাসার সাথে লেখো। বোন, তুমি তো রাজযোগ শিখে পার হতে চেয়েছিলে - এখন তুমি ডুবে যাচ্ছে। দয়া এলে তখন বেচারাদেরকে বাঁচাবে। তারপর কেউ বাঁচতে চাইল কি না বাঁচলো - এটা হল তার ভাগ্য। দ্বিতীয় কথা হল যারা প্রদর্শনীতে মতামত লেখে যে এখানে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পথ বলা হয়। এই রাজযোগ অনেক ভালো। ব্যস্ লিখে বাইরে বেরোলেই ভুলে যায়। এজন্য যারা লেখে তাদের ফলো করতে হবে যে তুমি এই মতামত লিখে দিয়েছিলে কিন্তু করলে কি! না নিজের কল্যাণ করতে পারলে না অন্যের! প্রথম মুখ্য কথা হলো মাতা-পিতার পরিচয় দিতে হবে। এরজন্য বাবা যা প্রশ্নাবলী বানিয়েছেন সেটা জিজ্ঞাসা করো - পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার সম্বন্ধ কী? কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়! এটা লেখতে হবে। কিন্তু সমস্ত প্রদর্শনী বুঝিয়ে তারপরে লিখে কোনো লাভ নেই। মুখ্য কথা হলো মাতা-পিতার পরিচয় দেওয়া। এখন যদি বুঝে থাকো তাহলে লেখো, নাহলে কিছুই বুঝতে পারোনি। খুব আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে তারপর লেখানো উচিত। তারা যেন লেখে যে, প্রকৃতই এনারা হলেন জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা। তারা যদি লিখে দেয় যে, অবশ্যই বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যায়। তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি কিছু সেবা করেছো। তারপর যদি না আসে তাহলে পত্র লিখতে হবে যে, প্রকৃতই এনারা জগৎ অম্বা আর জগৎ পিতা হলে তাহলে কেন উত্তরাধিকার নিতে আসছো না! হঠাৎই কাল খেয়ে নেবে। পরিশ্রম করা উচিত। প্রদর্শনী করলে, সেখান থেকে অতি কষ্টে দু-চারজন বের হলে লাভ কি হবে! বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে। আসা ছেড়ে দিলে চিঠি লিখতে হবে। তুমি বেহদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছিলে, তারপর মায়া তোমাকে ধরে নিয়েছে। প্রভুর পক্ষ ছেড়ে দিচ্ছো। এভাবে তো তুমি নিজের পদ ভ্রষ্ট করে ফেলবে। যারা মহাবীর হবে তারা শীঘ্রই সঞ্জীবনী বুটি দেবে। এ অঙ্গান হয়ে গেছে। মায়া নাক ধরে নিয়েছে তাহলে তাকে বাঁচাতে হবে, এতটা পরিশ্রম করলে তখন তো কোটিতে কেউ বেরোবে। বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে যে এই চারাগাছটি কেমন। কন্যারা লেখে যে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু তোমরা বেশি কথার মধ্যে যেও না। প্রথম মুখ্য কথা হল বুঝিয়ে লেখাও তারপর অন্য কথা। একমাত্র ত্রিমূর্তি চিত্রের মাধ্যমেই সমস্ত কিছু বোঝাতে হবে। যদি নিশ্চয় করো যে এনারা হলেন তোমাদের মাতা-পিতা, তবে এনাদের থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে

। কেউ যত বৃদ্ধিই হোক না কেন - এই দুটি শব্দ তো সকলকে বোঝাতে পারবে তাই না। যদি এই দুটো শব্দও ধারণ করতে না পারে তাহলে বাবা বুঝতে পারেন যে এদের বুদ্ধি কোন্ আবর্তনায় নিমজ্জিত আছে। মুখে বেশী কিছু বলার দরকার নেই। কেবল বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। উত্তরাধিকার হল বিশ্বপুরী, যার তোমরা মালিক হও। বাবা অতি সহজভাবেই বুঝিয়ে থাকেন। অহল্যা, কুন্ডা যে কেউই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। কেবলমাত্র শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে। দেহী-অভিমानी হওয়া খুবই সহজ। কেউ গৃহস্থ জীবনে না থাকলে, একাকী থাকলে অনেক সেবা করতে পারবে। কারো কারো দেহ-অভিমান থাকে। মোহের তার ছিল হয় না। দেহী-অভিমानी যে হবে সে শরীরের প্রতি মোহ রাখবে না! বাবা যুক্তি বলেন দেন যে, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। এটা হল পুরাতন দুনিয়া, এর থেকে মমত্ব ত্যাগ করতে হবে। এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে রচয়িতাও স্মরণে এসে যাবে। কত প্রাপ্তি আছে, নিজেও করো আর অন্যদেরও করাও। মাতা-পিতা বাচ্চাদের যোগ্য বানায় তারপর বাচ্চার কতর্ক্য হল বাবার দেখাশোনা করা। তাহলে মাতা-পিতা মুক্ত হতে পারে। এখানে অনেকেই আছে যারা মুক্ত হতে পারে না। কারো নিজের সন্তান না থাকলে তখন ধর্ম সন্তানের প্রতি মোহ এসে যায় তখন সে পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। সার্ভিসের পরিবর্তে ডিসসার্ভিস করে ফেলে। প্রদর্শনীতে মুখ্য কথা এটাই বোঝাতে হবে - যার দ্বারা নিশ্চয় হয়ে যায় যে, প্রকৃত ইনিই হলেন আমাদের পিতা।

এনার দ্বারা রাজযোগের মাধ্যমে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। নতুন দুনিয়ার রচনা কেমন হয় ! কীভাবে আমরা মালিক হই, এগুলি হল এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য)। কিন্তু বাচ্চারা পুরোপুরী বোঝায় না। তোমরা বাচ্চাদেরকে রাতদিন খুশিতে থাকতে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। ওখানে বিষ্ণুর দৈবী সন্তানেরও এতটা খুশি থাকবে না যতটা এখন তোমাদের ঈশ্বরীয় সন্তানদের আছে।

এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে তারপর তোমরাই বিষ্ণুর সন্তান হবে, কিন্তু খুশি এখনই রয়েছে। দেবতাদের ঈশ্বরীয় সন্তান থেকে উচ্চ বলা হয় না। তাহলে ঈশ্বরীয় সন্তানদের কতটা খুশিতে থাকা দরকার। কিন্তু এখান থেকে বাইরে বের হলেই মায়া পুরোপুরি ভুলিয়ে দেয়। তাহলে বুঝতে হবে ভাগ্যে রাজত্ব নেই, অনেক পরিশ্রম করতে হবে। মায়া এমনই যে তৎক্ষণাৎ-ই থাপ্পড় মেরে ভুলিয়ে দেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মোহের সমস্ত তার ছিন্ন করে এই পুরাতন দেহ আর দুনিয়া থেকে মমত্ব ত্যাগ করে সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে উপার্জন জমা করতে হবে।

২) দক্ষ সাঁতারু হয়ে সকলকে পারে নিয়ে যাওয়ার সেবা করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, বুদ্ধি আবর্জনাতে নিমজ্জিত করলে চলবে না।

বরদানঃ:- সর্বশক্তিকে নিজের অধিকারে রেখে সহজে সফলতা প্রাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব যত যত মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতিতে স্থিত (সীট পর সেট) হতে পারবে ততই এই সর্বশক্তি নির্দেশ অনুসারে চলবে। যেরকম স্থূল কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে যে সময় যেভাবে নির্দেশ দাও সেইরকম নির্দেশানুসারে চলে, সেরকম যেন সূক্ষ্ম শক্তিগুলিও নির্দেশ অনুসারে চলে। যদি এই সর্বশক্তিগুলি এখন থেকেই নির্দেশ অনুসারে চলে তখন অন্তিমে সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে। কেননা যেখানে সর্বশক্তি আছে, সেখানে সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার।

স্লোগানঃ:- আকারী আর নিরাকারী স্থিতিতে সহজে স্থিত হতে হলে নিরহংকারী হও।

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়েরী থেকে)

বাস্তবে স্মরণের রূপরেখা কোনটি ? পিতা সম দিব্য কর্তব্যে তৎপর থাকা। পরমাত্মার স্মরণে রয়েছে, সেটা কীভাবে বোঝা যাবে ! যেমন কোনো বাচ্চা, যখন সে তার নিজের পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেও সেই কার্য করার জন্য তৎপর থাকে, তখন সে তার পিতার স্মরণের রূপরেখা তৈরী হয়ে যায়। কেননা পিতা তার নিজের সন্তানকে আশ্রয়কারী দেখে অনেক খুশি হয় যে, আমার সন্তান সম্পূর্ণ রূপে সুপাত্র হয়েছে যে আমার অবর্তমানে আমার ঘরের দায়িত্ব পালন করে। সেরকমই যে যে দৈবী বৎসরা নিজের দৈবী মাতা-পিতার সমান দিব্য কর্তব্য করতে তৎপর থাকে, সেটাই হল স্মরণের অরিজিনাল রূপ। যে স্ব স্বরূপে মাতা-পিতা স্থিত থাকেন, সেই স্ব স্বরূপে বালকও স্থিত থাকলে উভয়ের সম্বন্ধের তার কানেক্ট (সংযুক্ত) হয় আর পিতার নিকট শীঘ্রই পৌঁছে যায়। পিতাও বলেন যে, এই সন্তান আমার সমতুল্য হয়ে উঠেছে অর্থাৎ এ সাফাৎ আমারই স্বরূপ। এই রীতি অনুযায়ী অন্তর্মুখতায় স্থিত থেকে সাইলেন্সের দ্বারা পরমাত্মাকেও নিকটে আকৃষ্ট করা যায়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে এই দুঃখের লোক থেকে মুক্ত করে সুখ ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ধাম পবিত্র স্থানকেই বলা হয়”

*প্রশ্নঃ - এই অসীমের খেলা কোন্ দুটি শব্দের আধারে তৈরি হয়ে আছে ?

*উত্তরঃ - "বর্ষা এবং অভিশাপ", বাবা সুখের বর্ষা দেন, রাবণ দুঃখের অভিশাপ দেয়, এই হল অসীম জগতের কথা। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা বাবার কাছে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্ত করে। অর্ধেক কল্প পরে পুনরায় রাবণ অভিশাপ দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে এসেছে যে আমরা নিরাকারী দুনিয়ায় ছিলাম তারপরে সুখের পার্ট প্লে করেছি। আমরাই সেই দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই, এখন ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হতে চলেছি।

*গীতঃ- ওম নমঃ শিবায়....

ওম শান্তি । এ হল অসীম জগতের পিতার মহিমা। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান - এই কথা তো সবাই জানে। উঁচু থেকে উঁচু ভগবানের মতামতও নিশ্চয়ই উঁচু হবে তাই বলা হয় শ্রীমৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। সব ভক্তজন তাঁকেই স্মরণ করে। উনি হলেন ভগবান, অতএব ভগবতীও চাই। পিতা আছেন তো মাতাও চাই। এক হয় লৌকিক মাতা-পিতা, দ্বিতীয় হল পারলৌকিক মাতা-পিতা। লৌকিক থাকে সন্তেও যখন কেউ দুঃখে থাকে তখন পারলৌকিককে স্মরণ করে। এখন তোমাদের লৌকিক সম্বন্ধও আছে। পারলৌকিক মাতা-পিতা তোমাদের পরলোকে নিয়ে যান। লৌকিককে বন্ধন বলা হয় যেখানে দুঃখ আছে। দুইটি পরলোক আছে - এক নিরাকারী লোক, যেখানে আত্মারা বাস করে, দ্বিতীয় সাকারী লোক, যাকে সুখধাম বলা হয়। ওটা হল শান্তিধাম আর আরেকটি হল সুখধাম। বাবা এসে এই দুঃখের লোক থেকে যাকে মৃত্যুলোক বা পতিত ব্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়, এখান থেকে নিয়ে যান। এখানে সবাই পতিত। পতিত তাদের বলা হয় যারা বিকারগ্রস্ত । সত্যযুগে পবিত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারী থাকে। প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা গান করতে, নিজেকে বিকারী মনে করতে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, মহারাজা-মহারানী পবিত্র ছিলেন তো প্রজাকেও পবিত্র বলা হবে। ওটা হল সুখ ধাম, বৈকুণ্ঠ। নরককে ধাম বলা হবে না। ধাম পবিত্র স্থলকে বলে। এটা হল অপবিত্র দুনিয়া। ভারত সুখ ধাম ছিল। এখন পতিত ব্রষ্টাচারী, নরক। এখন সবাইকে সুখের ধামে নিয়ে যেতে হবে, তাই অবশ্যই বাবাকে আসতে হবে, যাতে এসে বাচ্চাদেরকে সুখী করতে পারেন। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাচ্চারা বলে হে বাবা, সর্ব প্রথমে তুমি আমাদের স্বর্গের বর্ষা প্রদান করেছিলে। অর্ধেক কল্প আমরা স্বর্গে ছিলাম, তাকে বলাই হয় সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজধানী। বাবা স্মরণ করিয়ে দেন ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গে বাস করেছো। ৮ জন্ম সত্যযুগের জন্য, ১২ জন্ম ত্রেতা যুগের জন্য, এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। বলেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মের কাহিনী জানো না, আমি তোমাদের সবকিছু বলি। নিরাকার পিতা নিরাকার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলেন। বলেন এই সাধারণ দেহের লোন নিয়ে আমি তোমাদের বোঝাই। অর্ধেক কল্প তোমরা অশোক বাটিকায় ছিলে, তারপরে তোমরা শোক বাটিকায় এসেছো। সুখ পূর্ণ হয়ে দুঃখ এসেছে। বাম মার্গের অর্থ নরক। সেখানে তোমরা দুঃখ প্রাপ্ত কর পরে বাবা এসে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্যে নিয়ে যান। এইরূপ খেলাটি নির্দিষ্ট আছে। বাবা সুখের বর্ষা দেন, রাবণ দুঃখের অভিশাপ দেয়। এ হল অসীম জগতের কথা। এখন বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখের বর্ষা প্রদান করছেন। ভগবান স্বর্গের রচনা করেন, তাই স্বর্গের বর্ষা তো প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বর্ষা প্রাপ্ত ছিল। মায়া অর্ধেক কল্পের জন্য অভিশপ্ত করে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে। এই চক্রের কোনো অন্ত নেই। পুনরায় বর্ষা প্রদান করতে বাবাকে অবশ্যই আসতে হবে। এখন বাবা এসেছেন, জানেন বর্ষা নেবে তারাই যারা কল্প পূর্বেও নিয়েছিল। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ বর্ষা নিতে পারে না। প্রথমে ব্রাহ্মণ না হয়ে দেবতা হতে পারে না। প্রথমে আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করতাম। তারপরে নেমে আসি সুখের পার্ট প্লে করতে। আমরা সেই দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই। আমরা এই বর্ণে আসি। এখন যারা ব্রাহ্মণ হয় তারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারী বলে পরিচয় দেয়। তারা মনে করে তারা ভাই-বোন হয়ে গেল। তারপর আর বিকারযুক্ত দৃষ্টি থাকে না। তারা জানে আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। বাবাকে এবং স্বর্গকে স্মরণ করি এবং এই একটি জন্ম পবিত্র থাকি। এ হল মৃত্যুলোক, যা মূর্দাবাদ হয়ে অমরলোক জিন্দাবাদ হবে। সেখানে ৫ বিকার থাকেই না, রাবণের রাজ্যও শেষ হয়ে যাবে। সত্যযুগ ত্রেতাকে রামরাজ্য, দ্বাপর কলি যুগকে রাবণরাজ্য বলা হয়। সেই ভারত হীরে তুল্য ছিল, এখন কড়ি সম হয়েছে। এখন বাবা বলছেন তোমাদের হীরে তুল্য জন্ম প্রদান করতে এসেছি। তোমরা আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলো। তা নাহলে

তোমরা স্বর্গের সুখ দেখতে পাবে না। স্বর্গে দুঃখের নাম চিহ্ন থাকে না অন্য কোনো খন্ড থাকে না। ভারতই আসলে প্রাচীন খন্ড। কেবলমাত্র দেবী-দেবতাদেরই রাজত্ব থাকে তাই তার নাম স্বর্গ। অর্ধেক কল্প তোমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করেছো পরে রাবণের রাজ্য শুরু হয়েছে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়। শিববাবার দ্বারা স্থাপিত। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা নরকের বিনাশ করেন। যিনি স্থাপনা করবেন তিনি স্বর্গে পালনাও দেবেন অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণও করবেন। তিনি বিষ্ণুপুরীর মালিকও হবেন। শিববাবা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। এই সময় তোমাদের হল ব্রাহ্মণ বর্ণ। তারপরে দেবতা বর্ণ হয়ে যাবে। এখন তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছো তারপরে তোমরা ঈশ্বরীয় বর্ণে পিতার সঙ্গে পরমধামে থাকবে। তারপর সেখান থেকে দেবতা বর্ণে আসবে। সত্য যুগে এক দেবতাদেরই রাজত্ব ছিল, সেই সময় অন্য কোনো খন্ড ছিল না। পরে ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি এসেছে।

এখন তোমরা পাণ্ডব যোগ বলের দ্বারা ৫-টি বিকারের উপরে জয় লাভ করে জগৎজিত বিশ্বের মালিক হও। লক্ষ্মী-নারায়ণ, সূর্যবংশী স্বর্গের মালিক ছিল। তারা সঙ্গমে বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করেন। সঙ্গমযুগ হল ব্রাহ্মণদের, যারা ব্রাহ্মণ নয় তারা কলিযুগে আছে। বাবা তোমাদের বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা ভাই-বোন হয়ে কখনও বিষ পান করতে পারো না। হ্যাঁ, গৃহস্থ ব্যবহারে তো থাকতে হবে, কিন্তু বিকারগ্রস্ত হতে পারবে না। এই রাবণের রাজ্যে বাস করে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। তারপরে এই প্রশ্ন উঠবে না যে এই সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে কীভাবে। বাবার আদেশ হল - আমি পবিত্র দুনিয়া বানাতে এসেছি। তোমরা এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো তাহলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। এই নিয়েই অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন আসে। বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। এতখানি সময় তোমরা আসুরিক মতানুযায়ী অর্থাৎ ৫-টি বিকার রূপী ভূতের মত অনুযায়ী চলেছো। আমি আত্মা, আমাকে এই শরীরের দ্বারা পাট প্লে করতে হবে - এই কথাটি কেউ জানত না। আত্মা শালগ্রামকেই বলে। শালগ্রাম কোনো বিশাল আকৃতির নয়। পরমাত্মাও এমন বিশাল আকারের নয়। আত্মা ও পরমাত্মা হয় স্টারের মতন। আত্মার ভিতরে সম্পূর্ণ পাট ভরা আছে। আত্মা বলে আমি এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি - পাট প্লে করার জন্য। শ্রী নারায়ণের আত্মা বলবে আমি শ্রী নারায়ণের রূপ ধারণ করে এত জন্ম রাজত্ব করবো। আত্মাতেই সম্পূর্ণ অবিনাশী পাট ভরা আছে, একেই গড ফাদারলি নলেজ বলা হয়। ভগবানুবাচ, স্পিরিচুয়াল ফাদার আত্মাদের বসে পড়ান, কোনো মানুষ পড়ান না। এই পড়া অসীম জগতের বাবা পড়ান। অতএব এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। এই সৃষ্টি চক্র এবং রচয়িতা বা রচনার নলেজ কোনো মানুষ মাত্রই জানে না। এখন তোমরা শিবালয় সত্যযুগে রাজত্ব করার উপযুক্ত হও। ভারত যখন যোগ্য সম্পন্ন ছিল তখন খুব বুদ্ধিমান ছিল। এখন বাবা পুনরায় হীরে তুল্য করে গড়ে তুলছেন, তাই তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। রাবণের মতামত তোমাদের কড়ি সম বানায়।

তোমরা জানো যে এই দুনিয়ার আয়ু হল ৫ হাজার বছর, তাতেই পুরানো ও নতুন তৈরি হয়। সত্যযুগ ত্রেতা নতুন দুনিয়া, দ্বাপর কলিযুগ পুরানো দুনিয়া। বাবা পুনরায় দৈবী দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছেন। তোমরা আত্মারা পুরোপুরি ৮৪ জন্ম নাও। আত্মাই এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলে ও শোনে। একটি পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন ধারণ করে। আত্মাদেরকে পিতা এই জ্ঞান প্রদান করেছেন যে আমরা বাবার সঙ্গে প্রথমে সুইট হোমে ছিলাম পরে আমরা সে-ই দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই। এখন এ হল আমাদের অন্তিম জন্ম। আমরা ব্রাহ্মণরা স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত করে দেবতায় পরিণত হব। নতুন শরীর ধারণ করবো। এই চক্র বুদ্ধিতে আবর্তিত হওয়া উচিত। পবিত্র থাকলে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা হবে। এই কথাটি তাদের বুদ্ধিতে আসবে যারা কল্প পূর্বের মতন হয়েছিল। নাহলে বুদ্ধিতে আসবেই না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বুঝতে হবে। কেউ আবার সব জেনে এই জ্ঞান ত্যাগ করে। স্বর্গে তো আসবে কিন্তু যোগী হয়ে বিকর্ম বিনাশ না করলে দন্ড ভোগ করতে হবে। স্বর্গে আসবে কিন্তু প্রজাতে কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। স্বর্গে প্রথমে পবিত্র মহারাজা-মহারানী ছিল তারা পরে পতিত হয়ে রাজা রানী হয়েছে। এখন তো সেই রাজা রানীও নেই। পুনরায় এখন বাবার সাহায্যে পবিত্র রাজা-রানী হচ্ছে। এই ঈশ্বরীয় নলেজ নিরাকার পিতা পড়াচ্ছেন। সাকারে এই ব্রহ্মাও ওই নিরাকারের কাছে শুনছেন। নিরাকার বাবা বসে পড়াচ্ছেন। এই জ্ঞানের দ্বারা-ই মানুষ থেকে দেবতা হয়, এই ব্রহ্মার আত্মাও পড়েন। বাচ্চাদের আত্মাও পড়ে। ভালো বা খারাপ সংস্কারও আত্মাতেই থাকে। ভালো সংস্কার থাকলে ভালো ঘরে জন্ম হবে। পড়াশোনা করতে করতে নলেজও পরিত্যাগ করে। মায়া নিজের দিকে টেনে নেয়। এক দিকে হল রাবণের মত, অন্য দিকে হল রামের মতামত। এই অন্তিম জন্মে রামের মতানুযায়ী চলতে হবে। রাবণ বিজয়ী হলে কখনও ওইদিকে চলে যায়। তখন রামের শত্রু হয়ে যায়। তাদের জন্য কঠিন দন্ড ভোগ আছে। তোমরা রামের আশ্রয় নিয়েছ। তবুও যদি ট্রেটর হয়ে রাবণের আশ্রয়ে যাও তাহলে রামের নিন্দে করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এ হল যথার্থই রামরাজ্য ও রাবণ রাজ্যের খেলা।

সত্যযুগ সতোপ্রধান, ত্রেতা সত্যো, তারপরে দ্বাপর রজঃ, কলিযুগে তমঃ, তোমরা এখন সতোপ্রধানে যাবে। বাবা এসে সতোপ্রধান বানান। পরে ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় আসতে হবে। তারপরে রাবণের সঙ্গ পেয়ে কলা বা কোয়ালিটি কম হতে থাকে। এখন কলিযুগে কোনও কলা নেই। সবাই বলে আমরা পতিত ব্রহ্মাচারী। পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে, পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। অসীমের পিতা বাম্বাদের বিষয়ে জানেন। এখন তোমরা ভগবানের ঘরে বসে আছো। তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা পরে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবে... এ হল চক্র। চক্রবর্তী হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা। রাজযোগ শিখে জ্ঞান ধারণ করে চক্রবর্তী রাজা-রানী হবে। অতএব পুরুষার্থ করে স্বর্গে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্ৰভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অন্তিম জন্মে রামের মতানুযায়ী চলতে হবে। কখনও রামের আশ্রয় ত্যাগ করে রাবণের আশ্রয় নিয়ে পিতার নিন্দে করবে না।

২) দন্ড ভোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যোগী স্বরূপে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হলে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- অসীমের অধিকারকে স্মৃতিতে রেখে সম্পূর্ণতার উৎসব (অভিনন্দনের) পালনকারী মাস্টার রচয়িতা ভব সঙ্গম যুগে তোমরা বাম্বারা স্বর্গের অধিকারও প্রাপ্ত করো, পড়াশোনার আধারে সোর্স অফ ইনকামও আছে এবং বরদানও প্রাপ্ত করেছে। তিনটি সম্বন্ধে এই অধিকারকে স্মৃতিতে ইমার্জ রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ নাও। এখন সময়, প্রকৃতি ও মায়া বিদায় নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে শুধুমাত্র তোমরা মাস্টার রচয়িতা বাম্বারা সম্পূর্ণতার উৎসব পালন করো তাহলে তারা বিদায় নেবে। নলেজের দর্পণে দেখো যে যদি এই সময়ে বিনাশ হয় তবে আমি কোন্ পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবো ?

স্নোগানঃ:- সব সময়, প্রতিটি কর্মে ব্যালাক্স রাখো তাহলে সর্বজনের ব্লেসিং (আশীর্বাদ) স্বতঃই প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন - দিব্য বুদ্ধি আর আত্মিক (রুহানী) দৃষ্টি"

আজ দিব্য বুদ্ধি বিধাতা আর আত্মিক দৃষ্টির দাতা বাপদাদা চতুর্দিকের দিব্য বুদ্ধি প্রাপ্তকারী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই দুটি বরদান জন্ম থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। দিব্য বুদ্ধি আর আত্মিক দৃষ্টি - বার্থ রাইট হিসেবে সকলে পেয়েছে। এই বরদান হল ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন। জীবন পরিবর্তন বা মরজীবা জন্ম, ব্রাহ্মণ-জীবন এই দুটি প্রাপ্তিকেই বলা হয়। পাস্ট জীবন আর বর্তমান ব্রাহ্মণ-জীবন - দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বিশেষতঃ এই দুটির কারণেই। এই দুটি বিষয়ের উপরে সঙ্গমযুগী পুরুষাধীনের নম্বর হয়ে থাকে। এই দুটি বিষয়কে সর্বদা প্রতিটি সংকল্পে, বোল'এ, কর্মে যে যতখানি ইউজ করবে সে ততখানি সামনের নম্বর নেবে। আত্মিক দৃষ্টি, দৃষ্টির দ্বারা বৃত্তি, কৃতি (কর্ম) স্বতঃতই বদলে যায়। দিব্য বুদ্ধির দ্বারা নিজের প্রতি, সেবার প্রতি, ব্রাহ্মণ পরিবারের সম্বন্ধ সম্পর্কের প্রতি সদা এবং স্বতঃত প্রতিটি বিষয়ের জন্য যথার্থ নির্ণয় হয়ে থাকে, তবে নির্ণয়ের আধারেই নিজে, সেবা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক যথার্থ শক্তিশালী হয়ে যায়। মূল বিষয়ই হল 'দিব্য দৃষ্টি আর দিব্য বুদ্ধি'।

আজ বাপদাদা সকল বাচ্চাদের দিব্য বুদ্ধিকে চেক করছিলেন। সবথেকে প্রথমে দিব্য বুদ্ধির প্রথম পরখ - তারা সর্বদা বাবাকে, নিজেকে আর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাকে তারা যে যে রূপে সেই রূপে জেনে সেই রূপে বাবার থেকে যতখানি নিতে চায় তারা সেই অধিকার সদা প্রাপ্ত করতে থাকে। বাবা তাকে যেমন বানিয়েছেন, সেবার নিমিত্ত রেখেছেন, বাবা ব্রাহ্মণ জীবনের যে যে বিশেষত্ব বা দিব্য গুণ গুলি দিয়েছেন, যে রূপে নিমিত্ত বানিয়েছেন - সেই রকম নিজেকে নিজে চিনে সেই অনুসারে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে সাথে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার সাথে, যে আত্মা যেমন বিশেষত্ব সম্পন্ন, সেই গুণের অধিকারী, যে সেবার যোগ্য, সেইরূপ পুরুষার্থের গতিতে চালিত হওয়া - প্রত্যেককে, যে সেইরূপ সেই রূপে জেনে সেই আত্মার থেকে, সেই বিধিতে সম্পর্কে আসে কিম্বা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় - একেই বলা হয় বাবাকে, নিজেকে আর ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে, তারা যে যেমন তাকে সেই ভাবে জেনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটাই হল দিব্য বুদ্ধির প্রথম পরখ।

দিব্য বুদ্ধি অর্থাৎ হোলিহংস বুদ্ধি। হংস অর্থাৎ স্বচ্ছতা, ক্ষীর আর নীরকে বা মুক্তো আর পাথরকে চিনে মুক্তোকে আহরণকারী। তারা জানে যে এটা হল কাঁকর আর এটা হল মুক্তো, কাঁকরকে ধারণ করতে হয় না। সেইজন্য হোলিহংস সঙ্গমযুগী জ্ঞান-স্বরূপ বিদ্যা দেবী "সরস্বতী"র বাহন। তোমরা সবাই হলে জ্ঞান-স্বরূপ, সেইজন্য বিদ্যাপতিও বা বিদ্যা দেবী তোমরা। এই বাহন হল দিব্য বুদ্ধির লক্ষণ। তোমরা সব ব্রাহ্মণেরা, বুদ্ধি যোগের দ্বারা তিন লোকের পরিভ্রমণ করে থাকো। বুদ্ধিকেও তো বাহন বলা হয়। এই দিব্য বুদ্ধির বাহন হল সকল বাহনের থেকে তীব্র গতির। দিব্য বুদ্ধিকে বুদ্ধিবলও বলা হয়ে থাকে। কেননা বুদ্ধিবলের দ্বারাই বাবার থেকে সর্ব শক্তি গুলিকে ক্যাচ করতে পারো। সেইজন্য বুদ্ধিবল বলা হয়ে থাকে। যেমন সায়েন্সের বল রয়েছে। সায়েন্সের বল কতই না জাগতিক চমৎকারিত্ব দেখিয়ে থাকে। এমন অনেক বিষয় যেগুলোকে মানুষের অসম্ভব বলে মনে হয়, তাকেও সম্ভব করে দেখায়। কিন্তু তা হল বিনাশী বল। সায়েন্স হল বুদ্ধিবল, কিন্তু দিব্য-বুদ্ধিবল নয়। সংসারী বুদ্ধি রয়েছে, সেইজন্য সংসারের বিষয়ে, প্রকৃতির বিষয়েই ভাবতে পারে আর করতে পারে। দিব্য বুদ্ধি বল মাস্টার সর্বশক্তিমান বানায়। পরমাত্মাকে চেনা, পরমাত্ম-মিলন, পরমাত্ম-প্রাপ্তির অনুভূতি করায়। দিব্য বুদ্ধি যা চাই, যেভাবে চাই, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে থাকে। দিব্য বুদ্ধির দ্বারা সকল কর্মে পরমাত্ম-পিওর (পবিত্র) টাচিং অনুভব করে সকল কর্মে সফলতার অনুভব করতে পারে। দিব্য বুদ্ধি যে কোনো প্রকারের মায়ার আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে। যেখানে পরমাত্ম-টাচিং রয়েছে, পিওর টাচিং রয়েছে, মিস্ট্রচার নেই, সেখানে মায়ার টাচিং অথবা আক্রমণ অসম্ভব। মায়ার আগমন তো দূর অস্ত টাচ পর্যন্ত করতে পারবে না। মায়া দিব্য বুদ্ধির সামনে সফলতার বরমালা হয়ে যায়, মায়া হয়ে আর থাকে না। যেমন দ্বাপর যুগের রজোগুণী মুনি - ঋষি আত্মারা বাঘ সিংহকে নিজ শক্তির দ্বারা শান্ত করে দিতেন, বাঘ সিংহ সাথী হয়ে যেত, বাহন হয়ে যেত, খেলনা হয়ে যেত - পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই না? তাহলে তোমরা সতোপ্রধান, মাস্টার সর্বশক্তিমান, দিব্য বুদ্ধির বরদানী - তাদের সামনে মায়া কী জিনিস, মায়া শত্রু হওয়ার থেকে পরিবর্তিত হতে পারে না কী? দিব্য বুদ্ধি বল হল অতি শ্রেষ্ঠ বল। শুধু একে ইউজ করো। সময় যেমন সেই বিধি অনুসারে তাকে ইউজ করো তবে সর্ব সিদ্ধি তোমাদের হাতের তালুতে এসে যাবে। সিদ্ধি কোনো বড় জিনিস নয়, কেবল দিব্য বুদ্ধির সাফাই। আজকাল যেমন জাদুকর হাত সাফাই এর খেলা দেখায়। এই দিব্য বুদ্ধির সাফাই সর্ব সিদ্ধিকে হাতের মুঠোয় এনে দেয়। তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মারা সর্ব সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করেছ, কিন্তু দিব্য

সিদ্ধি গুলি সাধারণ জিনিস নয়। তবেই তো তোমাদের মূর্তি গুলির দ্বারা এখনও পর্যন্ত ভক্তরা সিদ্ধি প্রাপ্ত করবার জন্য যায়। যখন সিদ্ধি-স্বরূপ হয়েছ তবেই তো ভক্তরা তোমাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে যায়। তাহলে বুঝতে পেরেছ দিব্য বুদ্ধির চমৎকারিত্ব কী ? স্পষ্ট হল তো দিব্য বুদ্ধির চমৎকারিত্বের বিষয়টি ! কিন্তু আজকে কী দেখা গেল ? কী হতে পারে ? টিচাররা বলো।

টিচার্স তো বাবার সমান মাস্টার শিক্ষক হয়ে গেছ না ? টিচার অর্থাৎ প্রতিটি সংকল্প, বোল আর প্রতিটি সেকেন্ড সেবাতে উপস্থিত - এই রকম সেবাধারীকেই বাপদাদা টিচার বলে থাকেন। সব সময় তো বাণীর দ্বারা সেবা করতে পারবে না। ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের ফিচার্স দ্বারা সব সময় সেবা করতে পারো। এতে ক্লান্তির কোনো ব্যাপার নেই। এটা তো করতে পারো তাই না ? টিচার্স তো বাণীর দ্বারা সেবা যথাশক্তি সময় মতোই করবে কিন্তু ফরিস্তা, ফিউচারের ফিচার হয়ে। সঙ্গমযুগের ফিউচার হল ফরিস্তা। তা ফিচার্স দেখতে পাওয়া গেলে কত ভালো সেবা হবে তবে ? যখন জড়-চিত্র ফিচার্সের দ্বারা অস্তিম জন্ম পর্যন্তও সেবা করছে, তবে তোমরা চৈতন্য শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজেদের ফিচার্সের দ্বারা সহজে সেবা করতে পারো। তোমাদের ফিচার্সে সদা সুখের, শান্তির, খুশীর ঝলক যেন থাকে। দুঃখী, অশান্ত, বিপর্যস্ত যেমনই আত্মা হোক, তোমাদের ফিচার্সের দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ ফিউচার নির্মাণ করতে পারো। এই রকম অনুভব তো আছে তাই না ? অমৃতবেলায় নিজের ফিচার্সকে চেক করো। যেমন শরীরের ফিচার্সকে তোমরা চেক করে থাকো, তেমনই ফরিস্তা ফিচার্সে খুশীর, শান্তির, সুখের শৃঙ্গার ঠিক আছে কিনা - এটা চেক করো, তাহলে স্বতঃই আর সহজে সেবা হতে থাকবে। সহজ মনে হচ্ছে টিচারদের, তাই না ? এই সেবা তো ১২ ঘন্টাই করতে পারো। বাণীর সেবা তো দুই - চার ঘন্টা করবে। প্ল্যানিং এর কাজ, ভাষণের কাজ করবে তো ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এতে তো ক্লান্ত হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। ন্যাচারাল না ! এমনিতে তো অনুভাবী সকলেই, কিন্তু... বাপদাদা দেখেছেন ফরেনে মানুষ খুব কুকুর বিড়াল পালে। এই রকম খেলনাও এখানে নিয়ে এসেছে। তোমরা অনুভবও খুব ভালো করেছ, কিন্তু কখনো কুকুর চলে আসে, কখনো বিড়াল চলে আসে। তাকে দূরে সরানোতে অনেক সময় লাগিয়ে দাও। কিন্তু আজকে বলেছি না যে, মায়া তোমাদের সফলতার মালা হয়ে যাবে। সকল নিমিত্ত সেবাধারীদের গলায় মালা দৃশ্যমান হচ্ছে। সফলতার মালা রয়েছে নাকি কখনো কখনো মালা থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ? বাইরে খুঁজতে থাকে যাতে সফলতা প্রাপ্ত হয়। যেমন রানীর গল্পে বলা হয় না যে, গলায় হার রয়েছে অথচ রানী বাইরে খুঁজে চলেছে। এইরকম করো না তো ? সফলতা হল প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার অধিকার। সকল টিচার সফলতার মূর্তি তো ? নাকি পুরুষার্থ মূর্তি, পরিশ্রম মূর্তি ? পুরুষার্থও সহজ পুরুষার্থ হবে, পরিশ্রম যুক্ত নয়। যথার্থ পুরুষার্থের পরিভাষাই হল ন্যাচারাল অ্যাটেনশন। অনেকেই বলে - অ্যাটেনশন তো রাখতে হবে না ! কিন্তু অ্যাটেনশন, টেনশনে বদলে যায়, এটা বুঝতে পারা যায় না। ন্যাচারাল অ্যাটেনশন অর্থাৎ যথার্থ পুরুষার্থী।

টিচারদের প্রতি বাপদাদার ভালবাসা রয়েছে, সেইজন্য পরিশ্রম করতে দেন না। হৃদয়ের ভালবাসা তো এই রকমই হয়ে থাকে তাই না ? আচ্ছা, এর পরের বার বলবো যে, আর কি কি দেখেছেন ! অল্প অল্প বলবো। সকলের ভিতরে নিজের চিত্র তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

দেশ বিদেশে সেবার ধুমধাম খুব ভালো হচ্ছে। ভারতের কনফারেন্সও খুব ভালো ভাবে সফল হয়েছে। সফলতার লক্ষণ হল - সফলতার সৌরভে আগত আত্মারা নিজেদের উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সংখ্যাধিক্য হয়ে চলেছে। ভালো'র লক্ষণ হল এটাই যে, সকলের মধ্যে দেখা - শোনা এবং পাওয়ার আগ্রহ বাড়ছে। এটাই হল ভালোর লক্ষণ। তাই এমন ভেবো না যে - সংখ্যা কম হবে। যদি ভালো কাজ করো তবে ইচ্ছা বাড়বে, তাতে সংখ্যাও বাড়বে। তা সে ফরেন রিডিটেই হোক কিম্বা কনফারেন্সে - দুয়ের রেজাল্টই দিন দিন উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই দেখা যাচ্ছে। সব থেকে ভালো রেজাল্ট এটাই যে, ফরেনে যেটা বলা হত যে কেবল ব্রহ্মাকুমারীদের নামে কেউ আসবে না। "এখন তো ডায়রেক্ট ব্রহ্মাকুমারীদের আশ্রমে রিডিট করতে যাচ্ছে, রাজযোগের জন্য যাচ্ছে" এই রকম মনে করে। এখন তারা যেন পর্দার বাইরে এসেছে, অবগুণ্ঠন (ঘোমটা) খুলেছে। মধুবন নিবাসী বা সেবাধারীরা সবাই ভারতের নানান প্রান্ত থেকে এসে সেবা করেছে, মধুবন নিবাসী বা চতুর্দিকের সেবাধারীরা স্নেহের সাথে কোনো বিষয়ের দিকে না তাকিয়ে, আরামের কথা না ভেবে, খুব ভালো ভাবে অক্লান্ত সেবা করেছে। সেইজন্য বাপদাদা চারিদিকের অক্লান্ত সেবার সফলতা প্রাপ্তকারী বিশেষ বাচ্চাদেরকে সেবার অভিনন্দন, হৃদয়ের অভিনন্দন প্রদান করছি। আওয়াজ মুখরিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা -

সর্ব দিব্য বুদ্ধি আধ্যাত্মিক বরদানী আত্মারা, সদা বুদ্ধি-বল'কে সময় অনুযায়ী, কার্য অনুসারে ইউজকারী জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাদেরকে, সদা নিজের ফরিস্তা ফিচার্স দ্বারা অখন্ড সেবা করতে থাকা স্বতঃ সহজ পুরুষার্থী আত্মাদেরকে বাপদাদার

স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

ডবল বিদেশী ভাই-বোনের আলাদা-আলাদা গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ -

১) সকলে নিজের ভাগ্যকে দেখে আনন্দিত থাকো ? যত আত্মারাই আসুক না কেন, কিন্তু তোমাদের ভাগ্য সর্বদাই রয়েছে । তোমরা তাদেরকে এগিয়ে দিলেও তোমরাই এগিয়ে থাকবে। কেননা যারা অন্যদেরকে এগিয়ে দেয়, তারা স্বতঃই আগেই থাকে। অন্যদেরকে আগে রাখলে তোমাদের পূণ্য জমা হতে থাকবে। তাহলে এগিয়ে যাচ্ছো তো তোমরা তাই না ! সদা এই লক্ষ্য প্রতিটি কদমে যেন থাকে যে, অগ্রসর হতেও হবে আর করাতেও হবে। বাবা যেমন বাচ্চাদেরকে আগে রেখেছিলেন আর স্বয়ং ব্যাকবোন ছিলেন কিন্তু বাচ্চাদেরকে এগিয়ে রাখতেন। তো তোমরাও তো ফলো ফাদার, তাই না ! যেখানে যতখানি বাবাকে ফলো করবে, ততই নম্বর ক্রমানুসারে বিশ্বের রাজ্য সিংহাসনেও নম্বরক্রমে ফলো করবে। সিংহাসন নিতে চাও নাকি কেবল সিংহাসনাসীনকে দেখতে চাও ? (বসতে চাই) সত্যযুগে তো আট জন বসবে, তাহলে কী করবে ? একটু সময়ের জন্য টেস্ট করবে ? যখন বিশ্ব-মহারাজন নিজের মহলে যাবেন, তো তখন বসে দেখবে ? তারপর কী করবে ? এতটা সময় সদা বাবার সাথে খাওয়া দাওয়া করবে, খেলা করবে, পড়াশোনা করবে ততখানি ওখানেও একসাথে থাকবে। তো ব্রহ্মা বাবার প্রতি গভীর ভালোবাসা আছে না ! বাপদাদাও খুশী হন যে ব্রহ্মা বাবার আদরের ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা রয়েছে ! ব্রহ্মা বাবার সাথে অনেক জন্ম সমীপে থাকবে, সাথে থাকবে। ২১ জন্মের গ্যারান্টি তো আছেই - ভিন্ন নাম রূপে ব্রহ্মার আত্মার সাথে সম্বন্ধে থাকবে। এটা হৃদয়ে অনুভূত হয় নাকি বলছি বলে সেইজন্য বলছো ? ফিলিং আসে ? যত বেশী সমীপতার স্মৃতি থাকবে ততই ন্যাচারাল নেশা, নিশ্চয় স্বতঃতই থাকবে। অন্তর থেকে সদা এটাই অনুভব করো - অনেক বার বাবার সাথী হয়েছি, এখনও আছি আর অনেক বার হতেও থাকব। বাচ্চাদের অবিনাশী পুরুষার্থ দেখে বাপদাদা বিশেষ ভাবে খুশী হন। সর্বদা মা-বাবা আর পরিবারের সকলের ছোট বাচ্চাদের প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকে আর সকলের ভালোবাসাই তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাপদাদা সদা দেখতে থাকেন যে কোন্ কোন্ বাচ্চা কতখানি অগ্রসর হয়েছে আর কতখানি সেবার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সুতরাং সর্বদা এই বরদান স্মরণে রাখবে যে, সদা যেন নিরন্তর আর ন্যাচারাল পুরুষার্থ থাকে। এই বছর এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে স্মৃতি স্বরূপ হতে হবে । প্রত্যেকে যাতে মনে করে যে, এই বরদানটি হল পার্সোনালি 'আমার' বরদান'। আচ্ছা !

২) সকলে তোমরা বিজি থাকো তাই না ! যারা বিজি থাকে তাদের কাছে মায়া আসে না। কেননা তোমাদের কাছে তাকে রিসিভ করবার টাইম নেই। তো এতটা বিজি থাকো নাকি কখনো কখনো রিসিভ করে নাও ? ব্রাহ্মণ হয়েছ কেন ? বিজি থাকার জন্যই তো না ? বাপদাদা মজার ছিলে বলেন যে, যারা বিজি থাকে তারাই হল অনেক বড় বড় বিজনেসম্যান। সারাদিনে কত বড় বিজনেস করো ? জানো তার হিসাব ? হিসাব রাখতে জানো ? প্রতিটি কদমে হল পদম গুণ উপার্জন । কদমে পদম - সমগ্র কল্পে এই রকম বিজনেস কেউ করতে পারে না। তাই যতখানি জমা হয় সেই জমার কারণে খুশী অনুভূত হয়। সবচেয়ে বেশী খুশী কার হয়ে থাকে ? নেশার সাথে বলো - 'আমরা খুশী না হলে তবে কে খুশী হবে ?' এই নেশাও হবে কিন্তু নির্মান (নিরহংকারী) । যেমন সুন্দর গাছের চিহ্ন হল - ফুলন্ত এবং ফল-ভারে বুকে থাকা। এই রকম নেশা রয়েছে ? তো দুইই যেন একসাথে থাকে। তোমাদের সকলের ন্যাচারাল জীবনই তো এই রকম হয়ে গেছে - যাকেই দেখবে তো সেই স্মৃতিতে দেখবে যে, ইনি একই পরিবারেরই আত্মা। সেইজন্য ক্ষতিকারক কোনো নেশা নয়। প্রত্যেক আত্মার প্রতি অন্তরের ভালোবাসা স্বতঃতই ইমার্জ হয়ে থাকে । কখনোই কারো প্রতি ঘৃণা আসতে পারে না। কখনো কেউ যদি গালিও দেয় তবুও ঘৃণা আসতে পারে না, মনে কোশ্চেন উঠতে পারে না। যেখানে কোশ্চেন মার্ক থাকবে সেখানে অস্থিরতা অবশ্যই আসবে। ফুলস্টপ যারা লাগায় তারা পাশ হয়ে যায়। ফুলস্টপ তারাই লেখা গাতে পারে - যাদের কাছে শক্তি গুলির ফুল স্টক রয়েছে। আচ্ছা -

বাপদাদা বিদায়কালে সকল বাচ্চাদেরকে হোলির অভিনন্দন জানালেন -

হোলি বাচ্চাদের জন্য সদা হোলি। সদাই জ্ঞান-রঙে রাঙানো। সেইজন্য খাস (বিশেষ) রঙ লাগানোর প্রয়োজন পড়ে না। এরা তো লাগায়ও না, তাই না ? ফরেনে তোমরা তো লাগাও না। সে'সব তো হল মনোরঞ্জন। বাকি রঙে রাঙিয়ে মিকি মাউস হয়ো না। সদা হোলিহংস তোমরা, হোলি থাকো আর হোলি পালন করে থাকা আত্মা তোমরা। অন্যদেরকেও হোলি বানানোর রঙ ছড়িয়ে থাকো। সকল বাচ্চাদেরকে হোলির অভিনন্দন আর তার সাথে সাথে উৎসাহ-উদ্দীপনাময় জীবনে ওড়ার জন্যও অভিনন্দন। আচ্ছা !

- *বরদান:-*
- সাক্ষী ভাবের অচল আসনে বিরাজিত হয়ে অচল-অটল, প্রকৃতিজিৎ ভব
প্রকৃতি যদি অস্থিরতা সৃষ্টি করে কিম্বা নিজের সুন্দর খেলা দেখায় - দুয়ের ক্ষেত্রেই প্রকৃতিপতি আত্মারা
সাক্ষী হয়ে খেলা দেখে। খেলা দেখতে মজা লাগে, ঘাবড়ে যায় না। যারা তপস্যার দ্বারা সাক্ষী ভাবের
স্থিতির অচল আসনে বিরাজমান থাকার অভ্যাস করে, তাদের প্রকৃতির কিম্বা ব্যক্তির কোনো কথা বা
বিষয়ই নাড়াতে পারে না। প্রকৃতি ও মায়ার ৫ - ৫ খেলোয়াড় নিজেদের খেলা খেলছে আর তোমরা সাক্ষী
হয়ে দেখো, তখন বলা হবে অচল-অটল, প্রকৃতিজিৎ আত্মা।
- *স্লোগান:-*
- মন-বুদ্ধিকে এক বাবাতে একাগ্রকারীরাই পূণ্য আত্মা হয়ে ওঠে।

সূচনাঃ - আজ হল মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোন সন্ধ্যা ৬. ৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের
সময় পরমধামের উচ্চ স্টেজে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণ গ্লোবে পবিত্রতার শক্তিশালী কিরণের দ্বারা পবিত্রতা, শান্তি আর শক্তির সকাশ ছড়াবেন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছে যাকিছু আছে, তা ঈশ্বরীয় সেবায় অর্পণ করে সফল করে নাও, কলেজের সাথে হাসপাতালও খুলতে থাকো"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, শিববারার সঙ্গে তোমাদের এমন কোন্ একটি অত্যন্ত রম্য এবং গুপ্ত সম্পর্ক রয়েছে ?

*উত্তর:- তোমরা বোলো যে শিববাবা আমাদের বাবাও আবার বাচ্চাও, কিন্তু বাবা আবার বাচ্চা কীভাবে হন, এ হলো অতি রমণীয় এবং গোপন কথা। তোমরা ওঁনাকে বালকও মনে করো কারণ ওঁনার উপর সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়ে যাও। সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রথমে তোমরা ওঁনাকে দাও। যে শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী করে, সে-ই ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। এই সন্তান(শিববাবা) বলেন যে তোমাদের ধন-দৌলত আমার চাই না। তোমরা কেবল শ্রীমতে চলো তাহলেই তোমাদের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

*গীত:- মাতা ও মাতা.....

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি কে বলছে ? শরীর বলছে, নাকি আত্মা বলছে ? এ'টা বাচ্চাদের ভালভাবে বুঝতে হবে। এক হলো আত্মা, দ্বিতীয় হলো শরীর। আত্মা হলো অবিনাশী। এই আত্মা স্বয়ং নিজের পরিচয় দেয় যে আমি হলাম বিন্দু-স্বরূপ আত্মা। যেমন পরমাত্মা বাবা নিজের পরিচয় দেন যে আমায় পরমাত্মা কেন বলা হয়ে থাকে ? কারণ আমি হলাম সকলের পিতা। সকলেই বলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, হে ভগবান, এ'সব বুঝবার মতন বিষয়(কথা)। অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। যেমন আর যা শোনানো হয়ে থাকে তা সত্য নয়, মানুষ যা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বলে থাকে তা সবই অসত্য। একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, তিনিই সত্য বলবেন। বাকি মানুষমাত্র সকলেই ওঁনার বিষয়ে অসত্য বলবে সেইজন্য বাবাকে সত্য বলা হয়ে থাকে, সত্য ভূখন্ডের রচনাকার। ভারতই সত্য ভূখন্ড ছিল, বাবা বলেন -- আমিই সত্য ভূখন্ড রচনা করেছিলাম। সেইসময় ভারত ব্যতীত আর কোনো ভূখন্ড ছিল না। এ'সকল সত্য-স্বরূপ বাবাই বলতে পারেন। পূর্বের ঋষি, মুনিরা সকলেই বলে গেছেন যে আমরা রচয়িতা ঈশ্বর এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। না-না করে গেছেন। কোনো পরিচয় দিতে পারেননি। বাবার পরিচয় বাবাই দেন। আমি হলাম তোমাদের পিতা। আমিই এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করি - শঙ্করের দ্বারা। নতুন সৃষ্টি ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করি। আমিই তোমাদের নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে থাকি। বাকি যারা আমার বিষয়ে তোমাদেরকে শোনাবে সে'সব মিথ্যাই শোনাবে। যারা বসবাস করে চলে গেছে, তাদের কেউ জানেনা। সত্যযুগীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বোচ্চ ছিলেন। নতুন দুনিয়া যা উদ্ভূত ছিল সেখানকার মালিক ছিলেন। তাহলে এত উদ্ভূত দুনিয়া কে রচনা করেছিলেন এবং তার মালিককেও কে গড়ে তুলেছিলেন! তা কেউ জানে না। বাবা জানেন, যারা স্বর্গের রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল তাদের বুদ্ধিতেই এ'কথা বসবে। গায়নও রয়েছে - 'তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার, তোমার কৃপায় সুখ প্রগাঢ়'। এ'টা কার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়ে থাকে ? লৌকিকের উদ্দেশ্যে, নাকি পারলৌকিকের উদ্দেশ্যে? লৌকিকের তো এ'রকম মহিমা হতে পারে না। সত্যযুগেও এই মহিমা কারোর থাকতে পারে না। তোমরা এখানে এসেছো সেই মাতা-পিতার থেকে ২১ জন্মের জন্য গভীর সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে, রাজ্য-ভাগ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে। ভগবানই হলেন রচয়িতা আর ওঁনার সাথে মাতাও থাকবেন, তাই না! বাচ্চারা, এখানে তোমরা মাতা-পিতার কাছে এসেছো। এখানে কোনো গুরু-গোঁসাই নেই। বাবা বলেন, তোমরা আমার থেকে পুনরায় স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণই রাজত্ব করতো। শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই ভালবাসে, তাহলে রাধাকে কেন করে না? ছোটবেলায় লক্ষ্মী-নারায়ণ কে ছিল ? তা কেউ জানে না। লোকেরা মনে করে যে ওঁনারা দ্বাপরযুগে ছিলেন। মায়া রাবণ সম্পূর্ণ তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন করে দিয়েছে। তোমরাও প্রথমে পশ্চরবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলে। বাবা তোমাদের পারশবুদ্ধিসম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র বাবা-ই পারশবুদ্ধিতে পরিনত করেন। স্বর্গে সোনার মহল থাকবে। এখানে তো সোনা কেন তামাও পাওয়া যায় না। তামার পয়সাও তৈরী করা হয় না। ওখানে তামার কোনো মূল্য নেই। এই যে গায়ন করা হয় -- কারোর ধন ধূলায় মিশে যাবে, কারোর রাজা গ্রাস করে নেবে... তা পুনরায় অবশ্যই ফিরে আসবে। অবশ্যই আগুন লেগেছিল। বিনাশ হয়েছিল, তা পুনরায় হবে। অবশ্যই ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন দৈবী-স্বরাজ্য স্থাপন হতে চলেছে। বাচ্চারা, তোমাদের রাজত্ব প্রদান করি, এখন যে যতখানি পড়বে। বিচার করা উচিত যে এখানে সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন রাজা-রানী তথা প্রজা কোথা থেকে আসবে ? তারা রাজ্য কোথা থেকে প্রাপ্ত করেছে ? একে-অপরের থেকে নিয়েছে নাকি সূর্যবংশীয়দের থেকে চন্দ্রবংশীয়রা নিয়েছে ! চন্দ্রবংশীয়দের থেকে আবার বিকারী রাজারা নেয়, রাজাদের থেকে আবার কংগ্রেস সরকার নিয়েছে। এখন আর কোনো রাজত্ব নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণ

স্বর্গের মালিক ছিলেন, তাই না! - ৮ টি বংশ চলেছে। ত্রেতায় সীতারামের রাজ্য ছিল। তারপর মায়ার রাজ্য শুরু হয়ে থাকে। বিকারী রাজারা, নির্বিকারী রাজাদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করতে থাকে। যারা পূজ্য ছিল তারাই পূজারী হয়ে গেছে। এখন তো বিকারী রাজারাও নেই। পুনরায় এখন নতুন দুনিয়ার হিস্ট্রি রিপীট হবে। নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। যে পরীক্ষায় পাশ করবে সে-ই প্রতিকল্পে উচ্চপদ লাভ করবে। এ হলো পড়া, গীতা পাঠশালা। বাস্তবে এটিকে গডফাদারলী ইউনিভার্সিটি বলা উচিত কারণ এর মাধ্যমেই ভারত স্বর্গ হয়ে যায়। কিন্তু এ'কথা সকলেই বোঝে না। একটু দেরী রয়েছে। ভবিষ্যতে এর প্রভাব দেখা যাবে। এ'সব শিববাবাই বুঝিয়ে থাকেন। শিববাবাই বলো বা শিব-বালকই বলো ? তিনি হলেন শিববাবাও আবার তিনি মাতাও। এখন বলো শিবের কি মা আছে ? শিব কি তোমাদের সন্তান ? যারা বলে শিব আমাদের বাবাও, বাচ্চাও তারা হাত তোলো ! এ হলো অত্যন্ত রমণীয় এবং গোপন কথা। বাবা আবার বাচ্চা কীভাবে হতে পারে ? বাস্তবে কৃষ্ণ তো গীতা শোনায়নি। সে তো মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিল। সত্যযুগে তাই কলসী ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলার কোনো কথাই নেই। গীতা শুনিয়েছেন শিব। ওঁনাকে বালকও মনে করা হয়, কারণ ওঁনার উপর সমর্পিত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার তাঁকেই দিয়ে থাকে। তোমরা গাইতেও থাকো যে শিববাবা যখন তুমি আসবে তখন সমর্পিত হয়ে যাবে। এখন বাবা বলেন -- তোমরা আমায় উত্তরাধিকারী করলে, আমি তখন তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেব। লৌকিক বাচ্চারা তোমার থেকে নেবে, কিন্তু দেবে না কিছুই। দেখো, ইনি তো কত দেন। হ্যাঁ, আপন সন্তানদের দেখভাল অবশ্যই করো কিন্তু শ্রীমতে চলো। এইসময়ের বাচ্চারা বাবার ধন-সম্পদ দিয়ে পাপই করবে। এই সন্তান(শিব) বলেন যে - আমি তোমার ধন-দৌলত দিয়ে কি করবো। আমি তোমাদের বাদশাহী (রাজত্ব) দিতে এসেছি, কেবল শ্রীমতানুসারে চলো। যোগের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য, আর অধ্যয়নের মাধ্যমে রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। এ'রকম কলেজ কাম ইউনিভার্সিটি খোলো। শিববাবা হলেন দাতা, আমি নিয়ে কি করবো! হ্যাঁ, যুক্তি বলে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেবায় নিয়োজিত করো। শ্রীমতে চলো। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করে, তিনি তো প্রিন্স ছিলেন, তিনি অভুক্ত ছিলেন নাকি! পরিবর্তে শিববাবা তোমাদের অনেক কিছু দেন। ভগবান ভক্তির ফল প্রদান করেন। উনি হলেন দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী। তোমাদের সন্নতি প্রদান করার আর কেউ নেই। বাচ্চারা, আমি তোমাদের সন্নতি করি। আচ্ছা বাবা, তবে দুর্গতি কে করে ? হ্যাঁ বৎস, রাবণের প্রবেশতার কারণে, রাবণের মতের জন্য সকলেই তোমাদের দুর্গতিই করে এসেছে। রাবণের মতানুসারে সম্পূর্ণ ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এখন আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী বানিয়ে স্বর্গের মালিক করে দিই। এখানে তোমরা যাকিছুই করবে তা আসুরীয় মতানুসারেই করবে। এখন দেবতা হতে চাও তো আর সঙ্গ পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার সঙ্গেই যোগসূত্র স্থাপন করো। আমার মতে যত চলবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। না পড়লে প্রজাতেও কম পদ লাভ করবে। একবার শুনে, ধারণ করলে তখন স্বর্গে যাবে কিন্তু পদপ্রাপ্তি কম হবে। দিনে-দিনে উপদ্রব অনেক আসবে। যাতে মানুষও বুঝতে পারবে যে এ তো হলো সেই সময়কাল। কিন্তু অনেক দেরীতে আসার জন্য অত উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। যোগ ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে না। এখন সবকিছুরই বিনাশের সময়। হিসেব-নিকেশ চুক্ত করতে হবে। এখানে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সত্যযুগে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। কর্ম তো অবশ্যই সকলে করবে। কর্ম ব্যতীত কেউ থাকতে পারবে না। আত্মা বলে - আমি এই কাজ করছি। ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্য রাতে বিশ্রাম নিয়ে থাকি। এই কর্মেন্দ্রিয়কে পৃথক মনে করে শুয়ে পড়ি, যাকে নিদ্রা বলা হয়ে থাকে। এখন বাবা বলেন - হে আত্মা, আমি তোমাদের শুনিয়ে থাকি, তাই ধারণ করো। গৃহস্থী জীবনে থেকে পড়াও করো। পড়াশোনার মাধ্যমেই উচ্চপদ প্রাপ্ত হবে। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত এই জ্ঞান বুদ্ধিতে বসবে না। মায়া বুদ্ধিকে অপবিত্র করে দেয় সেইজন্যই বাবার নাম পতিত-পাবন। গায়ন করে যে তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার.... কিন্তু এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি সন্তান হয়েছো, জানো যে এই সহজ রাজযোগের বলেই ২১ জন্মের জন্য আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাব সেইজন্যই তোমরা এসেছো। ভক্তিমার্গে তোমরা গাইতে (কীর্তন করতে), এখন গায়ন বন্ধ হয়ে গেছে। স্বর্গে গায়ন হয়ই না, পুনরায় ভক্তিতে হবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের মাতা-পিতা হয়ে তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়ে দিই। মায়া পুনরায় নরকবাসী করে দেয়, এ হলো খেলা। এটা বুঝে মৃত্যুর পূর্বে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও। নাহলে রাজ্য-ভাগ্য হারিয়ে ফেলবে। পতিতরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। তারা পুনরায় প্রজায় চলে যাবে। এতেও পদমর্যাদা নশ্বরের অনুক্রমেই পায়।

বাবা বলেন, এই মৃত্যুলোকে এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন আমার মতানুসারে চলো তবেই তরী পার হয়ে যাবে, এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথাই নেই। পড়ায় কখনো অন্ধশ্রদ্ধা থাকে না। পরমাত্মা পড়ান। নিশ্চয় ব্যতীত পড়বে কীভাবে ? পড়তে-পড়তে পুনরায় মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেয়, তখন পড়া ছেড়ে দেয় সেইজন্য গাওয়া হয় যে আশ্চর্য হয়ে শোনে, অন্যদেরকে জ্ঞান শোনায়..... তারপর বাবাকে পরিত্যাগ করে দেয়। কিন্তু তবুও ভালবাসা থাকলে তখন বাবার সাথে এসে সাক্ষাৎ করে। ভবিষ্যতে অনুতাপ করবে যে বাবার বাচ্চা হয়ে তারপর বাবাকে ছেড়ে দিয়েছি। মায়ার হয়ে

গেলে তখন তাদের সাজাও অনেক হয়ে যায় আর পদও ব্রষ্ট হয়ে যায়। কল্প-কল্পান্তরের জন্য আপন রাজ্য ভাগ্য হারিয়ে ফেলবে। সাজা ভোগ করে প্রজা পদ প্রাপ্ত করলে তাতে লাভ কি! বাবার সম্মুখে এসে অনেকেই শোনে - পুনরায় জটিল কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে ভুলে যায়। প্রথম সারির (নম্বরের)পাপ হলো কাম-কাটারী চালানো সেইজন্য বাবা বলেন, পুঁতিগন্ধময় কখনও হয়ো না। বাবা এসে সকলের বস্ত্র পরিষ্কার করে থাকেন। বাবাই সকল পতিতদের পবিত্র করে দেবেন। সত্যযুগে কোনো পতিত থাকবে না। তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন রাবণের মত ত্যাগ করে শ্রীমতে চলতে হবে এবং আর সব সঙ্গ পরিত্যাগ করে একমাত্র বাবার সঙ্গেই জুড়ে থাকতে হবে।

২) নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে। কোনো বিঘ্নেই বাবার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। যোগের দ্বারা সুস্বাস্থ্য এবং পড়ার মাধ্যমে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদান:- জ্ঞানের জলে সাঁতার কাটতে আর উঁচু স্থিতিতে উড়তে থাকা হোলি-হংস ভব যেমন হাঁস সর্বদা জলে সাঁতারও কাটে আবার উড়ন্তও হয়ে থাকে তেমনই তোমরা প্রকৃত হোলি-হংস বাচ্চারাও উড়তে এবং সাঁতার কাটতেও জানো। জ্ঞানকে মনন করা অর্থাৎ জ্ঞান-অমৃত বা জ্ঞান-জলে সাঁতার কাটা আর উড়তে থাকা অর্থাৎ উচ্চ স্থিতিতে অবস্থান করা। এ'রকম জ্ঞান মনন করা অথবা উচ্চ স্থিতিতে অবস্থানকারী হোলি-হংস কখনও হৃদয় কখনো মুষড়ে পড়তে বা নিরাশ হতে পারে না। সে অতীতে বিন্দু লাগিয়ে কখন, কেন-র জাল থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যেতে এবং উড়ে নিয়ে যেতে থাকে।

স্লোগান:- মণি হয়ে বাবার ললাটের মধ্যভাগে উজ্জ্বলতা প্রদানকারীই হলো মস্তকমণি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাথে যদি মিলিত হতে হয়, পবিত্র যদি হতে হয় তাহলে প্রকৃত আশিক (প্রেমী) হও, এক বাবা ছাড়া আর কাউকেই স্মরণ করো না"

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণ, যারা দেবতা হয়, সেই ব্রাহ্মণদের পদ দেবতাদের থেকে উঁচু, তা কীভাবে ?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণরা হলো এই সময় প্রকৃত আত্মারূপী সমাজ সেবক । মানুষকে তারা আত্মিক পবিত্রতা, যোগের ইঞ্জেকশন লাগায় । ভারতের ডুবন্ত নৌকাকে তারা শ্রীমতের আধারে পারে নিয়ে যায় । নরকবাসী ভারতকে স্বর্গবাসী বানায় । এমন সেবা দেবতারা করবে না । তারা তো এই সময়ের সেবার প্রালঙ্ভ ভোগ করে, তাই ব্রাহ্মণরা দেবতাদের থেকেও উঁচু ।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ পৃথক....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । আমরা হলাম জীব আত্মা । আত্মা আর শরীর, আত্মাকে আত্মা আর শরীরকে জীব বলা হয় । আত্মারা পরমধাম থেকে আসে । এখানে এসে তারা শরীর ধারণ করে । এ হলো কর্মক্ষেত্র, যেখানে এসে আমরা ভূমিকা পালন করি । বাবা বলেন, আমাকেও ভূমিকা পালন করতে হবে । আমি তো পতিতকে পবিত্র করতে এসেছি । এই সময় এই পতিত দুনিয়াতে একজনও পাবন নেই । আবার পাবন দুনিয়াতে একজনও পতিত থাকবে না । সত্যযুগ, ত্রেতা পাবন, দ্বাপর আর কলিযুগ পতিত । পতিত পাবন বাবা এসে সবাইকে শিক্ষা দেন যে - হে আত্মারা, তোমরা এই শরীরের সঙ্গে ৮৪ জন্মের পাট সম্পূর্ণ করেছো । এতে অর্ধেক সময় সুখ আর অর্ধেক সময় দুঃখ পেয়েছো । দুঃখও ধীরে ধীরে শুরু হয় । এখন অনেক দুঃখ । আরো অনেক বিপর্যয় আসবে । এই সময় সকলেই ব্রষ্টাচারী । কারোর যোগই বাবার সঙ্গে নেই । আত্মা নিজেকে ভুলে গিয়েছে । বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন, যেমন প্রেমিক - প্রেমিকা (আশিক - মাশুক) হয় না ? যেমন দেখা, ছেলে আর মেয়ে, একে অপরকে একদম জানেই না । এদের দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তখন প্রেমিক - প্রেমিকা (আশিক - মাশুক) হয়ে যায় । ওই বিবাহ বন্ধন হয় বিকারের জন্য । তাদের বিকারী - পতিত আশিক - মাশুক বলা হবে । দ্বিতীয় আশিক - মাশুক হয়, যারা কেবল চেহারা দেখেই প্রেমিক হয়, যেমন লায়লা - মজনু ইত্যাদি, যারা একে অপরের চেহারাই দেখতে থাকে । তারা বিকারে যায় না । কাজ করতে করতেই মাশুক তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে । মীরার সামনে যেমন কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে যেত । এখন ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা মাশুক, যাঁর আশিক আমরা আত্মারা সকলেই হয়েছি । সবাই তাঁকে স্মরণ করে । আশিক অনেক, কিন্তু মাশুক সকলেরই একজন । সমস্ত মনুষ্য মাত্র ওই একজনের আশিক । মানুষ ভক্তি করে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য । ভক্তরা হয় আশিক আর ভগবান হলেন মাশুক । এখন কীভাবে মিলন হবে ? তাই সকলের যিনি মাশুক, সেই পরমাত্মা এখন আসেন । তিনি এখন আসেন আর বলেন, বাচ্চারা তোমাদের যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে হয়, তাহলে নিরন্তর আমি এই 'এক'কে স্মরণ করো । আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে আমার আশিক হও । এই রাবণ রাজ্যে দুঃখই দুঃখ । এখন এর বিনাশ হতে হবে । আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি । তোমাদের এই হলো অস্তিম জন্ম, তাই স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা ধর্মরাজের দণ্ডের হাত থেকেও মুক্ত হবে । ওই নিরাকার বাবা বলেন, - আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, এখন হলো অস্তিম সময়, তোমাদের শিরে পাপের বোঝা । তোমাদের এখন পুণ্য আত্মা হতে হবে । যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে । বাবা বলেন, তোমরা ৬৩ জন্ম এই রাবণ রাজ্যে পাপ আত্মা ছিলে । বাবা এখন তোমাদের পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা বানান । দেবতারা হলেন পুণ্য আত্মা । পাপ আত্মারাই পুণ্য আত্মাদের পূজন করে । এখন এ হলো অস্তিম জন্ম, মরতে তো সবাইকেই হবে, তাহলে কেন না আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নিই । কেন না পুণ্য আত্মা হয়ে যাই । সবথেকে বড় পাপ হলো বিকারে যাওয়া । বিকারীকে পতিত আর নির্বিকারীকে পাবন বলা হয় । সন্ন্যাসীরাও পতিত ছিলো তাই তো তারা পাবন হওয়ার জন্য ঘরবাড়ি ত্যাগ করে । তারপর যখন পাবন হয় তখন সকলেই তাদের সামনে মাথা নত করে । প্রথমে যখন তারা পতিত ছিলো, তখন কেউই মাথা নত করতো না । এখানে তো মাথা নত করার কোনো কথাই নেই । বাবা বাচ্চাদের শ্রীমৎ প্রদান করেন, নিজেকে আত্মা মনে করো আমরা এখানে এসেছি ভূমিকা পালন করতে, এরপর আমাদের বাবার কাছে যেতে হবে । এখন জাগতিক তীর্থ যাত্রা সব বন্ধ হয়ে যাবে । তোমাদের নিজের ঘর শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে । মানুষ যখন তীর্থ যাত্রায় যায়, তখন সেই সময় পবিত্র থাকে । তারপর ঘরে ফিরে এসে আবার পতিত হয়ে যায় । এ হলো অল্পকালের জন্য দেহের যাত্রা । বাবা এখন তোমাদের আত্মিক যাত্রা শেখান । বাবা বলেন - তোমরা যদি আমার শ্রীমতে চলো তাহলে অর্ধেক কল্প অপবিত্র হবে না । সত্যযুগে রাধা - কৃষ্ণের বিবাহ তো

পতিত হওয়ার জন্য হয়ই না । ওখানে তো সকলেই পবিত্র । যোগবলের দ্বারা ওখানে সন্তানের জন্ম হয় । যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও । ওখানে বাচ্চারা কখনোই শয়তানী করে না, কেননা মায়া ওখানে থাকে না । বাচ্চারা ওখানে ভালো কর্মই করবে । ওই কর্ম অকর্ম হয়ে যাবে । এখানে রাবণ রাজ্যে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় । এই খেলা তৈরীই আছে । তোমরা সকল কুমার - কুমারীরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই - বোন । শিব বাবার পৌত্র হয়ে গেলে । স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পাওয়া যায় । বাবা এখন এসে মেল - ফিমেল উভয়ের যোগই নিজের সঙ্গে লাগান । তিনি বলেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমরা পবিত্র থাকো । এই বাহাদুরী দেখাও । একত্রে থেকে কাম অগ্নি যেন না লাগে, এমনভাবে থেকে যদি দেখাতে পারো তাহলে উঁচু পদ পাবে । ভীষ্ম পিতামহের মতো ব্রহ্মচারী হতে হবে, এতেই পরিশ্রম । মানুষ মন করে এ খুবই মুশকিল কিন্তু এই উপায় তো বাবাই শেখান ।

শিব ভগবান উবাচঃ - কৃষ্ণ কোনো ভগবান নন । তিনি তো দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করও সূক্ষ্মবতন নিবাসী । ব্রহ্মার পদ বিষ্ণুর থেকে উঁচু । ব্রাহ্মণদের পদ যেমন দেবতাদের থেকে উঁচু, কেননা এই সময় তোমরা হলে আত্মা রূপী সমাজ সেবক । তোমরা মানুষকে আত্মিক পবিত্রতা এবং যোগের ইঞ্জেকশন লাগাও । তোমরাই এই ভারতকে স্বর্গ বানাও, তাই যারা বানায় তাদের মহিমা বেশী । যদিও তোমরাই দেবতা হও, কিন্তু এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে সেবা করো, দেবতা রূপে তোমরা সেবা করবে না । ওখানে তো তোমরা রাজত্ব করবে । তোমাদের সেবা হলো নরকবাসী ভারতকে স্বর্গবাসী করা, এইজন্য বন্দে মাতরম বলা হয় । শিব শক্তি সেনা । মাশ্বাকে সিংহবাহিনী দেখানো হয়, কিন্তু এমন কিছু নয় । তোমরা হলে সিংহী, কেননা তোমরা পাঁচ বিকারকে জয় করো । ভারতকে তোমরা স্বর্গ বানাও । এ হলো উচ্চ সেবা, তাই শক্তিদের মন্দির অনেক আছে । মূখ্য হলেন এক । শক্তি প্রদানকারী হলেন শিব বাবা । সমস্ত মহিমাই তাঁর । এরপর যারা যারা সাহায্যকারী, তাদেরও নাম আছে । মেল পাণ্ডবদেরও মহারথী বলা হয় । মেল - ফিমেল উভয়কেই প্রয়োজন । প্রবৃত্তি মার্গ তো, তাই না । কখনোই কোনো বিকারী গুরু করা উচিত নয় । গৃহস্থীকে গুরু করলে তো কোনো লাভই নেই । গৃহস্থী অথবা পতিত, পতিতকে পেয়েছে, সে কখনোই পাবন করতে পারবে না । নিজেদের সন্ন্যাসীদের অনুসরণকারী বলে কিন্তু নিজে সন্ন্যাসী হয় না, তাহলে এও মিথ্যাই হলো । আজকাল তো অনেকেই ঠগবাজ । গৃহস্থীরা গুরু হয়ে বসে যায়, তারা পবিত্রতার কথা তোলেই না । বাবা তো এখানে বলেন, পবিত্র হলেই তোমাদের বাচ্চা বলা হবে । পবিত্র হওয়া ব্যতীত তো রাজত্ব পাওয়াই যাবে না । তাই অবশ্যই বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে । এরপর যারা যাঁকে মানবে, মনে করো যারা গুরু নানককে মানবে তারা তাঁর ঘরানাতেই যাবে । স্বর্গে সেই আসবে, যে এই সময় শিক্ষা নিয়ে পবিত্র হবে । গুরু নানককে কোনো দেবতা বলা হবে না । দেবতা থাকে সত্যযুগে । ওখানে অনেক সুখ, অন্য ধর্মের যারা, তারা তো স্বর্গ সুখ জানেই না । স্বর্গে ভারতবাসীরাই থাকে । বাকিরা তো পরে আসে । যারা যারা দেবতা হয়েছিলো, আবার তারাই হবে । এই সময় মানুষ দেবতাদের পূজা করে, লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজা করে, আর নিজের ধর্ম হিন্দু বলে দেয়, কেননা মানুষ পতিত হয়ে গেছে তাই নিজের পবিত্র ধর্মকে ভুলে নিজেদের হিন্দু বলে দেয় । আরে, তোমরা তো দেবী - দেবতা ধর্মের, তাহলে কেন নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দাও । হিন্দু কোনো ধর্ম নয়, হিন্দু অর্থাৎ নেমে গেছে । দেবতার তো খুবই অল্প হয়, যারা এসে এখানে শিক্ষা নেয় - তারাই আবার মানুষ থেকে দেবতা হয় । অল্প শিক্ষা গ্রহণ করলে সাধারণ প্রজাতে আসবে । বাবার হতে পারলে বিজয় মালাতে আসবে । এখন তো তোমাদের রুহানী আশিক - মাশুক হতে হবে । সত্যযুগে দেহের হবে, কলিযুগেও দেহের । এখন এই সঙ্গম যুগে রুহানী আশিক হতে হবে এক মাশুকের ।

বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকো । বিকারে গেলে শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে, বিকারে নেমে গেলে লেখা উচিত যে, বাবা আমি মুখ কালো করে দিয়েছি । বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের গৌর অর্থাৎ সুন্দর হতে হবে । কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলা হয়, তাঁর আত্মা এই সময় কালো হয়ে গেছে । এরপর জ্ঞান চিতায় বসে সুন্দর হয়ে যাবে । ২১ জন্মের জন্য সুন্দর হয়ে যাবে তারপর আবার শ্যাম হবে । এই শ্যাম এবং সুন্দরের খেলা তৈরী হয়ে আছে । শ্যাম থেকে সুন্দর হতে এক সেকেণ্ড, আর সুন্দর থেকে শ্যাম হতে অর্ধেক কল্প লেগে যায় । অর্ধেক কল্প শ্যাম আর অর্ধেক কল্প সুন্দর । এক মুশাফির হলেন শিব বাবা, বাকি সব সজনীরা হলো কালী । বাবা তোমাদের সুন্দর করার জন্য যোগ শেখান । সত্যযুগে একনম্বর ন্যাচারাল বিউটি থাকে কেননা পাঁচ তত্ত্ব সত্যপ্রধান হওয়ার কারণে শরীরও সুন্দর হয় । এখানে তো নকল সৌন্দর্য । পবিত্রতা তো খুবই সুন্দর । বাবার কাছে অনেকেই আসে, পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু কেউ কেউ ফেল করে যায়, আবার কেউ পাশ করে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা স্বর্গে গিয়ে হীরে - জহরতের মহল বানাবো । এই শরীর ত্যাগ করে প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো । যারা বাবার বাচ্চা হবে তাদেরই এমন খেয়াল চলতে থাকবে । এ হলো ঈশ্বরীয় দরবার বা ঈশ্বরীয় পরিবার । গাওয়া হয় - তুমি মাতা - পিতা, আমি তোমার বালক, তাহলে তো পরিবার হয়ে গেলো, তাই না । ঈশ্বর হলেন ঠাকুরদাদা আর ব্রহ্মা হলেন বাবা । তোমরা হলে ভাই - বোন । স্বর্গের উত্তরাধিকার তোমরা

ঠাকুরদাদার থেকে নাও, তারপর হারিয়ে ফেলো, আবার বাবা ফিরিয়ে দিতে আসেন। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা প্রত্যক্ষভাবে বাবার হয়েছো। তোমরা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মার সন্তান এবং শিব বাবার পৌত্র। তাই একে ঈশ্বরীয় দরবারও বলা হয়, আবার ঈশ্বরীয় কুটুম্বও বলা যেতে পারে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্য মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান চিতায় বসে সম্পূর্ণ পাবন (গোরা) হতে হবে। পবিত্রতাই হল এক নম্বর বিউটি (সৌন্দর্য), এই সৌন্দর্যকে ধারণ করে বাবার বাচ্চা বলার অধিকারী হতে হবে।

২) এই অন্তিম সময়ে মাথার উপর যে পাপের বোঝা আছে, তা এক বাবার স্মরণে ভস্ম করতে হবে। পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে।

বরদানঃ:- কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা কস্মাইন্ড সেবা করে সফলতা মূর্তি ভব শরীর এবং আত্মা যেমন কস্মাইন্ড, ভবিষ্যৎ বিষ্ণু স্বরূপও কস্মাইন্ড, তেমনই বাবা এবং আমি আত্মাও কস্মাইন্ড, এই স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে স্ব সেবা এবং সর্ব আত্মাদের সেবা সাথে সাথে করো, তাহলে সফলতা মূর্তি হয়ে যাবে। এমন কখনোই বলা না যে, সেবাতে খুব ব্যস্ত ছিলাম তাই স্ব স্থিতির পার্ট টিলে হয়ে গিয়েছিলো। সেবাতে বুদ্ধির সাধনই হলো স্ব এবং সর্বের সেবা যেন কস্মাইন্ড হয়।

স্লোগানঃ:- জাগতিক ইচ্ছার অবিদ্যা হওয়াই হলো মহান সম্পত্তিবান হওয়া।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -- নিরাকারী দুনিয়া আর সাকারী দুনিয়ার বিস্তার

স্বয়ং পরমাত্মার কাছে আমরা জানতে পেরেছি যে, এক হলো নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয় হলো সাকারী দুনিয়া। এখন নিরাকারী দুনিয়াকে বলা হয় ব্রহ্মাও অর্থাৎ জ্যোতি মহাতত্ত্ব, যা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের আর পরমপিতা পরমাত্মার নিবাস স্থান। ওই নিরাকারী দুনিয়া থেকেই পরমাত্মা আমাদের মতো আত্মাদের অভিনয় করার জন্য সাকার সৃষ্টিতে পাঠান। ব্রহ্মাও যেমন আত্মাদের বৃক্ষ আছে, তেমনই সাকার সৃষ্টিতে আত্মাদের শরীর সহিত বৃক্ষ আছে। জড় ঝাড়ের যেমন উদাহরণ দেওয়া হয়, কিভাবে বৃক্ষের মূল নীচে থাকে, তেমনই এই মনুষ্য সৃষ্টিকেও উল্টো ঝাড় বলা হয়, কেননা মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষের মূল উপরে নিরাকারী দুনিয়াতে আছে। ওখানেও প্রত্যেক ধর্মের আলাদা - আলাদা সেকশন, ওই দুনিয়াতে কোনো চন্দ্র - সূর্যের প্রকাশ নেই, বরং ওই দুনিয়া তো স্বয়ং অথও জ্যোতি তত্ত্ব, যা স্থূল তত্ত্ব থেকে অতি সূক্ষ্ম। সাকার সৃষ্টি যেমন পাঁচ তত্ত্বের বানানো, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী, তাতেও পৃথিবী হলো স্থূল তত্ত্ব, তারমধ্যে সূক্ষ্ম হলো জল, তার থেকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব হলো অগ্নি, তার থেকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব হলো বায়ু, তারপর আকাশ তত্ত্ব। এখন এই পাঁচ তত্ত্ব থেকেও অতি সূক্ষ্ম এই অথও জ্যোতি মহাতত্ত্ব, যা এই স্থূল সৃষ্টির থেকে ওই পারে, নিরাকার দুনিয়া, যেখানে আমরা আত্মারা ডিমের আকারে (জ্যোতি বিন্দু রূপ) আমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে থাকি, তাই ব্রহ্মাওের থেকে পৃথক হলো এই সাকার সৃষ্টি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো কর্ম যেন বিকর্ম না হয় সেইদিকে সম্পূর্ণ রূপে মনোযোগী হতে হবে, প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমত নিয়ে কর্ম করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বিকর্ম হওয়া থেকে কারা রক্ষা পেতে পারে ? বাবার সহায়তা কারা পায় ?

*উত্তরঃ - যারা বাবার প্রতি স্বচ্ছ থাকে, প্রতিজ্ঞা করে বিকার দান করার পর কখনও ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্কল্পও করে না, তারাই বিকর্ম করা থেকে বেঁচে যায়। বাবার সহায়তা তারাই পেয়ে থাকে যারা কর্ম, বিকর্ম হওয়ার আগেই বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। সাকার বাবাকে সঠিকভাবে সত্য খবর শুনিয়ে থাকে। বাবা বলেন বাচ্চারা, সার্জনের কাছে কখনও রোগের কথা লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। পাপকে লুকালে সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে, পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে, সাজাও ভোগ করতে হবে।

*গীতঃ- শৈশবের দিনগুলি ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা শুনেছে গানের মধ্যে বাবা বাচ্চাদের সাবধান করে বলছেন যে তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ, তোমরা জানো আমরা ঈশ্বরের সন্তান। সম্পূর্ণ দুনিয়া বিশ্বাস করে যে উনি গডফাদার। ফাদার অর্থাৎ আমরা সবাই তাঁর সন্তান। পরমপিতা তো বাচ্চারাই বলবে। তোমরা হলে লৌকিকের বাচ্চা। এখন পারলৌকিক বাবার হয়েছ। কেন হয়েছ ? অসীমের পিতার কাছ থেকে অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং অবশ্যই স্বর্গে দেবতাদের বাদশাহী আছে। এসব জেনেই তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ। রাজার যদি সন্তান না থাকে তবে সন্তান দত্তক নিয়ে থাকে। বিত্তবানের সন্তানকেই দত্তক নেয়, কখনও গরিবের সন্তানকে দত্তক নেয় না। কিছু লাভ হবে তবেই তো দত্তক নেবে। তোমরাও এখন জেনেছ আমরা ঈশ্বরের হয়েছি, ঐন্নার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী পাব। এমন বাবাকে কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, ঐন্নার মতে চলা উচিত। রাবণের মতে চললে বিকর্ম করতেই থাকবে। ৫ বিকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। কখনও কোথাও প্রতারণার শিকার হলে সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মত নাও। কর্ম-বিকর্ম হওয়ার আগেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে বাবা আমি কি এটা করতে পারি ! সুতরাং বোঝান হয় কখনও দেহ-অভিমাণে আসবে না। নিজেকে আত্মা মনে করে পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে প্রতি পদক্ষেপে চলতে হবে। কখনও কোনো কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করে বাবা আমি অমূকের প্রেমে পড়েছি। আমি কাম-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছি। তুফান তো আসবেই, কিন্তু নিজেকে সামলে চলতে হবে। একবার নর্দমায় পড়া অর্থাৎ অসীমের পিতাকে ভুলে গিয়ে নিজের মুখ কলঙ্কিত করা। বাবা তোমাদের সুন্দর করে তুলতে এসেছেন সেইজন্য ৫ বিকারের ফাঁদে কখনোই ফেঁসে যেওনা। ফেঁসে যাবে তখনই যখন দেহ-অভিমান থাকবে। দেহী-অভিমानी হলে বাবার ভয় থাকবে। বিকার গ্রস্ত হলে বড় বিকর্ম হয়ে যাবে কেননা তোমরা বিকারকে দান করে দিয়েছ। যদি দান করে ফিরিয়ে নাও তবে তেমনই অবস্থা হবে যেমন হরিশ্চন্দ্রের দৃষ্টান্ত আছে। এখানে পয়সার কোনো বিষয় নেই। এখানে ৫ বিকার দানের কথা বলা হয়েছে। তোমাদের কাছে যে কাঁটা আছে সেটা দান করে দাও তারপর কখনও সেটা কার্যে ব্যবহার করবে না। আবার ফিরিয়ে নিলে বাবার কাছে বলতে হবে। না বললে পাপ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। বারবার বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বাবাকে বললে সহায়তা পাবে। আমরা শিববাবার সন্তান। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, কখনও হেরে যাব না। ৫ বিকার রূপী শত্রুর সাথে এখন জেতার বক্সিং চলছে। তার কাছে কখনও হার মানব না। যদি নিচে নামি শিববাবা তো জানতে পারবেন। চিঠি লেখার আদেশ দিয়েছেন বাবা, না লিখলে বিকর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর শতগুণ সাজা ভোগ করতে হবে। বাবাকে বললে অর্ধেক কেটে যাবে। এমন অনেক বাচ্চারা আছে যারা লজ্জায় কোনো খবরই দেয় না। যেমন কোনো খারাপ রোগ হলে সার্জনকে বলতে সঙ্কোচ বোধ হয়। সার্জন তখন কি বলবে ? এতে কি লাভ হবে? রোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। বাবা বোঝান বাচ্চারা কোনো পাপ করে থাকলে লুকিয়ে রেখো না। এতে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে আর কল্প-কল্পান্তর এভাবেই পদ পাবে না, আর জ্ঞানও ধারণ করতে পারবে না। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে বাবা তার কি গতি হবে? বাবা বলেন তাকে অধিক দন্ড ভোগ করতে হবে। প্রলয়ের সময় তোমাদের সব কর্মের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে না! মানুষ যেমন কাশীতে আত্মাহুতি (কাশী কলবট) দেয়। প্রকৃত অর্থে তোমরাই এখন শিববাবার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করছ। উত্তরাধিকার দাবি করার জন্য তোমরা শিববাবার সন্তান হও। কিন্তু যারা কাশীতে নিজেকে ঘাত করে, তারা আসলে জীবঘাত করে। নবধা ভক্তি করে আত্মাহুতি দেয়, তারা যে পাপ কাজ করে ঐ সময় সেটা ভোগ করে পাপ মোচন করে। কিন্তু পাপ কর্ম করা থেকে তো বিরত হতে পারে না। যোগ অগ্নি দ্বারাই পাপ ভস্মীভূত হয়। মায়ার রাজ্যে কর্ম-বিকর্মই হয়। সত্যযুগে

বিকর্ম হয়না কেননা ওখানে মায়া নেই। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। প্রথম নম্বরে ভ্রষ্টাচার হচ্ছে বিকারে আসা। জন্মই যেখানে ভ্রষ্টাচারে হয়, সেখানে পাপ তো তারা করবেই। এটা হচ্ছে রাবণ রাজ্য। রাবণকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু রাবণ কি জিনিস কিছুই জানে না। ৫ বিকারকেই বলা হয় রাবণ। স্বর্গে এসব বিকার থাকে না, সেইজন্যই তাকে নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড বলা হয়। সেখানে অন্য কোনো রাজ্য অথবা থল্ড থাকে না। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম সব পরে আসে। ওরাও প্রথমে সতোপ্রধান হয় তারপর রজঃ তমঃ হয়। সত্যযুগ ত্রেতা সম্পূর্ণ রূপে নির্বিকারী ছিল। এখন ধীরে-ধীরে সম্পূর্ণ রূপে বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত হতেও সময় লাগে। সত্যযুগে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা এইভাবে ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে। এখন তোমাদের উত্তরণের কলা চলছে। উত্তরণের কলা রাম তৈরি করেন, অবতরণের কলা রাবণ তৈরি করে। যেমন চাঁদের কলা ধীরে-ধীরে কম হতে থাকে। দুনিয়াও ঠিক এরকম, এখন কোনো কলাই অবশিষ্ট নেই। ঠিক এই সময়েই বাবা এসে আবার ১৬ কলা করে তোলেন। এই খেলা সম্পূর্ণ রূপে ভারতকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। বর্ণ প্রথাও এই ভারতেই হয়। নাহলে ৮৪ জন্মের হিসেব কিভাবে হবে ? বাবা বোঝান এটা হচ্ছে আয়রন এজেড দুনিয়া। কলিযুগের শেষ সময় তারপর সত্যযুগের প্রারম্ভিক সময় শুরু হবে। যে দৈবী ধর্মাবলম্বীরা ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারাই আবার আসবে। তোমরা এসেছ তাইনা। দেখ কল্প বৃক্ষের ঝাড়ের শেষে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন। যিনি তমোপ্রধান এবং নিচে বসে তপস্যা করছেন-সতোপ্রধান হওয়ার জন্য। যেমন ব্রহ্মা তপস্যা করছেন, তেমনই ব্রহ্মাকুমার কুমারীরাও করছে। এখন এই ব্রহ্মা সতোপ্রধান হচ্ছেন, ওনার মধ্যেই পরমাত্মা এসে নিজ পরিচয় দিয়ে থাকেন। ওনাকে যেমন বলে থাকেন, তেমনই বাচ্চাদেরও বলেন। বাবা আর তোমরা বাচ্চারা কল্প বৃক্ষের নিচে বসে তপস্যা করছ দেবতা হওয়ার জন্য। এই মন্দির হুবহু তোমাদের স্মৃতি স্মারক বহন করে চলেছে। এমন কোনো বুদ্ধিমান বাচ্চা হলে এই মন্দিরের সম্পূর্ণ হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী বলুক যে কত উচ্চ থেকে উচ্চতর এই মন্দির। এখানে মাঝা আছেন, বাবাও আছেন আর বাচ্চারা তপস্যা করছে। যারা ভারতকে স্বর্গ করে তুলেছে তাদের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী শুনলে বিদেশিরাও বলবে - এ তো আমাদের বাবার মন্দির, যিনি ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন। যিনি প্র্যাকটিক্যালী এই সময় বসে আছেন। এটা তো কেউ-ই জানে না। সব চিত্রই অন্ধশ্রদ্ধা থেকে তৈরি করা হয়েছে, একে ভূত পূজা বলা হয়, পুতুলের পূজা। গুরু নানকের আত্মা যিনি শিখ ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন তাঁর আত্মা নতুন ছিল, নির্বিকারী ছিল। সেই আত্মা কোথায় এসেছিল ? নিশ্চয়ই কোনো শরীরে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং পবিত্র আত্মা কখনও দুঃখ ভোগ করতে পারে না। প্রথমে সে সুখ ভোগ করবে তারপর দুঃখ ভোগ করতে হবে। এমন কোনো কর্মই করেনি সুতরাং দুঃখ কেন ভোগ করবে ? আমরাও প্রথমে সম্পূর্ণ থাকি তারপর ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে। প্রতিটি মানুষকেই এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মানুষ আহ্বান করে বলে হে পতিত-পাবন এসো নিশ্চয়ই তিনি এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করবেন আর পতিত দুনিয়ার বিনাশ করবেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ করিয়ে থাকেন, কত চমৎকার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এসব তাদের বুদ্ধিতেই বসবে যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, সেইজন্যই বাবা বলেন ভক্তদের এই জ্ঞান প্রদান কর। অনেকেই জানে না যে আমরা প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম তারপর অসুর হয়ে গেছি। লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ, যারা পরে আসবে তারা ব্রাহ্মণ হবে না। এইসব বিষয় তাদের বুদ্ধিতেই বসবে যাদের বুদ্ধিতে কল্প পূর্বেও বসেছিল। তা না হলে বাইরে বেরোবে আর সব শেষ(বাইরের আকর্ষণ ভুলিয়ে দেবে)। এতে পরিশ্রম আছে অন্যান্য জায়গায় নানা কথা শুনে ঘরে ফিরে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গুরুকে ফলো করে না তাদের ফলোয়ার্স কীভাবে বলবে। গুরুরাও তাদের কিছুই বলে না। যদি বলে তাহলে তাদের একজনও ফলোয়ার্স থাকবে না তখন তারা থাকে কি করে ! ওরা তো গৃহস্থদের কাছ থেকেই খেয়ে থাকে। তারপর বিকারগ্রস্ত পরিবারেই জন্ম নিতে হয়। দেবতারা তো সন্ন্যাস নেয় না। এ'হলো প্রবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস। ওটা নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস। বাবা এসে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বোঝান। বাচ্চারা সম্পূর্ণ পবিত্র হলে সম্পূর্ণ রাজ্য পদ পাবে। কম পবিত্র হলে কম পদ পাবে। মা-বাবাকে ফলো করতে হবে।

বাবা বলেন - মা-বাবার মতো পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করলে প্রসিদ্ধ হতে পারবে। মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্রতা। দেহ-অভিমান ত্যাগ করো। আমি আত্মা, বাবা আমাকে নিতে এসেছেন, পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। কুস্তুর মেলা বলা হয়। ওটা হচ্ছে ত্রিবেণী ইত্যাদি নদীর মেলা, যাকে সঙ্গম বলে থাকে। বাস্তবে এটা হলো অনেক নদী আর সাগরের মেলা। তোমরা সবাই জ্ঞানের নদী - বাবা জ্ঞানের সাগর। বাবা বলেন আমার সাথে যোগযুক্ত হলে তোমরা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে। মরতে তো হবেই। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, সুতরাং এখনই ভক্তির ফল ভগবানের কাছ থেকে নিতে পার। তা না হলে বুঝব তোমরা ভক্তি করিনি। ভক্তি যারা করেছে তারাই এসে রাজ্য-ভাগ্য নেবে। বাবা কত সুন্দর যথার্থ রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন। বাকি সবার বুদ্ধিতে তো শাস্ত্রের কথাই থাকবে। এখানে জ্ঞানের সাগর বাবা এসে বোঝান আর তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছ। রাজধানী স্থাপন করতে কত পরিশ্রম হয়। রুদ্র জ্ঞান যথেষ্ট অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি

হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ-অভিমাণে এসে কখনও বিকারের জালে ফেঁসে যেও না। কর্ম, বিকর্ম না হয় সেইজন্য কর্ম করার আগে বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নাও।

২) মা-বাবাকে ফলো করতে হবে। উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- অলিপ্ত অবস্থার দ্বারা পাশ উইথ অনারের সার্টিফিকেট প্রাপ্তকারী অশরীরী ভব পাশ উইথ অনারের (সম্মানের সাথে) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করার জন্য মুখ আর মন দুটোকেই আওয়াজের উর্ধ্ব শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। আত্মা শান্তির সাগরে সমাহিত হয়ে যাবে। এই সুইট সাইলেন্সের অনুভূতি বড় মিষ্টি। এতে তন আর মনের আরাম হয়। অস্তিত্বে এই অশরীরী হওয়ার অভ্যাসই কাজে আসবে। শরীরে কোনো থেলা (দোলাচল, অসুস্থতা) চললে, অশরীরী হয়ে আত্মা সাক্ষী হয়ে নিজের শরীরের পার্ট দেখলে এই অবস্থাই অস্তিত্বে বিজয়ী করে দেবে।

স্লোগানঃ:- সর্ব গুণ বা সর্ব শক্তির অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য আঙুতাকারী হও।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

"সৃষ্টিতে কখনও প্রলয় হয়না"

সৃষ্টির বুকে কখনও প্রলয় হয়না। এই যে মানুষ মনে করে বসে আছে যে এই সৃষ্টিতে প্রলয় কখনো অবশ্যই হয়, সেই প্রলয়কে এমনই মনে করে যে, প্রলয়ের অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি জলমগ্ন হয়ে যাওয়া। নতুন সৃষ্টি স্থাপন হয়, যেভাবে নতুন সৃষ্টির শুরু দেখানো হয়েছে, কীভাবে শ্রী কৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে অশ্বখ পাতার উপর আঙুল চুষতে-চুষতে এসেছে।

তারা এইভাবেই সৃষ্টির শুরু দেখিয়েছে, এটা ভাববার বিষয়। যখন আমরা বলি প্রলয় মানে সবকিছু জলমগ্ন হয়ে যাওয়া, এর অর্থ পৃথিবীতে একজন মানুষও আর অবশিষ্ট নেই। মানুষ জানে না প্রলয়ের অর্থ কি ? প্রলয়ের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জগতে এত অপবিত্রতার কারণে সৃষ্টি দুঃখী হয়ে পড়েছে, ঐ অপবিত্রতার প্রলয় ঘটে আর সৃষ্টি পবিত্র হয়ে ওঠে অর্থাৎ তমোগুণী থেকে সতোগুণী হয়ে ওঠে। সুতরাং এর অর্থ হলো সৃষ্টিতে প্রলয় হয়না আসুরি অবগুণের প্রলয় (বিনাশ) হয়। কোনো মানুষের প্রলয় হয়না। যদি সৃষ্টিতে প্রলয় ঘটত তবে গীতায় ভগবান যে বলেছেন সৃষ্টি অনাদিকাল ধরে চলে আসছে, তবে কি ভগবানুবাচ মিথ্যা বলে ধরা হবে ? পুরানো দুনিয়া অর্থাৎ তমোগুণী সৃষ্টি বিনাশ হয়ে নতুন সতোগুণী দুনিয়া স্থাপন হয়। সুতরাং বিনাশ আর স্থাপনার কাজ দুটোই একসাথে চলে। এমন নয় যে সৃষ্টি প্রলয় হয়ে যায়। এই সৃষ্টিতেই স্বর্গ আর নরক স্থাপন হয়ে থাকে। যখন স্বর্গ হয় তখন নরক থাকে না, আর যখন নরক হয়ে যায় তখন স্বর্গ থাকে না। স্বর্গ তাকেই বলা হয় যেখানে পবিত্র দেবতাদের নিবাসস্থান আর নরক বলা হয় মৃত্যু লোককে যেখানে অপবিত্র মনুষ্য আত্মাদের নিবাসস্থান, সুতরাং অপবিত্রতার প্রলয় হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - একান্তে বসে পড়া করো তাহলে ধারণা খুব ভালো হবে, সকাল সকাল উঠে বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস তৈরি করো”

- *প্রশ্ন:- যদি সব বিষয়ে পাস হতে চাও তাহলে কোন্ চিন্তা মনের মধ্যে আনতে হবে আর কোন্ চিন্তা আনবে না ?
- *উত্তর:- ফুল পাস হওয়ার জন্য সর্বদা এটাই বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমাকে রাত-দিন খুব পরিশ্রম করে পড়তে হবে। নিজের স্থিতি এমন উচ্চ বানাতে হবে যে বাপ-দাদার হৃদয় সিংহাসনে বসতে পারবে। নিদ্রাকে জয় করতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে। এগুলি ছাড়া এই চিন্তা কখনই মনের মধ্যে আনবে না যে ড্রামাতে বা ভাগ্যে যা আছে সেটাই প্রাপ্ত হবে। এই চিন্তা দুর্বল বানিয়ে দেয়।
- *গীত:- তোমাকে পেয়ে মোরা সমগ্র জগৎ পেয়ে গেছি ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গীতের অর্থ বুঝেছে। অসীমের বাবার থেকে এখন আমাদের অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। বাচ্চারা বাবার থেকে পুনরায় বিশ্বের স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে, যে বিশ্বের বাদশাহীকে তোমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হচ্ছে। সেখানে সীমিত কোনো কিছু থাকবে না। এক বাবার থেকে তোমরা একটাই রাজধানী নিচ্ছে। যেখানে এক মহারাজা-মহারানী রাজ্য পরিচালনা করবেন। এক বাবা পুনরায় এক রাজধানী, যেখানে কোনো পার্টিশন থাকবে না। তোমরা জানো যে ভারতে এক মহারাজা-মহারানী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী ছিল, তাঁরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করেছিলেন। তাকে অদ্বৈত রাজধানী বলা হত, যেটা এক বাবাই স্থাপন করেছিলেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দ্বারা। পুনরায় বাচ্চারা তোমরাই বিশ্বের রাজত্ব ভোগ করবে। তোমরা জানো যে প্রত্যেক ৫০০০ বছরের পর আমরা এই রাজত্ব গ্রহণ করি। পুনরায় অর্ধেক কল্প পুরো সম্পূর্ণ হতে না হতেই আমরা এই রাজত্ব হারাতে শুরু করি। পুনরায় বাবা এসে রাজত্ব প্রাপ্ত করিয়ে দেন। এটা হল হার-জিতের খেলা। মায়ার থেকে হেরে গেলে হয় হার। পুনরায় শ্রীমতের দ্বারা তোমরা রাবণের ওপর জয় প্রাপ্ত করো। তোমাদের মধ্যেও কেউ একদম অনন্য নিশ্চয় বুদ্ধির আছে, যে সর্বদা এটা ভেবে খুশিতে থাকে যে আমি বিশ্বের মালিক হব। খ্রীস্টানরা যত পাওয়ারফুলই হোক না কেন, তারা বিশ্বের মালিক হবে, এটা হতে পারে না। এখন খন্ড-খন্ড রাজ্য আছে। প্রথম-প্রথম এক ভারতই সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল। দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ছিল না। এইরকম বিশ্বের মালিক অবশ্যই বিশ্বের রচয়িতাই তৈরি করবেন। দেখা, বাবা কীভাবে বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরাও বোঝাতে পারো। ভারতবাসী বিশ্বের মালিক ছিল অবশ্যই। বিশ্বের রচয়িতার দ্বারাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। পুনরায় যখন রাজত্ব হারাতে থাকে, দুঃখী হয়ে যায়, তখন বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। ভক্তিমার্গ হলই ভগবানকে স্মরণ করার মার্গ। কতো ভাবে ভক্তি দান পুণ্য ইত্যাদি করতে থাকে। এই পড়াশোনার দ্বারা তোমাদের যে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, সেটা সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই পুনরায় তোমরা ভক্ত হয়ে যাও। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলে থাকে, কেননা ভগবানের দ্বারাই তারা রাজত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাই না। কিন্তু বাবা বলেন তাদেরকেও তোমরা ভগবান-ভগবতী বলতে পারো না। এনাদেরকে এই রাজধানী অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতা দিয়েছেন কিন্তু কিভাবে দিয়েছেন - এটা কেউ জানে না। তোমরা সবাই হলে বাবার অথবা ভগবানের সন্তান। এখন বাবা সবাইকে তো রাজত্ব দিতে পারেন না। এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। ভারতবাসীরাই বিশ্বের মালিক হয়। এখন তো হলই প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। নিজেকে নিজেই পতিত ব্রষ্টাচারী মনে করে। এই পতিত দুনিয়া থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য মাঝিকে স্মরণ করে যে এসে এই বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে নিয়ে চলো। এক হল নিরাকার শিবালয়, নির্বাণধাম। অন্যটি পুনরায় শিব বাবা যে রাজধানী স্থাপন করছেন, তাকেও শিবালয় বলা হয়। সমগ্র সৃষ্টিই শিবালয় হয়ে যায়। তো এই সাকারি শিবালয় সত্যযুগে, আর অন্যটি হল নিরাকার শিবালয়, নির্বাণধামে। এটা নোট করে রাখো। বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের পয়েন্টস্ অনেক প্রাপ্ত হয় তথাপি ভালো ভাবে মন্থনও করতে হবে। যে রকম কলেজের বাচ্চারা শৈশব থেকেই সকাল সকাল উঠে অধ্যয়ন করতে থাকে। সকালেই কেন বসে ? কেননা আত্মা বিশ্রাম পেয়ে রিফ্রেশ হয়ে যায়। একান্তে বসে পড়লে ধারণা ভালো হয়। সকালে ওঠার ইচ্ছা থাকা চাই। কেউ বলে আমাদের ডিউটি এমনই আছে, সকালেই যেতে হয়। আত্মা সন্ধ্যাবেলায় বসো। সন্দের সময়ও বলা হয় দেবতার বিহার করেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রীও রাতের বেলা বাইরের রাস্তার লাইটের নিচে গিয়ে পড়াশোনা করেছিল, অনেক গরিব ছিল। পড়াশোনা করে মন্ত্রী হয়ে যায়। সমস্ত বিষয় নির্ভর করছে পড়াশোনার উপর। তোমাদেরকে তো পড়াচ্ছেন পরমপিতা পরমাত্মা। তোমাদেরকে না এই ব্রহ্মা পড়াচ্ছেন, না শ্রীকৃষ্ণ। নিরাকার জ্ঞানের সাগর পড়াচ্ছেন। তাঁর মধ্যেই রচনার আদি মধ্য

অন্তের জ্ঞান আছে। সত্যযুগ ত্রেতা ইত্যাদি পুনরায় ত্রেতার অন্ত দ্বাপরের আদি, তাকে মধ্য বলা যায়। এইসব কথা বাবা বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হয়ে ৮৪ জন্ম ভোগ করেন, পুনরায় ব্রহ্মা তৈরি হন। ব্রহ্মা ৮৪ জন্ম নেন বা লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮৪ জন্ম নেন। কথা তো একই। এই সময়ে তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বংশাবলী। পুনরায় তোমরা বিষ্ণু বংশাবলী হবে। পুনরায় নিচের দিকে নামতে নামতে তোমরা শূদ্র বংশাবলী হয়ে যাবে। এইসব কথা বাবাই বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা জানো যে, আমরা এসেছি অসীমের বাবার শ্রীমতে চলে বিশ্বের মহারাজা মহারানী হওয়ার জন্য। প্রজাও বিশ্বের মালিক হবে। এই পড়াতে অনেক বড় হুঁশিয়ারি চাই। যত পড়বে এবং পড়াতে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এটা হল অসীমের পড়া, সবাইকে পড়াতে হবে। সবাই এক বাবার থেকেই পড়ে। পুনরায় নব্বরের ক্রমানুসারে কেউ তো ভালো ধারণা করে, কেউ তো একটুও ধারণা করতে পারেনা। নব্বরের ক্রমানুসারে সব চাই। রাজাদের সামনে দাস-দাসীরা থাকে। দাস-দাসীরা তো মহলের ভিতরে থাকে। প্রজা তো বাইরে থাকে। সেখানে মহল অনেক বড় বড় হয়। জমি অনেক আছে, মানুষ খুবই কম। আনাজও অনেক হবে। সব কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। টাকা-পয়সার জন্য কখনো দুঃখ হয় না। প্যারাডাইস নাম কতইনা উচ্চ। এক-এর মতে চলে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও সেখানে বলবে সত্যযুগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য পুনরায় বাচ্চারা সিংহাসনে বসবে। তাদের মালা তৈরী হবে। আটজন পাস উইথ অনার হয়। নয় রত্নের আংটিও পরে। মাঝে থাকে বাবা, বাকি হল আট রত্ন, নয় রত্নের আংটি অনেকেই পরে। এটা দেবতাদের নিদর্শন মনে করে। অর্থ তো বুঝতে পারে না যে সেই নয় রত্ন কে কে ছিলেন? মালাও নয় রত্নের তৈরি হয়। খ্রীস্টানরা হাতের মধ্যে মালা পরে থাকে। আট রত্ন আর উপরে ফুল থাকে। এ হল মুক্তিতে যারা যাবে, তাদের মালা। বাকি জীবন মুক্তি অথবা প্রবৃত্তি মার্গের আত্মাদের মালাতে ফুলের সাথে যুগল দানাও অবশ্যই থাকবে। অর্থও বোঝাতে হবে তাই না। হয়তো তারা পোপেদেরও নব্বরের ক্রমানুসারে মালা তৈরি করে। এই মালার সম্বন্ধে তো তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। বাস্তবে মালা তো হলো এটাই, যেটা সবাই জপ করে। শিব বাবা আর তোমরা বাচ্চারা যারা পরিশ্রম করছ। এখন যদি তোমরা কাউকে বসে বোঝাও তো মালা কাদের বানানো হয়েছে, তাহলে তারা অতি শীঘ্রই বুঝতে পারবে। তোমাদের প্রজেক্টর বিদেশেও যাবে পুনরায় বোঝানোর জন্য জোড়িও (যুগল) চাই। বুঝবে এ তো হলো প্রবৃত্তি মার্গ। বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে আর সৃষ্টি চক্রকেও জানতে হবে, যে চক্রকে জানে না তো তাকে কি বলা যাবে!

সত্যযুগে তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন, ষোলোকলা সম্পূর্ণ ছিলে..... এখন পুনরায় তৈরি হচ্ছে। তোমরা এই পড়াশোনা করে এতটা উচ্চ হয়েছে। রাধা কৃষ্ণ আলাদা আলাদা রাজধানীর ছিলেন। স্বয়ম্বরের পর নাম হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ। লক্ষ্মী-নারায়ণের কোনো শৈশবের চিত্র দেখানো হয়না। সত্যযুগে তো কারো স্ত্রীর অকালে মৃত্যু হয় না। সবাই সম্পূর্ণ আয়ু উপভোগ করে শরীর ত্যাগ করে। কাল্লাকাটি করার দরকার নেই। নামই হলো প্যারাডাইস। এই সময় এই আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি যে সব আছে, সকলের মধ্যে মায়ার আড়ম্বর রয়েছে। এই এরোপ্লেন মোটর ইত্যাদি সব বাবার থাকাকালীন বেরিয়েছে। ১০০ বছরে এইসব হয়েছে। এখন হল মৃগতৃষ্ণা সমান রাজ্য। একে মায়ার জৌলুশ বলা যায়। সায়েন্সের পরবর্তী সময়ের জৌলুশ - অল্পকালের জন্য। এই সব শেষ হয়ে যাবে। পুনরায় স্বর্গে কাজে আসবে। মায়ার আড়ম্বরের দ্বারা খুশিও পালন করবে তো বিনাশও হবে। এখন তোমরা শ্রীমতের দ্বারা রাজত্ব গ্রহণ করছো। সেই রাজত্ব আমাদের থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেখানে কোনও উপদ্রব থাকবে না কেননা সেখানে মায়াই নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা ভালোভাবে পড়ো। কিন্তু সাথে সাথে বাবা এটাও জানেন যে কল্প পূর্বের মতো সবাইকে পড়াতে হবে। যেই সিন কল্প পূর্বেও চলেছিল, সেটাই এখন চলছে। নরককে স্বর্গ বানানোর কল্যাণকারী পার্ট কল্প পূর্বের ন্যায় চলছে। বাকি যে এই ধর্মের হবে না, তার বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবেনা। বাবা হলেন টিচার তো বাচ্চাদেরকেও টিচার হতে হবে। বিদেশ পর্যন্ত পড়ানোর জন্য বাচ্চারা গেছে। অনুবাদ-কারকও সাথে হুঁশিয়ার চাই। পরিশ্রম তো করতে হবে।

তোমরা ঐশ্বরীয় বাচ্চাদের আচরণ অত্যন্ত উচ্চ হতে হবে। সত্যযুগে চালচলন হয় উচ্চ এবং রাজকীয়। এখানে তো তোমাদেরকে ছাগল থেকে সিংহী, বাঁদর থেকে দেবতা বানানো হচ্ছে। তো প্রত্যেক কথাতে নিরহংকারীভাব চাই। নিজের অহংকারকে ত্যাগ করতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে যে, "যেরকম কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে অন্যরা করবে"। নিজের হাতে বাসন পরিষ্কার করলে তো সবাই বলবে কতইনা নিরহংকারী। সবকিছু নিজের হাতেই করে তাহলে আরোই বেশি সম্মান পাবে। কখনো অহংকার এলে হৃদয় থেকে নেমে যাবে। যতক্ষণ উচ্চ স্থিতি না হবে ততক্ষণ হৃদয়েই বসতে পারবে না তো সিংহাসনে বসবে কিভাবে! নব্বরে ক্রমানুসারে পদ হয় তাই না! যার কাছে অনেক ধন আছে তো ফার্স্ট ক্লাস মহল বানিয়ে থাকে। গরীব ঝুপড়ি বানায়। এই কারণে ভালোরীতিতে পড়াশোনা করে ফুল পাস হতে হবে, ভালো পদ পেতে হবে। এমন নয় যে, যা ড্রামাতে আছে বা ভাগ্যে থাকলে হবে। এই চিন্তা এলে ফেল হয়ে যাবে। ভাগ্যের রেখা লম্বা করতে হবে। রাত-দিন খুব পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে হবে। নিদ্রাকে জয় করতে হবে। রাতে বিচার সাগর মন্বন

করলে তোমাদের অনেক মজা আসবে। বাবাকে কেউ বলে না যে বাবা আমি এই বিষয়ে বিচার সাগর মন্ডন করছি। তো বাবা মনে করেন যে কেউ ওঠেই না হয়তো। হয়তো এনারই পার্ট আছে বিচার সাগর মন্ডন করার। নম্বর ওয়ান বাচ্চা তো হলেন ইনি তাই না! বাবা অনুভব বলে থাকেন, উঠে স্মরণে বসো। এইরকম এইরকম চিন্তা করা যায় - এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন বাবা, পুনরায় সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। পুনরায় ব্রহ্মা কেমন! বিষ্ণু কেমন! এইরকম এইরকম বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যে কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে অন্যরা করবে, এইজন্য প্রত্যেক কর্মের উপর মনঃসংযোগ করতে হবে। অত্যন্ত নির্মাণ চিত্ত, নিরহংকারী হতে হবে। অহংকারকে নাশ করতে হবে।

২) নিজের ভাগ্যকে উঁচু বানানোর জন্য ভালো ভাবে পড়া পড়তে হবে। সকাল সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করার শখ রাখতে হবে।

বরদানঃ:- ত্রিকালদর্শী স্থিতির দ্বারা হতাশাগ্রস্ত পরিস্থিতিকে আনন্দে পরিবর্তনকারী কর্মযোগী ভব
যে বাচ্চারা ত্রিকালদর্শী হয় তারা কখনও কোনো কথাতে বিমর্ষ হয় না কেননা তাদের সামনে তিনকাল ক্রিয়ার থাকে। যখন গন্তব্য স্থল আর রাস্তা ক্রিয়ার হয় তো কেউই বিমর্ষ হয়ে পড়েনা। ত্রিকালদর্শী আত্মারা কখনও কোনো কথাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো অনুভব করতে পারে না। পরিস্থিতি যদি তাকে বিমর্ষ করেও দেয় কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মা তাকেও আনন্দে পরিবর্তন করে দেবে। কেননা অগণিতবার এই পার্ট সে পালন করেছে। এই স্মৃতি কর্মযোগী বানিয়ে দেয়। সে প্রত্যেক কাজ আনন্দের সাথে করে থাকে।

স্লোগানঃ:- সকলের সম্মান প্রাপ্ত করতে হলে প্রত্যেককে সম্মান দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন তোমাদের পিতা টিচার এবং গুরু, জীবিত থেকে তাঁর আপন হয়ে মালায় স্থান অর্জন করতে হবে”

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কোন্ দৃঢ় নিশ্চয়ের আধারে পাকা ব্রাহ্মণ হতে পারবে ?

*উত্তরঃ - তোমাদের সর্বপ্রথমে এই দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে এই দুটি চোখ দিয়ে যা কিছু দৃশ্যমান - সেসব হল পুরানো। এই দুনিয়া খুবই নোংরা, ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, এই দুনিয়া আমাদের থাকার যোগ্য নয়। বাবার কাছে আমরা নতুন দুনিয়ার বর্সা প্রাপ্ত করি, এই দৃঢ় নিশ্চয়ের আধারে তোমরা জীবিত থেকে এই পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো দেহের প্রতি মৃত সম হয়ে বাবার আপন হও। তোমাদের এই নিশ্চয় আছে যে বাবার দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়।

*গীতঃ- মরণ তোমার পথে....

ওম্ শান্তি । এই গান পাথরবুদ্ধি বাচ্চারা গেয়েছে, তারা এখন গান গাইছে পরশবুদ্ধি বা স্পর্শ বুদ্ধি হওয়ার জন্য। একটি গানও আছে যে পাথর গান গেয়েছে। ওই স্থূল পাথর তো গান গায় না, কিন্তু পাথরবুদ্ধি মানুষ গান গায়। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছো। ঈশ্বর নিজের সন্তানদের বুদ্ধি প্রদান করেছেন। যখন আমরা ঈশ্বরের আপন হই তখন দেহ সহ আমরা সম্পূর্ণ দুনিয়ার কথা ভুলে যাই। কারণ এই দুনিয়া থাকার যোগ্য নয়। খুব নোংরা, ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, এখানে অনেক মনোমালিন্য আছে, কুকর্মের ব্যবসা আছে। কোনো সুখ নেই, তাই আমরা বাবার গলার মালায় স্থান অর্জন করি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবা আমরা আপনার আপন সন্তান হই। তখন পুরানো দুনিয়া, পুরানো দেহের প্রতি অনাসক্ত হই, কারণ আমরা জানি আপনার কাছে নতুন দুনিয়ার বর্সা প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ না এই নিশ্চয় হচ্ছে ততক্ষণ ব্রাহ্মণ হওয়া সম্ভব নয়। জীবিত থেকেই বাবার আপন হতে হবে। নিরাকার পিতাকেই বলা হয় বাবা। আপনি হলেন আমাদের পিতা, টিচার ও সঙ্গুরু । আপনি আমাদের প্রত্যক্ষফল প্রদান করেন। পিতার রূপে বিশ্বের বাদশাহী রূপী বর্সা প্রদান করেন। শিক্ষকের রূপে সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড এবং দুনিয়ার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ প্রদান করেন। সঙ্গুরুর রূপে আমাদেরকে মুক্তিধামে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, তারপরে জীবনমুক্তিতে পাঠিয়ে দেবেন। বাচ্চারা বলেও থাকে বাবা আমরা আপনার সঙ্গে যাব। আপনিই হলেন আমাদের প্রকৃত সঙ্গুরু । ওই গুরুরা সঙ্গে নিয়ে যান না। তারা তো মুক্তি জীবনমুক্তির পথ জানেন না। তারা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দেন তাহলে বর্সা কে প্রদান করবে! কাকে বলা হবে ও গড! এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা নিরাকার শিববাবার আপন হয়েছি। এখন আমাদের দেহের বোধ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা আপনার ডাইরেকশন অনুসারে চলি। আপনি বলেন দেহের সম্বন্ধ গুলির প্রতি বুদ্ধি সরিয়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো। যখন আত্মা দেহ ত্যাগ করে তখন স্থিতি থাকে তুমি মরলে তোমার দুনিয়াও মৃত। তখন কোনো সম্বন্ধ থাকে না। যতক্ষণ মায়ের গর্ভে প্রবেশ না করছে ততক্ষণ তোমার জন্য কোনো দুনিয়া নেই। তোমরা দুনিয়ার থেকে পৃথক হয়ে থাকো। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, তোমরা জীবিত থেকে সব কিছু ভুলে আমার আপন হও। আমি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এই দুনিয়ার বিনাশ হবে। দেবতারা কখনও পতিত দুনিয়ায় আসেন না। মা লক্ষ্মীর আহবান করলে স্বচ্ছ করা হয়, কিন্তু এই দুনিয়া তো সত্যযুগ নয় যে লক্ষ্মীর আগমন হবে। তখন নারায়ণ আসবেন কীভাবে ? তাহলে মহালক্ষ্মীর চারটি ভূজ কেন দেখানো হয়েছে ? কেউ জানেনা যে এরাই দুইজন একত্রে উপস্থিত। এমন কোনো চিত্র বানানো হয় না যার ৪ টি ভূজ থাকবে। তাহলে দুইটি মুখ দিতে হবে। ৪ টি পা তো কখনোই দেখাবে না, কারণ এমন মানুষ তো কখনই হয় না। এই সব বোঝানোর জন্য যে এরা হলেন যুগল লক্ষ্মী-নারায়ণ একত্রে। আলাদা হলে দুটি ভূজ, দুটি পদ চরণ হবে। বাবা বলেন সর্ব প্রথমে এই কথাটি নিশ্চয় করাও যে আমাদের পিতা, শিক্ষক ও গুরু তিনজনই আছে, উনি আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তাঁর কোনো শিষ্য চেলা ইত্যাদি নেই যে পরে জ্ঞান প্রদান করে নিয়ে যাবে। বাবা বোঝান এখন ফিরে যেতে হবে, কারণ মঞ্চস্থ নাটকটি পূর্ণ হয়েছে। বাবা বলেন আমি সকলের সঙ্গতি দাতা পতিত-পাবন । কালেরও কাল। এই যমদূত ইত্যাদির সাক্ষাৎকার হয় কারণ পাপ কর্মের দন্ডও ভোগ করে। যদিও যমালয় ইত্যাদি কিছুই নেই। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। গর্ভেও দন্ড ভোগ করে গ্রাহি গ্রাহি করে। এখন সর্ব প্রথমে বাচ্চাদের এই দৃঢ় নিশ্চয় করতে হবে যে শিববাবা হলেন আমাদের পিতা টিচার ও সঙ্গুরু এবং একের স্মরণ করতে হবে। রচনাও হল একটিই । ১০ বা ১০০ জন রচয়িতা হয় না, ১০ খানি দুনিয়াও হয় না।

বাচ্চারা বলে বাবা আমরা আপনার গলার মালায় স্থান নেব। তারপরে আমাদের রুদ্র মালা তৈরি হবে। এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে পুরুষার্থী। তোমাদের মালা তৈরী হবে না, কারণ তোমরা উত্থান ও পতনে লিপ্ত থাকো। তোমরা জানো আমরা বাবার গলার মালা হয়ে পরে বিষ্ণুর মালা হয়ে যাব। সর্বপ্রথমে আপনার নিরাকারী মালায় পরমধামে আসব পরে সাকারী মালা হয়ে বিষ্ণু লোকে আসব। মানুষ এইসব কথা জানে না। বাচ্চারা বলে আমরা জীবিত থেকে বাবা তোমার আপন হই। নাহলে সাকারী মানুষ সাকারী মানুষকে অ্যাডপ্ট করে। এখানে তোমরা নিরাকার আত্মা, তোমাদেরকে নিরাকার শিববাবা অ্যাডপ্ট করেন। ব্রহ্মার দ্বারা বলেন হে আত্মা তোমরা আমার আপন সন্তান। এমন বলেন না যে হে সাকার তুমি আমার। এখানে নিরাকার, নিরাকারকে বলে আমি আপনার আপন সন্তান। বাকিরা যারা অ্যাডপ্ট করে তারা শরীরটাই দেখে। নিজেকেও আত্মা নিশ্চয় করে না। ভাই ভাইকে অ্যাডপ্ট করলে কি প্রাপ্ত হবে? এখানে তো পিতা অ্যাডপ্ট করেন, বর্ষা প্রদান করার জন্য। এই কথা গুলি খুবই গুহ্য যারা ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে তাদের বুদ্ধিতে এই কথা গুলি স্থির থাকবে। নিরাকার বাবা বলেন - দেহের বোধ বা ভান ত্যাগ করে আমার আপন হও তবে আমি তোমাদের নিরাকারী দুনিয়ায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাকে পরমাত্মা বলবে না। কৃষ্ণ তো পুরো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী চলেছে। রাজা হল রাজা, রানী হল রানী। সবার নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন পার্ট আছে। ৮৪ জন্ম নেয়। একজনের কথা নয়। পুনর্জন্ম তো সবাইকে নিতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে - ৮৪-র চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। ৮৪ লক্ষ জন্ম বলে দিয়ে পুরো কথাটাই ভুল হয়ে গেছে। লক্ষ বছরের কথা তো কারো স্মরণেও নেই। এখন স্মরণে এসেছে। আজ দুনিয়া হল ভ্রষ্টাচারী, আগামীকাল শ্রেষ্ঠাচারী হবে। আমরা লিখতে পারি যেমন শাস্ত্রে লেখা হয়েছে আমরা নিউ ইন্ডিয়া বানিয়ে ছাড়ব। এবারে নিউ ইন্ডিয়া তো হয় নিউ ওয়ার্ল্ডে। সেখানে দেবতা ধর্মের পরিবর্তে অন্য কোনো ধর্ম থাকেই না। এখন তো ভারতে অসংখ্য ধর্ম আছে। অনেক প্রকারের শাখা-প্রশাখা আছে, এইসবই হল শেষের সময়ের। এও দেখানো হয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারাই এখন ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়েছে। পুনরায় ব্রহ্মা-সরস্বতীই হবেন সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাই দেখানো হয়েছে বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মার উদয়, ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু উদিত হয়েছে। তোমরা এখন হতে চলেছো বিষ্ণুর কুলের। খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে তাদের যারা ভালো ভাবে বুঝবে যে যথাযথভাবে এখন নাটক পূর্ণ হচ্ছে। নাটক বললে আদি মধ্য অন্ত সবটাই স্মরণে এসে যায়। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান সমঝদার হবে বেহদের ড্রামার কথা তাদের স্মরণে থাকবে। প্রথমে হয় সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজত্ব তারপরে বাইরের থেকে অনেকে আসে। বৈশ্যবংশী, শূদ্রবংশী হয়। আমরা আত্মা এইভাবে ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। এই কথাও অনেকের স্মরণে থাকে না। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকা উচিত। এ হল ৫ হাজার বছরের নাটক, এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আত্মা আকারে খুবই ছোট। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে। পরমাত্মার আকারও খুব ছোট। উনিও পার্ট প্লে করার বন্ধনে আবদ্ধ। ড্রামার বশে আছেন। সঙ্গম আসবে তখন তাঁর পার্ট প্লে করার সময় ইমার্জ হবে। শাস্ত্রে যদিও লিখে দিয়েছে ভগবানের সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়েছিল যে নতুন সৃষ্টির রচনা করি, কিন্তু এমন ভাবে লেখা আছে যে কেউ বুঝতে পারেনা। সেসব হল পাস্টের কথা। তোমরা প্রাক্টিক্যালি পার্ট প্লে করছো। তোমরা জানো আমাদের পিতা-টিচার-গুরু তিন রূপেই আছেন। লৌকিক পিতাকে কখনও এইরকম বলা হবে না। গুরুকে তো গুরুই বলবে। এখানে তো তিন রূপে একজনই আছেন। এই কথাটি বুঝতে হবে। নলেজফুল গড ফাদারকেই বলা হয়। ওনার মধ্যে সম্পূর্ণ বৃষ্ণের নলেজ রয়েছে কারণ তিনি হলেন চৈতন্য। এসে সম্পূর্ণ নলেজ দেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এই দেহ ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে চলে যাব। যখন তোমরা কর্মজীবী হয়ে যাবে তখন তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত থাকবে না। দেহ-অভিমান হল প্রথম নশ্বরের ভূত। এই সব ভূতের মধ্যে বড় ভূত হল রাবণ। ভারতেই রাবণের দহন প্রচলিত আছে, কিন্তু রাবণ কি বস্তু, তা কেউ জানেনা। এই দশহরা বা বিজয়া দশমী, দীপ মালা বা দীপাবলী কখন থেকে পালন হচ্ছে, কিছুই জানেনা। শেষকালে এই রাবণের মৃত্যু হবে নাকি এমনই চলতে থাকবে, কিছুই জানা যায় না। রাবণের দহন করার পরেও পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে কারণ তারই রাজত্ব চলছে। সত্যযুগে রাবণ থাকে না। সেখানে যোগ বলের দ্বারা সন্তানের জন্ম হয়, যখন যোগ বলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো তাহলে যোগের দ্বারা সন্তান জন্ম নিতে পারবে না কেন। সেখানে রাবণের অস্তিত্ব নেই, ভোগ করার নাম চিহ্ন নেই তাই শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলে। তিনি হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। যোগী কখনও ভোগ বা বিকার গ্রস্ত হয় না। যদি ভোগী হবে তবে যোগের সিদ্ধি হবে না। এখন তোমরা যোগ শিখছো। ভোগী হলে অথবা বিকার গ্রস্ত হলে যোগ যুক্ত হতে পারবে না। বাচ্চারা তোমরা পিতা শিক্ষক গুরু তিনজনের বর্ষা একত্রে প্রাপ্ত কর। সঙ্গুর সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, নিয়ে তো সবাইকে যাবেন কিন্তু তোমরা গলার মালা হয়ে যাও। সজন (শিববাবা) সব সজনীদের (আত্মাদের) সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সর্বপ্রথমে সজন এগোবেন তারপরে থাকবে সূর্য বংশী, চন্দ্রবংশী তারপরে তাদের সম্পূর্ণ বংশধররা, ইসলামদের বংশধর, বৌদ্ধদের বংশধর। সব আত্মাদের নিজস্ব সেকশনে গিয়ে বসতে হবে। আত্মা হল স্টার, নক্ষত্র। এই কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। ভাগ্যবান আত্মারা ধারণ করতে পারবে, ধারণ করে অন্যদের বোঝাবে। তারা পরে মহিমাও লেখে। অমুক আত্মা আমাদের এমন বুঝিয়েছে যে আমাদের বুদ্ধির কপাট খুলে গেছে, সে আমাদের জীবন দান করেছে, তখন তার সঙ্গে

প্রীতির সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায়। তাকেই স্মরণ করতে থাকে, তখন তার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ ছিল করা হয়। মিডিয়েটরকে স্মরণ করা হয় না। সে তো নিজের মিডিয়েটর হওয়ার কর্তব্য করেছে, ব্যস। তারপরে সজনকে (শিববাবা কে) সজনীরা স্মরণ করে। ব্রহ্মাও হলেন মিডিয়েটর। স্মরণ শিববাবাকেই করতে হবে। এই মিডিয়েটর (ব্রহ্মাও) তাঁকেই স্মরণ করেন, এনার কোনো মহিমা নেই। ইনি তো হলেন পতিত। প্রথমে এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে পবিত্র করেন। একজন পতিত, এক হলেন পবিত্র। সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা হলেন পবিত্র। তারও চেহারা দেখানো উচিত। বোঝানো হয় বার বার, কিন্তু যখন এসে বাবার আপন হয়। বাবা আমরা আপনার আপন হয়েছি। আপনি আমাদের পিতা, টিচার এবং সন্মুখ। বাবা বলবেন আমিও তোমাদেরকে স্বীকার করি, কিন্তু স্মরণে রেখো আমার সম্মান হারাতে না। আমার আপন হয়ে বিকার গ্রস্ত হবে না। বাস্তবে এসময় সবাই হল নরক বাসী। স্মরণ করে স্বর্গকে। বলে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। এখন স্বর্গ আছে কোথায়? যদি স্বর্গে গেছে তো এখানে আহবান করে ভোজন ইত্যাদি করাও কেন? পতিত দুনিয়ায় পতিত ব্রাহ্মণদের ভোজন করাও। পবিত্র তো কেউ নয়। কিন্তু এই ছোট কথাটিও কেউ বুঝতে পারেনা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান প্রদানকারী মিডিয়েটরের সঙ্গে প্রীতি না রেখে একমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি জীবনদান করেন।

২) এই অসীম জগতের নাটকের কথা বুদ্ধিতে রেখে অসীম খুশীতে থাকতে হবে। দেহের বোধ ত্যাগ করে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের ভরপুর স্টকের দ্বারা খুশীর খাজানা বিতরণকারী হিরো হিরোইন পার্টধারী ভব সমস্ত যুগী ব্রাহ্মণ আত্মাদের কর্তব্য হল সদা খুশীতে থাকা এবং খুশী বিতরণ করা কিন্তু তার জন্য খাজানা ভরপুর থাকা দরকার। এখন অতি দুঃখের সময় কাছে আসবে তখন অনেক আত্মারা কিছুক্ষণের খুশীর অনুভূতি চাইতে আসবে। অতএব সেই সময় এত সেবা করতে হবে যাতে কেউ খালি হাতে ফিরে না যায়। তার জন্য চেহারায় সদা খুশীর চিহ্ন যেন থাকে, কখনও মুড অফ করা, হেরে যাওয়া, উদাসীন চেহারা যেন না থাকে। সদা খুশীতে থাকো এবং খুশীর বিতরণ করতে থাকো - তখন বলা হবে হিরো হিরোইন পার্টধারী।

স্লোগানঃ:- একে অপরের মতামতকে রিগার্ড দেওয়াই হল সংগঠনের একতাকে এক সূত্রে বাঁধা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন বেহদের রাত্রি সমাপ্ত হচ্ছে, দিন ফিরে আসছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য এখন দ্বারে-দ্বারে ঘোরা বন্ধ করো"

- *প্রশ্ন:- কোন প্র্যাক্টিসের আধারে তোমরা বাচ্চারা সেবা অনেক ভালোভাবে করতে পারবে ?
- *উত্তর:- যদি কমপক্ষে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত স্মরণ স্থায়ী থাকে, এই প্র্যাক্টিস হয়ে গেলে সেবা অনেক ভালোভাবে করতে পারবে। কেননা স্মরণের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বে পবিত্রতা আর শান্তির ভাইব্রেশন ছড়িয়ে যায়। স্মরণের দ্বারাই বিকর্মও বিনাশ হবে আর পদও উচ্চ প্রাপ্ত করা যাবে। এইজন্য এই রূহানী (আত্মিকতার) যাত্রায় কখনোই ক্লান্ত হলে চলবে না। শরীরের ভান ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হওয়ার নিরন্তর অভ্যাস করে যেতে হবে।
- *গীত:- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না, দিনের লক্ষ্য আর দূরে নয়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা সাবধান বাণী শুনেছো। বাবা বাচ্চাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, ও রাতের পথিক... কেননা এখন তোমাদের জন্য দিন ফিরে আসছে। এ হল বেহদের রাত্রি আর দিন। বেহদের রাত্রি সমাপ্ত হয়েছে আর বেহদের দিনের স্থাপনা প্রারম্ভ হচ্ছে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে (আত্মাদের) নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। যার জন্য তোমরা অর্ধকল্প ভক্তি করেছ, কিন্তু বাবাকে খুঁজে পাওনি। কেননা ওঁনার নাম রূপকে পরিবর্তন করে দিয়েছো। এখন তোমরা জানো যে বাবা দিনে অর্থাৎ কলিযুগ থেকে সত্যযুগে যাওয়ার রাস্তা বলে দিচ্ছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ব্রহ্মচারী তাদেরকে বলা হয় যারা বিকার থেকে জন্ম নেয়। ভারতবাসীরা বাবাকেই ভুলে গেছে, গীতার ভগবান নিরাকার, ওঁনার পরিবর্তে সাকার কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এ হলো বড়'র থেকেও বড় ভুল, যার কারণে অর্ধকল্প দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। ভুল নিমিত্ত হয়েছে দুঃখ ভোগ করার জন্য। এটিও ড্রামার পার্টে নির্ধারিত করা আছে। ভক্তিমাগে মানুষ ঘুরে বেড়াতে থাকে। যদি বাবাকে জেনে নেয় তাহলে ঘুরে বেড়ানোর দরকার নেই। তোমরা এখন বাবাকে জেনে গেছো। শ্রীকৃষ্ণ যদি এইরূপে আসে তাহলে তো ওঁনাকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। শীঘ্রই সবাই জানতে পেরে যাবে। কিন্তু এটা এতটাই গুপ্ত যে তোমরা বাচ্চারাও ভুলে যাও। কৃষ্ণকে তো কেউ ভুলতে পারে না। সমস্ত দুনিয়া তো তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাবে কেননা উনিই তো হলেন স্বর্গের মালিক। তাকে কেউ ছাড়েই না, কিন্তু বোঝানোর জন্য যথার্থ যুক্তির প্রয়োজন। যদি বোঝানোর জন্য যুক্তি না থাকে তাহলে কোথাও-কোথাও ডিসসার্ভিস করে ফেলে। কেননা নিজেও সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনা, ফলে অন্য কাউকে ভালোভাবে প্রমাণ সহ হিসাব দিয়ে বোঝাবে। এই সময় সকলেই পতিত। গায়নও করে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম। কিন্তু পাবন তৈরী করেন কে - এটা কেউ জানেনা। গীতার ভগবান কৃষ্ণকে ভেবে নিয়েছে। রামের তো কোনো শাস্ত্র নেই। এমন নয় যে, রামায়ণ কোনো রামচন্দ্রের শাস্ত্র। ঋত্রিয় ধর্ম কোনো রাম স্থাপন করেননি। বাস্কণ, দেবতা আর ঋত্রিয় তিনটি ধর্ম একসাথেই শিববাবা স্থাপন করেন। তোমাদের মধ্যেও অল্পসংখ্যক এমনই আছে যারা এই কথাকে বুঝতে পারবে। রাজা রানী তো একজনই হয়, বাকি প্রজা আর দাস-দাসী তো অনেকেই হয়। আগে রাজাদের কাছে অনেক দাস-দাসী ছিল, কেউ বিনোদনের জন্য, কেউ নৃত্যের জন্য। নৃত্যের শখ বা আগ্রহ ওখানেও অনেক থাকে। বাকি রাজা রানী খুবই অল্প সংখ্যক হয়। যারা ভালোভাবে বোঝে এবং বোঝায়। প্রদর্শনীর সার্ভিসের (সেবা) দ্বারাই বোঝা যায় যে কারা-কারা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। প্রথমে এই কথা বোঝাতে হবে যে, ভগবানকে না জানার কারণে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। দ্বিতীয় হল কৃষ্ণকে ভগবান বলায় স্বর্গের রচয়িতা শিববাবার নাম অদৃশ্য করে দিয়েছে। নিরাকার বাবাই হলেন সকলের রচয়িতা। ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে, উনিই রাজযোগ শেখান। কিন্তু গীতাতে যে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে, এর কারণেই গীতা হাতে নিয়ে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে। এখন বলো কৃষ্ণ কি সর্বব্যাপী! না নিরাকার পরমাত্মা সর্বব্যাপী! এতেই সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে সকালে উঠে প্র্যাক্টিস করতে হবে বোঝানোর জন্য। (রাজা জনকের উদাহরণ) বলা হয় যে অষ্টবক্র জনককে জ্ঞান প্রদান করেছিল! কিন্তু এটাতো কোনো ব্রহ্ম জ্ঞান ছিল না, এটা তো হল ব্রহ্মা জ্ঞান। ব্রহ্মকুমারীরা এই জ্ঞান দিচ্ছে। ব্রহ্ম-কুমারী নয়। ওইসব লোকজনেরা ব্রহ্মকে ঈশ্বর ভাবেন, কিন্তু না। ঈশ্বর তো হলেন বাবা। বাবারই নাম হল শিব। ব্রহ্ম তো হল তত্ত্ব। ওইসব কথা ভোঁতা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা বুঝতে পারেনা। সংখ্যা অনুসারে দাস দাসীও হয়ে থাকে। বুঝতে হবে যদি আমরা কাউকে ভালো ভাবে বোঝাতে না পারি তাহলে আমাদের পার্ট শেষের দিকে হয়ে যাবে। এরজন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সমগ্র দুনিয়ায় যারা যারা কিছু শেখায়, তারা দেহ-অভিমানের দ্বারা শিথিয়ে থাকে।

দেহী-অভিমানী কেবলমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া কেউই হতে পারেনা। তোমাদের মধ্যেও সংখ্যা অনুসারে থাকে, যারা আত্ম-অভিমানী হয়, তারা বলে আমরা আত্মাকেই শোনাই। আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয়ের (অরগ্যান্স) দ্বারা বলে। আত্মা বলে যে আমি শুনতে পাই না আমার অরগ্যান্স খারাপ হয়ে গেছে। তাই দেহী-অভিমানী হওয়াতে পরিশ্রম করতে হয়। সত্যযুগে দেহী-অভিমানী থাকে। কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞান থাকেনা। বাবা বলেন আমাদের কেউ ওখানে স্মরণ করে না, ওখানে দরকারই থাকে না। স্মরণ অথবা পরমাত্মা চিন্তন একই কথা। ওইসব লোকজনেরা হাতে মালা নিয়ে মুখ থেকে রাম রাম বলে। এখানে তো রাম শব্দ বলাটাই ভুল হয়ে যায়। সঠিক অক্ষর হলো শিববাবা। কিন্তু শিব শিব বলাও দরকার নেই। বাবাকে স্মরণ করার জন্য নাম নেওয়ার কি দরকার আছে। বাবাকে স্মরণ করা - এটাই হলো যাত্রা। দৈহিক যাত্রায় বের হলে তখনও স্মরণে থাকে - আমরা অমরনাথে যাচ্ছি। ওই নামটা তো নিতেই হয় তাই না! তোমাদের কোন কিছুই জপতে হবে না। তোমরা এখন জেনে গেছো - নাটক সমাপ্ত হতে চলেছে। আমাদের ৮৪ জন্ম শেষ হয়ে গেছে। এই পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করতে হবে। পার্ট প্লে করতে-করতে পতিত হতেই হবে। বাবা বলেন যে এই যে মনুষ্য সৃষ্টি রূপি বৃক্ষ আছে, সেটার প্রধান কান্ড জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। বাদ বাকি শাখা-প্রশাখা রয়ে গেছে। এটাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে, বৃক্ষের আয়ু এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আবারো নাটক পুনরাবৃত্তি হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ পার্ট প্লে করবে। অন্য কোনো দুনিয়া থাকে না। যদি থাকতো তাহলে আমরা পড়তাম কেন? বলা হয় যে বাবা আবারো এসে পুনরায় আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও, গীতার গান শোনাও, পবিত্র তৈরি করো। কিন্তু পতিত আমরা কিভাবে হলাম, এটা কেউ জানে না। এখন তোমরা জানো যে আমরাই পবিত্র ছিলাম। আবারও ইতিহাস(হিস্ট্রি) পুনরাবৃত্তি হবে।

বাবা বলেন, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। ঘরে তো বাবাই থাকে। বলেন যে পরমধামে থাকি আবার ভুলেও যায়। আত্মারাও ব্রহ্মান্ডে থাকে। এই যে সৃষ্টি, এখানে মানুষরাই থাকে। ব্রহ্মান্ডে আত্মারা থাকে, তারপরে এখানে আসে পার্ট প্লে করতে। উপরে আকাশ তত্ত্ব আছে। পা সকলের পৃথিবীর উপরেই আছে। বাকি শরীর কোথায় থাকে? সেটা তো আকাশ তত্ত্বেই থাকে। সেখানে তো আত্মারা স্টারেরা থাকে। ওখানে পড়ে যাওয়ার মতো কোনো বস্তু থাকে না যার ফলে আমরা পরে যাবো। সায়েন্সের লোকজনেরা রকেটে চড়ে যায়, পরিক্রমা করতে আবার বাইরেও বেরিয়ে আসে। লেখেও যে, পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই, এতটা আকর্ষণ আছে যাতে মানুষ আকাশ তত্ত্বতে আটকে যায়। তাহলে এত ছোট্ট একটা আত্মা মহাতত্ত্বতে কেন আটকে যেতে পারবে না। বাসস্থান ওখানেই আছে, এই সূর্য, চন্দ্র তারারা অনেক বড়। ওগুলো কীভাবে ওখানে আটকে আছে। কোনো দড়ি ইত্যাদি তো থাকে না। এই সমস্ত ড্রামা তৈরী করা আছে। আমরা ৮৪ জন্মের চক্রে আসি। এটি হলো বৃক্ষ। কত বড় শাখা-প্রশাখা আছে। বাকি ছোট-ছোট গুলোকে দেখা কীভাবে যাবে। বাবাও সংক্ষেপে বোঝান যে, যারা পরবর্তী সময়ে আসবে তারা অবশ্যই অল্প জন্মই নেবে। বাদবাকি প্রত্যেকের হিসাব নিকাশ বলবো না। তোমরা জানো যে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। যার দ্বারা স্থাপনা হয়েছে তাঁকেই আবার পালনা করতে হবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর তিন দেবতাই আলাদা-আলাদা। এইরকম কখনোই নয় যে ব্রহ্মার তিনটি মুখ আছে। এইরকম হতে পারে না। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা একদমই অবুঝ হয়ে গেছো। বাবা এসেই বুঝদার বানান। এখন তোমরা সকল সীতার রাবণের জেলে বন্দী আছো। তোমরাই বাঁদর ছিলে, তোমাদেরই সেনা নেওয়া হয়েছিল। তোমাদেরকেই মন্দিরের যোগ্য তৈরী করেছি। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, যে যতটা শ্রীমতে চলবে সে ততটাই উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা জানো যে মাম্মা বাবা নাম্বার ওয়ানে যায়। স্কুল বতনে তোমাদের সামনে বসে আছে। সুষ্ণ বতনেও দেখো বসে আছে এবং আবার বৈকুণ্ঠও দেখো। প্রথমে দিকে অনেককেই সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে তাহলে সকলেই কি কৃষ্ণ হয়ে যাবে। বাল্য-লীলা ইত্যাদি দেখানো হতো, পুরুষার্থ করানোর জন্য। পুরুষার্থ ব্যতীত মহারাজা মহারানী তো হতে পারবে না। যারা যথার্থ নিশ্চয় বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তারা একদম স্থির হয়ে যাবে। বাবা আমরা তো আপনাকে কখনোই ছেড়ে যাবো না। কেউ আবার এরকম বলতে-বলতে ছেড়ে চলেও যায়। আশ্চর্যবৎ শুনন্তী, কথন্তী, ভাগন্তী হয়ে যায়। এটি প্রথমে দিকে প্রবাদ বাক্য। এখনো এইসব কিছু হতেই থাকে। বলেন যে কল্প পূর্বেও এরকম ভাগন্তী হয়েছিল, কারোর উপরে আর ভরসা নেই। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর ভরসা থাকে না। বাবার হয়েও আবার মরে যায়। ঈশ্বরীয় জন্মদিন পালন করেও মরে যায় অথবা হাত ছেড়ে চলে যায়। বাবা মুহূর্তে-মুহূর্তে বলতে থাকেন যে, তোমরা যদি এখন মনে করো আমাদেরকে নিজের সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে তারজন্য বাবা আর ঘরকে স্মরণ করতে হবে। ভক্তি মার্গেও অর্ধকল্প স্মরণ করেছে। কিন্তু কেউ ফিরে যেতে পারেনি। জানেই না তাহলে যাবে কীভাবে। ওরা রুহানী যাত্রী হবে কিভাবে! তোমরা এখন সম্পূর্ণ যাত্রী হতে পেরেছো। যারা বেশি সময় ধরে স্মরণ করবে তাদের পাপ কাটতে থাকবে। যাত্রাও খেয়াল রাখতে হবে। পরবর্তী সময়ে ৮ ঘণ্টা তোমাদের এই সার্ভিস থাকলে অনেক ভালো হবে। এটি হলো শান্তি আর পবিত্রতার ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়া। স্মরণ এর দ্বারা বিকর্মও বিনাশ হবে আর পদও উচ্চ প্রাপ্ত হবে এজন্যই বলা হয় যে - রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে যেও না। কলিযুগের শেষ অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি পূর্ণ হওয়া। সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে

হবে। রুহানী ঘরকে স্মরণ করতে হবে। আত্মাদের এখন ফিরে যেতে হবে। শরীরের অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হতে হবে। এটি হল স্মরণের যাত্রা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যথার্থ নিশ্চয় বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে বাবার হাত কখনোই ছাড়বো না। বাবাকে আর ঘরকে মুহূর্মুহু স্মরণ করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ৫ বিকার রুপী রাবণের জেল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীমতের আধারে চলতে হবে। মন্দিরের যোগ্য হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- জ্ঞান যুক্ত ভাবনা আর স্নেহ সম্পন্ন যোগের দ্বারা উড়তি কলার অনুভবকারী বাবার সমান ভব যে সমস্ত জ্ঞান স্বরূপ যোগী তু আত্মারা আছে তারা সর্বদা সর্বশক্তির অনুভব করে বিজয়ী হয়। যারা কেবলমাত্র স্নেহী অথবা ভাবনা স্বরূপ হয় তাদের মন আর মুখ থেকে সর্বদা 'বাবা-বাবা' বের হতে থাকে, এইজন্য সময় প্রতি সময় সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু সমান হওয়ার জন্য জ্ঞানী-যোগী তু আত্মারাই সমীপে আছে, এইজন্য যতটা ভাবনা থাকবে ততটাই জ্ঞান স্বরূপ হবে। জ্ঞানযুক্ত ভাবনা আর স্নেহ সম্পন্ন যোগ - এই দুইয়ের ব্যালেন্স উড়তি কলার অনুভব করিয়ে বাবার সমান সম্পন্ন করে দেবে।

স্লোগান:- সর্বদা স্নেহী অথবা সহযোগী হওয়ার জন্য সরলতা আর সহনশীলতার গুণ ধারণ করো।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য :-

ওম্ শিবোহম্, হম্ সো সো হম্ এই শব্দগুলির যথার্থ অর্থ -

ওম্ শান্তি, এই যে শব্দগুলো উচ্চারণ করা হয় হম্ সো, সো হম্, শিবোহম্, অহম্ (আমি) আত্মা সো পরমাত্মা এখন এই মহাবাক্য কে উচ্চারণ করেন আর এই শব্দগুলি যথার্থ অর্থ কি ? যখন ওম্ শব্দ বলা হয় তখন ওম্ এর অর্থ হলো আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, এটা নিশ্চয় হওয়ার পরে আবার আমি আত্মা আমিই পরমাত্মা, এই শব্দ কখনই বলা যাবে না। তাহলে এইরকম বলা হয় যে আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান, তখন এই ওম্ শব্দ বলা আত্মাদের অধিকার। আবার যখন হম্ সো, সো হম্ শব্দ বলা হয়, তখন সেই শব্দের অর্থ হলো আমরাই পূজ্য, আবার এখন আমরাই পূজারী হই। আমরাই পূজ্য হই এখন এই শব্দটিও আত্মাই বলতে পারে। এই যে মানুষ বলে থাকে অহম্ আত্মা সো পরমাত্মা, এখন এই শব্দগুলি কেবলমাত্র পরমাত্মাই বলতে পারেন, কেননা উনিই কেবলমাত্র আত্মা, পরম আত্মা, আবার যে এই শিবোহম্ শব্দ বলেন সেটাও পরমাত্মাই বলতে পারেন, কেননা উনিই হলেন শিব। তাহলে এই শব্দগুলোর অর্থকেও তখন জানতে পারবে যখন পরমাত্মা এসে এই নলেজ (জ্ঞান) দেবেন, বাদ বাকি অন্য ধর্মাবলম্বীদের, খ্রীস্টান ইত্যাদিরা এটা জানে না যে আমরা পোপ হবো। তাদের তো এই নলেজই থাকে না। এখন আমাদেরই এই নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে যে, আমরাই দেবতা হবো, আমাদের সামনে দেবতাদের স্মরণিক চিত্র আছে আর সাথে-সাথে তাদের জীবন চরিত অর্থাৎ হিন্দু, গীতা ভগবত উদাহরণ রূপে সামনে রয়েছে। কেননা আমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত কল্পের চক্রে আসি আর ওই ধর্ম পিতারা যখন আসে তখন তারা কল্পের মধ্যবর্তী সময়ে আসে, এইজন্য ওরা হম্ সো শব্দ বলতে পারে না, ওম্ শব্দ বলতে পারে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"রুলিং তথা কন্ট্রোলিং পাওয়ার দ্বারা স্বরাজ্যের প্রাপ্তি"

আজ বাচ্চাদের স্নেহী বাপদাদা বিশেষ দুটো বিষয়ে প্রত্যেক বাচ্চাকে চেক করছিলেন। স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ, বাচ্চাদের সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ বানায়। প্রত্যেকের মধ্যে রুলিং পাওয়ার আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার কত পর্যন্ত পৌঁছেছে - আজ বাবা সেটাই দেখছিলেন। আত্মার স্থূল কর্মেন্দ্রিয় যেমন আত্মার কন্ট্রোলে চলে, যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, সেই ভাবে চালনা করতে পারে, আর চালনা করতে থাকে মানে কন্ট্রোলিং পাওয়ারও আছে। যেমন, হাত-পা স্থূল শক্তি, ঠিক সেইরকমই মন-বুদ্ধি-সংস্কার আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি। সূক্ষ্ম শক্তির উপরে কন্ট্রোল করার পাওয়ার অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-সংস্কার যখন যখন প্রয়োজন, যেখানে প্রয়োজন, যেভাবে প্রয়োজন, যত সময় প্রয়োজন - সেই ভাবে কন্ট্রোলিং পাওয়ার আর রুলিং পাওয়ার এসেছে ? কারণ এই ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা মাস্টার অলমাইটি অথরিটি হও। এই সময়ের প্রাপ্তি সারা কল্প রাজ্য-শাসক রূপে আর পূজারী রূপে চলতে থাকে। অর্ধেক কল্প বিশ্বের রাজ্য-সম্রাট ততটাই প্রাপ্ত করো, সেই অনুসারে যত শক্তিশালী রাজ্য পদ বা পূজ্য পদের প্রাপ্তি হয়, ভক্তিমার্গেও ততটাই শ্রেষ্ঠ পূজারী হও। ভক্তিতেও শ্রেষ্ঠ আত্মার মন-বুদ্ধি-সংস্কারের উপর কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে। ভক্তদের মধ্যেও নম্বর অনুক্রমে শক্তিশালী ভক্ত হয়। অর্থাৎ যে ইষ্টের ভক্তি করতে চায়, যত সময় চায়, যে বিধিতে করতে চায়, সেই রকম ভক্তির ফল, ভক্তির বিধি অনুযায়ী সন্তুষ্টতা, একাগ্রতা, শক্তি আর খুশি প্রাপ্ত করে। কিন্তু রাজ্য-পদ আর ভক্তির শক্তির প্রাপ্তির আধার এই ব্রাহ্মণ জন্ম। অতএব, সঙ্গমযুগের ছোট একটা জন্ম সারা কল্পের সব জন্মের আধার ! যেমন রাজত্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষ হও, ঠিক তেমনই ভক্ত হওয়াতেও বিশেষ হও, সাধারণ নয়। যারা ভক্ত-মালার ভক্ত তারা আলাদা, কিন্তু তোমরা নিজেরাই পূজ্য, নিজেরাই পূজারী সব আত্মার ভক্তিও বিশেষ হয়। তাইতো বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চার এই মূল আধার জন্মকে দেখছিলেন, আদি থেকে এখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জীবনে রুলিং পাওয়ার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার কতটা সদা আর কত পার্সেন্টেজে রয়েছে। এতেও প্রথমে নিজের সূক্ষ্ম শক্তির রেজাল্ট চেক করো। রেজাল্ট কী দেখা যাচ্ছে ? এই বিশেষ তিন শক্তি - "মন-বুদ্ধি-সংস্কার" এর উপরে যদি কন্ট্রোল থাকে, তবে তাকেই বলা যাবে স্বরাজ্য অধিকারী। তখনই, এই সূক্ষ্ম শক্তিই স্থূল কর্মেন্দ্রিয়কে সংযম আর নিয়মে চালাতে পারে। রেজাল্ট কী দেখলেন ? যখন, যেখানে, যেভাবে - এই তিন বিষয়ে এখন যথাশক্তি। সর্বশক্তি নয়, কিন্তু যথাশক্তি। ডবল বিদেশি নিজেদের ভাষায় যাকে সামথিং এই শব্দ ইউজ করে। সুতরাং, একে অলমাইটি অথরিটি বলবে ? মাইটি তো আছে কিন্তু অল (all) রয়েছে ? বাস্তবে একেই ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন বলা হয়ে থাকে। স্ব-এর উপরে যার যতটা রাজত্ব কয়েম আছে অর্থাৎ যে স্ব-কে এবং সবাইকে চালানোর বিধি জানে, সেই সামনের দিকে নম্বর প্রাপ্ত করে। এই ফাউন্ডেশনে যদি যথাশক্তি হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি নম্বর পিছনে হয়ে যায়। যে জানে কীভাবে নিজেকে চালাতে হয় এবং কীভাবে চলতে হয়, সে সহজেই অন্যকেও চালাতে পারে অর্থাৎ হ্যান্ডলিং পাওয়ারে দক্ষতা এসে যায়। শুধুমাত্র হ্যান্ডল করার জন্য হ্যান্ডলিং পাওয়ার প্রয়োজন নয়, যে নিজের সূক্ষ্ম শক্তিকে হ্যান্ডেল করতে পারে, সে অন্যদেরও হ্যান্ডেল করতে পারে। সুতরাং, স্ব-এর উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার অন্যদের জন্যও যথার্থ হ্যান্ডলিং পাওয়ার হয়ে যায়। হয় অস্ত্রাণী আত্মাদের সেবার দ্বারা হ্যান্ডেল করো অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে স্নেহ সম্পন্ন, সন্তুষ্টতা সম্পন্ন ব্যবহার করো - উভয়েতেই সফল হয়ে যাবে। কেননা কিছু বাচ্চা এমন হয় যে, বাবাকে জানা, বাবার হওয়া এবং বাবার প্রতি প্রীতি-ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করা - এটা খুব সহজেই তারা অনুভব করে, কিন্তু সব ব্রাহ্মণ আত্মার সঙ্গে চলার ক্ষেত্রে তারা সামথিং বলে থাকে। এর কারণ কী ? বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন সহজ কেন লাগে ? কারণ হৃদয়ের অটুট ভালোবাসা। ভালোবাসায় দায়িত্ব পূরণ করা সহজ হয়। কারও প্রতি যদি তোমার ভালোবাসা থাকে, তাহলে তার থেকে শিক্ষার কিছু ইশারা পেলেও তোমাদের ভালো লাগে আর সবসময় হৃদয়ে এটাই অনুভব হয় যে, যা কিছু সে বলেছে আমার কল্যাণের জন্যই বলেছে, কারণ তার প্রতি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ভাবনা থাকে। সুতরাং ঠিক যেমন তোমার হৃদয়ে তার জন্য শ্রেষ্ঠ ভাবনা আছে, সেইরকমই তোমার শুভ ভাবনার রিটার্ন অন্যের থেকেও প্রাপ্ত হয়। যখন তোমরা গম্বুজের মধ্যে আওয়াজ করো, তখন সেই আওয়াজই তোমাদের কাছে ফিরে আসে। তো যেমন বাবার প্রতি অটুট, অখন্ড, অনড় ভালোবাসা আছে, শ্রেষ্ঠ ভাবনা আছে, নিশ্চয় আছে, ব্রাহ্মণ আত্মারা নম্বর অনুক্রমে হলেও সেই একইরকম আত্মিক ভালোবাসা তাদের প্রতি অটুট, অখন্ড থাকে? তোমাদের ভালোবাসা তো আছে, কিন্তু যখন ভ্যারাইটি আচার-আচরণ, ভ্যারাইটি সংস্কার দেখে ভালবাস তখন তা অটুট আর অখন্ড হয় না। যেকোন আত্মার নিজের প্রতি বা অন্যের প্রতি আচার-আচরণ অর্থাৎ চরিত্র বা সংস্কার যদি মন-পছন্দ না হয় তাহলে ভালোবাসার পার্সেন্টেজ কম হয়ে যায়। কিন্তু আত্মার প্রতি আত্মার শ্রেষ্ঠ ভাবের আত্মিক ভালোবাসায় পার্সেন্টেজ হয় না। যেমনই সংস্কার হোক, আচার-আচরণ হোক কিন্তু সারা কল্পে ব্রাহ্মণ

আত্মাদের সম্বন্ধ অটুট, এটা ঈশ্বরীয় পরিবার। বাবা প্রত্যেক আত্মাকে বিশেষভাবে বাছাই করে ঈশ্বরীয় পরিবারে নিয়ে এসেছেন। নিজে নিজে আসেনি, বাবা নিয়ে এসেছেন। সেইজন্য বাবাকে সামনে রাখায় সব আত্মার প্রতিও অটুট ভালোবাসা হয়ে যায়। কোনও আত্মার কোনো ব্যাপার যদি তোমার পছন্দ না হয় তখনই তোমার ভালোবাসায় তারতম্য হয়। সেই সময় বুদ্ধিতে এটা রাখো যে এই আত্মাকে বাবা পছন্দ করেছেন, অবশ্যই কোনো বিশেষত্ব আছে তবেই তো বাবা পছন্দ করেছেন। শুরু থেকে বাপদাদা বাচ্চাদের এটাই শোনাতে থাকেন যে, মনে করো, ৩৬ গুণের মধ্যে কারও ৩৫ গুণ নেই, কিন্তু এক গুণই বিশেষ, তবেই তো বাবা তাকে পছন্দ করেছেন। বাবা তার ৩৫ অপগুণ দেখেছেন নাকি একই গুণ দেখেছেন ? কী দেখেছেন ? সবচাইতে বড় থেকেও বড় গুণ বা বিশেষত্ব বাবাকে চেনার বুদ্ধি, বাবার হওয়াতে নির্ভীকতা, তাঁকে ভালোবাসার বিধি জানা যা সারা কল্পে ধর্ম-পিতাদেরও ছিলো না, রাজনৈতিক নেতাদেরও নেই, ধনবানদেরও নেই কিন্তু সেই আত্মার আছে। বাবা তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা যখন বাবার কাছে এসেছিলে তখন কি গুণসম্পন্ন হয়ে এসেছিলে ? বাবা তোমাদের দুর্বলতা কি দেখেছিলেন ?

তোমাদের সাহস বাড়িয়েছিলেন তো না যে, তুমি আমারই ছিলে, আচ্ছ আর সদা হবে। সুতরাং ফলো ফাদার তো করো না ! যখন বিশেষ আত্মা মনে করে কাউকে দেখবে, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে, তখন বাবাকে তোমাদের সামনে রাখলে আত্মায় আপনা থেকেই আত্মিক ভালোবাসা ইমার্জ হয়ে যাবে। তোমাদের স্নেহের কারণে সবার স্নেহী হয়ে যাবে এবং আত্মিক স্নেহে সদা সবার থেকে সদ্ভাবনা, সহযোগের ভাবনা আপনা থেকেই তোমাদের প্রতি আশীর্বাদ রূপে প্রাপ্ত হবে। একে বলে - রহানী, যথার্থ, শ্রেষ্ঠ হ্যান্ডলিং।

বাপদাদা আজ স্মিত হাসি হাসছিলেন। বাচ্চাদের মধ্যে তিনটি শব্দের কারণে কন্ট্রোলিং পাওয়ার এবং রুলিং পাওয়ার কম হয়ে যায়। সেই তিন শব্দ হলো - ১) হোয়াই (কেন), ২) হোয়াট (কি), ৩) ওয়ান্ট (চাওয়া)। এই তিন শব্দের অবসান ঘটিয়ে এক শব্দ বলো। যখন হোয়াই আসে তখন এক শব্দ বলো - বাঃ, হোয়াট শব্দ যদি আসে তবুও বলো "বাঃ" ! "বাঃ" শব্দ বলতে জানো তো না ! বাঃ বাবা ! বাঃ আমি ! আর বাঃ ড্রামা ! শুধু "বাঃ" বলো তো এই তিন শব্দ শেষ হয়ে যাবে। সেইদিনও শুনিযেছিলাম তো না যে, বাপদাদা কী ধরনের খেলা দেখেছেন ! একটা চিত্র যেটা তোমরা প্রথমে বানিয়েছিলে যাতে দেখানো হয়েছে - যোগী ধ্যান করছে, বুদ্ধিকে একাগ্রচিত্ত করছে, ব্যালেন্স রাখছেন এবং ব্যালেন্স বোঝানোর জন্য তুলান্ড দেখানো হয়েছে, যতটা বুদ্ধির ব্যালেন্স করে বাঁদর এসে ততই তাদের বুদ্ধির উপরে বসে। এই তিন বিষয়ের বাঁদর এসে হাজির হলে ব্যালেন্সের কী হবে ! বুদ্ধি চঞ্চল হয়ে যাবে, ব্যালেন্স থাকবে না। সুতরাং এই তিন শব্দ ব্যালেন্সকে সমাপ্ত করে দেয়, বুদ্ধিকে নাচাতে থাকে। বাঁদর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে কি? আর কিছু নেই তো লেজই নাড়তে থাকবে। সুতরাং এতে ব্যালেন্স না হওয়ার কারণে বাবার দ্বারা প্রতি কদমে যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় অথবা আত্মিক স্নেহের কারণে পরিবারের দ্বারা যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় তা' থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা আবশ্যিক, ঠিক তেমনই ঈশ্বরীয় পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাও অতি আবশ্যিক। সারা কল্পে নম্বর ওয়ান আত্মা ব্রহ্মা বাবা আর ঈশ্বরীয় পরিবারের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসতে হবে। এমন ভেবো না - আচ্ছা, বাবা তো আমার, আমি বাবার। এও পাস উইথ অনারের লক্ষণ নয় কেননা তোমরা সল্যাসী আত্মা নও। ঋষি-মুনির আত্মা নও। বিশ্ব থেকে দূরে সরে থাকা আত্মা নও, বরং বিশ্বের সহায় হওয়া আত্মা তোমরা। বিশ্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নও, তোমরা বিশ্ব-কল্যাণকারী। ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে পরিবর্তন করবার কথা যদি বাদও দাও প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করার সহায় হও তোমরা আত্মারাই। পরিবারের অবিনাশী ভালোবাসার সুতোর মধ্যে থেকে তোমরা বেরোতে পারো না, সেইজন্য কখনো কোনও বিষয়ে, কোনও স্থানে, কোনও সেবা থেকে, কোনও সাথী থেকে দূরে সরে নিজের অবস্থা ভালো তৈরি করে দেখবো - এই সঙ্কল্প করো না। তোমরা বলো তো না - আমি এর সাথে চলতে পারবো না, ওর সাথে যাবো, এই স্থানে উন্নতি হবে না, অন্য স্থানে হবে, এই সেবায় বিঘ্ন হয়, অন্য সেবায় ভালো হবে। এইসব দূরে সরে থাকার কথা। যদি একবার এই অভ্যাস নিজের মধ্যে গড়ে তুলেছ তো এই অভ্যাস তোমাকে কোথাও স্থির হতে দেবে না, বুদ্ধিকে একাগ্র হতে দেবে না, কারণ বুদ্ধির তখন বদলে যাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। এটাও দুর্বলতা হিসেবে গণনা করা হবে, উন্নতিতে গোনা হবে না। সদাসর্বদা নিজের মধ্যে শুভ আশা রাখো, নিরাশ হ'য়ো না। যেমন বাবা বাচ্চার মধ্যে শুভ আশা রেখেছেন। যেমনই হোক, লাস্ট নম্বরের থেকেও কখনো নিরুৎসাহ হননি। সবসময় আশা রেখেছেন। সুতরাং তোমরাও না নিজের থেকে, না অন্যদের থেকে, না সেবার থেকে হতাশ, নিরুৎসাহ হ'য়ো না। দিলশাহ তথা উদার হও। শাহ মানে স্বচ্ছ-শুদ্ধ উদার হৃদয়। কোনও দুর্বল সংস্কার ধারণ করে নিও না। মায়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্বারা দুর্বল বানানোর প্রয়াস করে। কিন্তু তোমরা মায়ার ব্যাপারেও নলেজফুল, নাকি নলেজ অসম্পূর্ণ ? এটাও স্মরণে রাখো যে, মায়া নতুন নতুন রূপে আসে, পুরানো রূপে নয়

কারণ সেও জানে যে, এ' চিনে ফেলবে। আচ্ছা !

টিচাররা মায়ার বিষয়ে তোমরা নলেজফুল ? শুধু নলেজ নয়, নলেজফুল হতে হবে। এটা ভেবো না যে তোমরা বাবাকে চিনে নিয়েছ, মায়াকেও চিনতে হবে। এখন বন্ধনে বেঁধে গেছ নাকি কঠিন মনে করছো? মধুর বন্ধন মনে হয় নাকি অল্প কঠিন বন্ধন মনে হয় ? তোমরা ভাবো যে এখানে তো অনেক মরতে হবে, বাবার হয়ে গেছি, এখন আবার এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, কত পর্যন্ত করবো ! যদি এটা জানা থাকতো তো আসতামই না - এই রকম ভাবনা চলে তোমাদের? যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে কোনকিছুই কঠিন নয়। পতঙ্গও অগ্নিতে প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। তাহলে, পরমাত্ম-ভালোবাসায় তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার কোনো কিছু কঠিন হওয়ার অনুভব হতে পারে কি ? যখন পতঙ্গ সমর্পিত হতে পারে তো তোমরা হতে পারো না? যে মুহূর্তে কঠিন অনুভব হয় তখন অবশ্যই ভালোবাসার পার্সেন্টেজে তারতম্য হয়ে যায়, সেইজন্য কিছু কিছু সময় কঠিন লাগে। যদি কঠিনই হবে তাহলে তো সবসময় কঠিন লাগা উচিত ছিলো, কখনো কখনো কেন লাগে? পরমাত্মা আর তোমাদের মাঝখানে কখনো কখনো কিছু বিষয় এসে যায়, সেইজন্য মুশকিল হয়ে যায় এবং পার্সেন্টেজে ফারাক পড়ে যায়। তোমাদের মাঝখানে থেকে সেই সব বের করে দাও, তবে আবার সহজ হয়ে যাবে।

বাপদাদা সদা বলেন, টিচার্স মানে সদা স্বয়ং নির্ভীকতায় থাকে এবং অন্যদেরও সাহস দেওয়ার নিমিত্ত হয়। নয়তো তোমরা টিচার কেন হয়েছ? টিচার মানেই স্টুডেন্টদের নিমিত্ত। দুর্বলের মনোবল জাগিয়ে সামনে এগিয়ে দেওয়ার সেবায় নিমিত্ত হও তোমরা। সফল টিচারের প্রথম লক্ষণ এটাই হবে - সে কখনো সাহসহীন হবে না। যে নিজে নির্ভীক হয় সে অন্যকেও সাহস অবশ্যই দেয়। নিজের মধ্যে যদি সাহসের অভাব হয় তাহলে অন্যদের দিতে পারবে না। আচ্ছা !

চারিদিকের 'সাহসী বাচ্চাদের সহায় বাবা' - এই আধিকার যারা অনুভব করে, স্বরাজ্যের সব শক্তিকে সময় অনুসারে প্রয়োগ করে, সদা বাবা আর সব আত্মার অটুট স্নেহে, সদা সর্বকার্যে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে "বাঃ বাঃ"-র গীত গেয়ে থাকে - সেইরকম অলমাইটি অথরিটি বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- প্লেন (plain/সরল) বুদ্ধি হয়ে সেবার প্ল্যান বানিয়ে যথার্থ সেবাধারী ভব যথার্থ সেবাধারী তাদেরকে বলা যায় যারা স্ব-এর সাথে সাথে অন্য সবার সেবা করে। স্ব-এর সেবায় সবার সেবা সমাহিত হতে হবে। এমন নয় যে, অন্যদের সেবা করছো আর নিজের সেবায় গড়িমসি করলে! সেবায় সেবা আর যোগ দুইই একসাথে হতে হবে। সেইজন্য প্লেন বুদ্ধি হয়ে সেবার প্ল্যান বানাও। প্লেন বুদ্ধি অর্থাৎ শুধুমাত্র নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব ব্যতীত কোনো বিষয় বুদ্ধিকে যেন টাচ না করে। সীমিত নাম, সীমিত মান নয়, বরং নির্মাণ। এটাই শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার বীজ।

স্নোগান:- জ্ঞান দানের সাথে সাথে গুণদান করলে নিরন্তর সফলতা প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful

Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মানুষের মতে তো তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে চলে থাকো, এখন আমার শ্রীমতে চলে পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদের কোন্ আশীর্বাদ দেন, আর সেই আশীর্বাদ কারা প্রাপ্ত করে থাকে ?

*উত্তরঃ - বাবা আশীর্বাদ দেন - বাচ্চারা, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী থাকবে, অমর থাকবে। কাল (সময়) তোমাদের কখনো গ্রাস করতে পারবে না, অকালে মৃত্যু হবে না। কামধেনু মাতা তোমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ করবে। কিন্তু তোমাদের এই বিষ (বিকার) ত্যাগ করতে হবে। এই আশীর্বাদ তারাই প্রাপ্ত করে থাকে যারা এই অন্তিম জন্মে শ্রীমতানুসারে পবিত্র হয় এবং (অপরকেও) বানায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, জগৎ পরিবর্তন হচ্ছে সে'জন্য অবশ্যই পবিত্র হও।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়ঃ....

ওম্ শান্তি । ভগবানের বাচ্চারা গান শুনেছে। ভগবানের বাচ্চা তো এখন সকলেই। মানুষমাত্রই যারা রয়েছে তারা ভগবানকে বাবা বলে থাকে। তিনি হলেন সকলের একমাত্র পিতা। লৌকিক বাবাকে সকলের বাবা বলা যাবে না। অসীম জগতের পিতা সকলেরই পিতা। সকলের সঙ্গতিদাতা আর কারো মহিমা হতে পারে না। সকলেই সেই নিরাকার বাবাকেই স্মরণ করে। তোমাদের আত্মাও নিরাকার তো বাবাও নিরাকার। ওঁনারই মহিমা তোমরা শুনেছো। পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা আপনি উচ্চ অপেক্ষাও উচ্চ, সকলের সঙ্গতিদাতা। সকলের সঙ্গতি করো তাই তারা স্বর্গের মালিক দেবী-দেবতা হয়ে যায়। মানুষ মানুষের সঙ্গতি করতে পারে না। মানুষের কোনো মহিমা নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের অসীম জগতের বাবার মাধ্যমে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালম্ব ভোগ করো। তাকে রাম-রাজ্য বলা হয়ে থাকে তারপর দ্বাপর থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। ৫ বিকাররূপী ভূতের প্রবেশ ঘটে। যেমন ওই ভূত(অশুদ্র আত্মা) যার মধ্যে প্রবেশ করে তখন সে তালজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। তেমনই এই ভূতদের মধ্যে নাস্তার ওয়ান ভূত হলো কাম-বিকার, যা হলো মহাশত্রু। অর্ধেক কল্প এই ভূতেরা তোমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে। এখন এদের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। বাবা-ই সকলকে প্রতিজ্ঞা করায়। বাবা বলেন - তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য রাখী বাঁধো তবেই তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গ, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমি এসেছি পতিতদের পবিত্র করতে। ভারত পবিত্র ছিল যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। নামই ছিল সুখধাম। এখন হলো দুঃখধাম। এক তো কাম-কাটারী চালায়, দ্বিতীয় হলো লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে, দেখো কত দুঃখ। বাবা আসেনই সঙ্গমযুগে। এ হলো কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ। বাচ্চারা, তোমরা সুখধামে যাওয়ার জন্য নিজেদের কল্যাণ করতে এসেছো। বাবা বলেন, এখন আমার শ্রীমতে চলো। মানুষের মতানুসারে তো তোমরা অর্ধেককল্প চলেছো। সঙ্গতিদাতা হলেন একমাত্র বাবাই। ওঁনার শ্রীমতেই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। এছাড়া শাস্ত্র পড়তে-পড়তে তো এখন কলিমুগের অন্ত এসে গেছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। নিজেকে ঈশ্বর বলে, আর বসে-বসে নিজের পূজাই করিয়ে থাকে। শাস্ত্রে প্রহ্লাদের কথা দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে স্তম্ভের থেকে নরসিংহ ভগবান বেরিয়ে আসেন, তিনি এসে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এখন স্তম্ভের থেকে তো কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। বাকি সবকিছুই বিনাশ তো হতেই হবে। বাবা বলেন -- এই সাধু-সন্ত, মহাত্মা, অজামিলের মতন পাপাত্মাদেরও আমি এসে উদ্ধার করে থাকি। বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের কলস মাতাদের উপর রাখেন। গুরু-মাতা ব্যতীত কারও সঙ্গতি হতে পারে না। জগদম্বা হলেন কামধেনু, সকলের মনোকামনা পরিপূরণকারী। তোমরা হলে ওঁনার সন্তান। এখন বাবা বলেন, কোনও মানুষেরই কথা শুনো না। পতিতকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবা-ই। তাহলে অবশ্যই কেউ পতিতে পরিণতকারীও আছে। রাবণ-রাজ্যে সকলেই পতিত। এখন সেই পতিত-পাবন বাবা এসেছেন স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য। তিনি বলেন, ২১ জন্ম তোমরা সদা সুখী থাকবে। আশীর্বাদ দেন, তাই না! লৌকিক মাতা-পিতাও আশীর্বাদ করেন। সে'টা হলো অল্পকালের সুখের জন্য। ইনি হলেন অসীম জগতের মাতা-পিতা, তিনি বলে থাকেন - বাচ্চারা, তোমরা সদা অমর হয়ে থাকো। ওখানে কাল তোমাদের গ্রাস করতে পারবে না। অকালে মৃত্যু হবে না, সদা সুখী থাকবে। কামধেনু মাতা তোমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ করে থাকেন। কেবল বিষ(বিকার) ত্যাগ করতে হবে কারণ অপবিত্ররা ওখানে যেতে পারবে না। বাবা বলেন - আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, কেবল পবিত্র হও। এমন নয় যে সন্তানের বিয়ে দিতে হবে। না নিজেকে অপবিত্র করবে, না অন্যদেরকেও অপবিত্র হতে দেবে। এই মৃত্যুলোকে অন্তিম জন্মে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে তবেই অমরলোকে যাবে। বাবা বসে আত্মাদের বোঝান। আত্মাই ধারণ করে। বাবা

বলেন, তোমরা আমার সন্তান। তোমরা আত্মারা পরমধামে থাকতে, পুনরায় এখন নিয়ে যেতে এসেছি। যারা পবিত্র হবে তাদেরই সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তারপর সেখান থেকে তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। মীরাও বিষ ত্যাগ করেছিল সেইজন্য তার নামের মহিমা আছে। বাবা বলেন - বৎস, এখন পুরোনো দুনিয়া বদল হয়ে নতুন হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়ায় দেবতার রাজ্য করতেন। আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। তোমাদের শ্রীমৎ প্রদান করি, শ্রেষ্ঠ দেবতা হওয়ার জন্য। কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে। দেখো, শ্রীকৃষ্ণের কত মহিমা। তিনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন। আমার মতানুসারে চললে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে। যারা কল্প-পূর্বে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিল তারাই শ্রীমতে চলবে। নাহলে আসুরীয় মনমতে চলতে থাকবে। এই বাবাও সেই নিরাকারের থেকে মত নিয়ে থাকেন। শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের মত দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন - তোমরা সকলেই হলে সজনী বা ভক্ত। অদ্বিতীয় হলেন সাজন (প্রিয়তম) বা ঈশ্বর। মানুষকে কখনো ভগবান বলা যাবে না। এই বিপরীতমুখী মত পাওয়ার জন্যই তোমাদের এ'রকম দুর্গতি হয়েছে। আমিই হলাম একমাত্র পারাপারকারী। এই (পার্শ্ব) গুরুরা আমার ধামকেই (নিবাসস্থান) জানে না তাহলে আমার কাছে নিয়ে আসবে কীভাবে? মানুষ তো যেখানেই যাবে সেখানেই মাথা নত করবে, সেইজন্য স্বয়ং আমিই নিতে আসি তারপর তোমাদের স্বর্গধামে পাঠিয়ে দেব। ও'টা হলো বিষ্ণুপুরী, সূর্যবংশীয়। ত্রেতাকে বলা হয় রাম-রাজ্য। তারপর দ্বাপর থেকে শুরু হয় রাবণ-রাজ্য। তখন ভারত শিবালয় থেকে বেশ্যালয়ে পরিণত হয়ে যায়। এই ভারতই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এই ভারতই সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা রাজযোগ শিখে সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে নাও। দুই বাঁদরের কথা। আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করি, বিশ্ব-রূপী মাখন তোমরা পাও। তোমরা কেবল শিববাবা আর স্বর্গকেই স্মরণ করো। ঘর-গৃহস্থ থেকেও পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পবিত্রতার জন্যই অত্যাচার হয়ে থাকে। কল্প-পূর্বেও হয়েছিল, অবশ্যই এখনও হবে কারণ তোমরা এখন বিষ দাও না। গাওয়াও হয় -- অমৃত ত্যাগ করে কেন বিষ পান করবো। অমৃত পান করতে-করতে তোমরা দেবতা হয়ে যাও। যে পাক্সা ব্রাহ্মণ হবে -- সে তো বলবে যাকিছুই হয়ে যাক আমি কিন্তু বিষ দান করবো না। কত সহ্যও করে, তবেই তো উচ্চপদ লাভ করে।

শিববাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীরও ত্যাগ করে দেয়। এ হলো শিববাবার আদেশ। আদেশ তো সকলেরই জন্য, সেইজন্য বলেন - আমায় স্মরণ করো তবেই পরমধামে আমার কাছে চলে আসবে। শিববাবা এই মুখ দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলেন। ইনিও হলেন মানুষ। মানুষ কখনো মানুষকে পবিত্র করে দিতে পারে না। বাবাকে আবাহন করে যে পতিতদের এসে পবিত্র করো। তাহলে আমাকে অবশ্যই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হবে কারণ এখানে তো কোনো পবিত্র নেই। এখন বাবা বলেন, আমি তোমাদের এই শ্রীকৃষ্ণের মতন পবিত্র, স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই। যদি কেউ বলে যে আমি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি তাহলে বাবা কি করবে! তোমরা জ্ঞান পেয়েছো যে গৃহস্থী জীবনে থেকেও শ্রীমতানুসারে চলো তবেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। তোমরা সকলেই হলে ঈশ্বরীয় পরিবারের। শিববাবা, ব্রহ্মাদাদা, তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরূপী পৌত্র-পৌত্রীরা। তোমাদের সকলেরই স্বর্গের উত্তরাধিকার, রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন তাহলে আমরা নিশ্চই বাবার উত্তরাধিকারী। তাহলে অবশ্যই আমাদের স্বর্গে থাকা উচিত। তাহলে আমরা এখন নরকে কেন? বাবা বোঝান, রাবণ-রাজ্যের জন্য তোমরা নরকে পড়ে রয়েছো। এখন আমি এসেছি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবা হলেন মাঝি, সকলকে ওই পারে নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ সকলের বাবা নন। স্মরণ একজনকেই করতে হবে। অনেককে স্মরণ করা অর্থাৎ ভক্তিমার্গ। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করলে তখন অস্ত্রে যেমন মতি হবে তেমনই গতি হয়ে যাবে। অদ্বিতীয় পিতারই শ্রীমতের গায়ন করা হয়, অনেক গুরু-গোঁসাইদের নয়। তারা বলে যে ভগবান নাম-রূপের উর্ধ্ব(বাইরে)। কিন্তু নাম-রূপের উর্ধ্ব কোনও বস্তু হতে পারে না। আকাশ হলো পোলার তথাপি নাম তো আছে, তাই না! এই ভারত এখন কত কাঙ্গাল, দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাবা বলেন, যখন এ'রকম অবস্থা হয়ে যায়, তখন আমি এসে ভারতকে সোনার পাখি (ঐশ্বর্যশালী) বানিয়ে দিই। খড়ের গাদায় (পুরোনো দুনিয়ায়) আগুন তো লাগবেই। সমস্ত পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে গিয়ে নতুন হবে। বাচ্চারা, শ্রীমতানুসারে তোমরা স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করছো। এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। বাকি সব হলো আসুরীয় অধ্যয়ন। এই পড়ার মাধ্যমেই তোমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাও, ওই (পার্শ্ব) পড়ার মাধ্যমে তো তোমরা নরকবাসী হয়ে যাও। দিনে-দিনে এখন দৈবী-বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মায়ার তুফানও অনেক আসে, তবেই বাবা বলেন, এ হলো দুঃখধাম। এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, পরমধামকে স্মরণ করো আর সুখধামকে স্মরণ করো তবেই তরী পার হয়ে যাবে। বাবা আসেন দুঃখধাম থেকে শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন। এখন দুঃখধামকে ভুলতে থাকো। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা নিজের বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে। এই দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

২) যদি কিছু সহন করতে হয়, প্রাণও ত্যাগ করতে হয় তবুও বাবা পবিত্র হওয়ার যে নির্দেশ জারী করেছেন, সে পথে চলতেই হবে। কখনো অপবিত্র হবে না।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা তথা জীবন-মুক্ত দেবতায় পরিণতকারী সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব
সঙ্গমযুগেই ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা হতে হয়, ফরিস্তা অর্থাৎ যাদের পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো সংস্কার, পুরোনো দেহের প্রতি আকর্ষণের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনটির থেকেই মুক্ত, সেইজন্য ড্রামায় প্রথমে থাকে মুক্তির উত্তরাধিকার তারপর জীবনমুক্তির। তাই ফরিস্তা অর্থাৎ মুক্ত, আর মুক্ত ফরিস্তাই জীবনমুক্ত দেবতা হবে। যখন এ'রকম ব্রাহ্মণ তথা সম্পূর্ণ আকর্ষণমুক্ত ফরিস্তা তথা দেবতা হবে তখন প্রকৃতিও হৃদয় বা প্রাণ, সিক বা (আন্তরিক) প্রেমের সঙ্গে তোমাদের সকলের সেবা করবে।

স্নোগানঃ:- নিজের সংস্কারকে সরল (ইজি) করে নাও, তাহলে সব কাজ সহজ হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য --

"কীভাবে পরমাত্মা করণ-করাবনহার হয়ে থাকেন ?"

অনেক মানুষ এমন ভেবে বসে আছে যে এই যে অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত সৃষ্টি-ড্রামা চলছে তা পরমাত্মার দ্বারাই চালিত হচ্ছে, সেইজন্য তারা বলেন যে কিছুই মানুষের হাতে নেই..... করণ-করাবনহার হলেন স্বামী(মালিক).... সবকিছু পরমাত্মাই করিয়ে থাকেন। সুখ-দুঃখ দুই ভাগই পরমাত্মাই রচনা করেছেন। এখন এ'রকম বুদ্ধিসম্পন্নদের বুদ্ধি কেমন বলা হবে ? সর্বপ্রথমে এদের এ'টা অবশ্যই বোঝাতে হবে যে এই অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত সৃষ্টির খেলা যা এখন সে-ই পরমাত্মা রচনা করছেন, সে'টাই চলতে থাকে। যাকে আমরা বলে থাকি পূর্ব-নির্ধারিত খেলা অটোমেটিক চলতেই থাকে। তাই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে যে এ'সবকিছু পরমাত্মাই করে থাকেন। এই যে পরমাত্মাকে করণ-করাবনহার বলা হয়ে থাকে, এই নাম এখন আবার কোন্ ব্যক্তিত্বের উপর পড়েছে ? এখন সেই কথা বুঝতে হবে। প্রথমে তো এ'টা বুঝতে হবে যে সৃষ্টির এই যে অনাদি নিয়ম আছে তা হলো পূর্ব-নির্ধারিত, যেমন পরমাত্মাও অনাদি, মায়াও অনাদি আর এই চক্রও হলো আদি থেকে নিয়ে অন্ত পর্যন্ত অনাদি অবিনাশী পূর্ব-নির্ধারিত। যেমন এ'টাই মনে করা হয় যে বৃক্ষের জ্ঞান বীজেই নিহিত আছে, তাই না! আর এ'টাও মনে করা হয় বীজের জ্ঞান বৃক্ষে নিহিত রয়েছে, দুই-ই কস্মাইন্ড, দুই-ই অবিনাশী, বাকি বীজে কি কাজ রয়েছে! বীজ বোনা আর বৃক্ষের উৎপত্তি হওয়া। যদি বীজ বপন করাই না হয় তাহলে গাছ উৎপন্নও হবে না। তাই স্বয়ং পরমাত্মাও হলেন এই সমগ্র সৃষ্টির বীজরূপ আর পরমাত্মার পাট হলো বীজ বপন করা। পরমাত্মাই বলেন, যখন বীজ বপন করি তখন আমিই পরমাত্মা। যদি বীজ বপন করা না হয় তাহলে বৃক্ষ বেরোবে কীভাবে ! আমার নাম তখনই পরমাত্মা যখন আমার কার্য হয় পরম, আমার কার্যই হলো এই যে আমি স্বয়ং পাটধারী হয়ে বীজ বুনে থাকি। সৃষ্টির সূচনাও করে থাকি আর অন্তও করে থাকি, আমি কর্তা হয়ে বীজ বপন করি। বীজ বপন করার অর্থ রচনা করা। পুরানো সৃষ্টির বিনাশ করা আর নতুন সৃষ্টির সূচনা করা - একেই বলা হয় পরমাত্মা সবকিছু করে থাকেন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যত ভালোবেসে যন্ত্রের সেবা করবে, ততই উপার্জন, সেবা করতে করতে তোমরা বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে, তোমাদের উপার্জনও জমা হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- নিজেকে সদা খুশীতে রাখার জন্য কোন যুক্তিকে আপন করে নিতে হবে ?

*উত্তর:- নিজেকে সেবাতে ব্যস্ত রাখা তাহলে সদা খুশী থাকবে। তোমাদের উপার্জন হতে থাকবে। সেবার সময় আরাম করার খেয়াল আসা উচিত নয়। যত বেশী সেবা করার সুযোগ পাও, তাতেই খুশী হওয়া উচিত। সততার সাথে ভালোবেসে সেবা করো। এই সেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মধুরও হতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়।

*গীত:- এই সময় চলে যাচ্ছে...

ওম্ শান্তি। একথা কে বলেছে? বাবা বাচ্চাদের বলেছেন। এ হলো অসীম জগতের কথা। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন মনে করে - এখন অনেক সময় চলে গেছে, বাকি অল্প সময় আছে, কিছু ভালো কাজ করে নিই, তাই বাণপ্রস্থ অবস্থাতে সংস্পর্শে যায়। সত্যযুগে তো এমন কথা হয় না আর অল্প সময় বাকি আছে, জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপরে আছে। এখনই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। ওরা তো সাধু সঙ্গ করে, কিন্তু কোনো লক্ষ্য পায় না তাই যোগযুক্ত হতে পারে না। বাকি পাপ অবশ্য কম হয়। বড় পাপ তো হয় বিকারের। কাজকারবার ছেড়ে দেয়। আজকাল তো এমন তমোপ্রধান অবস্থা যে বিকার ত্যাগই করতে পারে না। ৭০ - ৮০ বছর বয়সেও সন্তানের জন্ম দেয়। বাবা বলেন, এখন এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে। সময় খুবই অল্প, তাই বাবার সঙ্গে যোগ লাগাতে থাকো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। ফিরে যাওয়ার জন্য অল্প কিছুদিনই বাকি আছে। মাথার উপর অনেক পাপের বোঝা, তাই যতটা সম্ভব সময় বের করে আমাকে স্মরণ করো। কাজকারবার ইত্যাদি কর্ম তো করতেই হবে, কেননা তোমরা হলে কর্মযোগী। এতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এও পরের দিকে হবে। এমন মনে করো না যে, কেবল বৃদ্ধাদেরই স্মরণ করতে হবে। তা নয়, সকলের মৃত্যুই এখন নিকটে। এই শিক্ষা সকলের জন্য। ছোটো বাচ্চাদেরও বোঝাতে হবে। আমরা হলাম আত্মা, পরমধাম থেকে এসেছি। এ খুবই সহজ। গৃহস্থ ধর্মেরও পালন করতে হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকেও শিক্ষা অর্জন করতে হবে। তারপর সেবাপরায়ণ হলে এমনিতেই বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। বাড়ীর লোক তখন বলবে, তোমরা সেবা করো। আমরা বাচ্চাদের দেখভাল করবো অথবা দেখার লোক রেখে দেবো। তাই এতে তাদেরও লাভ। মনে করো ঘরে ৫ - ৬ টি বাচ্চা, স্ত্রী চায় যে আমি ঈশ্বরীয় সেবা করি, আর ভালো সেবা যদি করে তাহলে বাচ্চাদের জন্য দেখাশোনার লোক রেখে দিতে পারে, কেননা এতে নিজেরও কল্যাণ আর অন্যেরও কল্যাণ হবে। দুজনেই সেবাতে লেগে যেতে পারে। সেবার উপায় তো অনেকই আছে। সকাল এবং সন্ধ্যায় সেবা হতে পারে। দিনে মায়েদের ক্লাস হওয়া জরুরী। বি.কে.দেব সেবার সময় ঘুমানো উচিত নয়। এখানে তো যত বাবার যন্ত্রের সেবা করবে, ততই উপার্জন আর উপার্জন। এখানে লাভ অনেক। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে মানুষ অনেক ব্যস্ত থাকে। তারা বলে - বাবা, কথা বলতে বলতে গলা বুজে আসে, কেননা অনেকে হঠাৎ এসেই সেবা করে। যারা সবসময় এতো সেবা করে, তাদের গলা খারাপ হয় না। তাদের অভ্যাস হয়ে যায় তাই পরিশ্রম হয় না। আবার সবাই একরকম নয়। কেউ তো খুবই সং, তারা যত সেবা পায়, ততই খুশী হয়, কেননা তারা পরিবর্তে কিছু পায়, তাই খুব ভালোভাবে সেবাতে লেগে থাকে। তোমাদের খুবই মধুর হতে হবে, তোমাদের অবগুণ দূর হয়ে যাওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণের মহিমার গায়ন হয় -- সর্বগুণ সম্পন্ন, এখানে সকলের মধ্যে আসুরী গুণ। কোনো কমতি যেন না থাকে, তোমাদের এমন মিষ্টি হতে হবে। তা তখনই হবে যখন সার্ভিস করতে পারবে। যেখানে খুশী গিয়ে তোমাদের সার্ভিস করতে হবে। রাবণের শৃঙ্খল থেকে সবাইকে মুক্ত করতে হবে। প্রথমে তো নিজের জীবন তৈরী করতে হবে। আমি যদি বসে যাই তাহলে অভাব আমারই হবে। প্রথমে তো এ হলো রুহানী সার্ভিস। কারোর ভালো করতে হবে, কাউকে নিরোগী, ধনবান, কাউকে আবার আয়ুষ্সান বানাতে হবে। সারাদিন এই খেয়াল চলতে থাকা উচিত। এই বাচ্চারাই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হতে পারে আর হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত হতে পারে। তোমাদের প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাঁকে জানো কি? পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? পরিচয় করিয়ে দিলে তবেই তো বাবার প্রতি প্রেম তৈরী হবে। বাবা বলেন, আমি কল্পের সপ্তম যুগে এসে নরককে স্বর্গ বানাই। কৃষ্ণ তো এই কথা বলতে পারে না। তিনি তো হলেন স্বর্গের প্রিন্স। তাঁর রূপ পরিবর্তন হতে থাকে। তোমাদের কল্প বৃক্ষের (ঝাড়) উপর বুম্বিয়ে বলতে হবে। উপরে পতিত দুনিয়াতে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পতিত, তাই তাঁকে নীচে আবার তপস্যারত দেখানো

হয়েছে। ব্রহ্মার বংশাবলীও রয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই আত্মাকে পতিত থেকে পাবন করেন। কৃষ্ণকেও শ্যাম সুন্দর বলা হয় কিন্তু অর্থ কেউ বুঝতেই পারে না। তোমরা বোঝাতে পারো - ইনি হলেন পতিত। এনার আসল নাম ব্রহ্মা নয়, যেমন তোমাদের সকলের নাম পরিবর্তন হয়েছে। তেমনই বাবাও এনাকে অ্যাডপ্ট করেছেন। না হলে শিব বাবা ব্রহ্মাকে কোথা থেকে এনেছেন। তাঁর তো স্ত্রী নেই। তাহলে অবশ্যই অ্যাডপ্ট করেছেন। বাবা বলেন, আমাকে এনার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয়। প্রজাপিতা তো আর উপরে থাকতে পারেন না, এখানেই তাঁকে প্রয়োজন। প্রথমে তো এই নিশ্চয় চাই। আমি সাধারণ তনে আসি। গৌশালা নাম হওয়ার কারণে ষাঁড় আর গরুও দেখানো হয়। এখন গরুকে গ্তান দিয়েছেন বা গরু চড়িয়েছেন, একথা লেখা নেই। চিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে গোয়ালার বানিয়ে দিয়েছে। এমন এমন কথা অন্য কোনো ধর্মে নেই, যতটা এই ধর্মে আছে। এই সবই ভক্তিমার্গে নির্ধারিত রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। বাবা বোঝান যে - এই সৃষ্টিচক্রকে জানলেই তোমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স - প্রিন্সেস হতে পারবে। অমরলোকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। তোমরা যা কিছুই পড়ো, তা ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। তোমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে ধনবান রাজ পরিবারে জন্ম নেবে। প্রথমে বাচ্চা হবে তারপর বড় হয়ে একনম্বর মহল তৈরী করবে। ততক্ষম। শিব বাবা বলেন, এই মাশ্মা - বাবা যেমন খুব ভালোভাবে পড়েন, তোমরাও পড়ো, তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। রাতে জাগো, বিচার সাগর মন্বন করো, তাহলে খুশীতে থাকতে পারবে। ওই সময়ই খুশীর পারদ চড়তে থাকে। দিনে তো কাজকারবারের বন্ধন থাকে। রাতে তো কোনো বন্ধন নেই। রাতে যদি বাবাকে স্মরণ করে ঘুমাতে যাও তাহলে ভোরবেলা বাবাই জাগিয়ে দেবেন। অনেকে এমন অনেক অনুভবের কথাও অনেকে লিখে থাকে। সাহসী বাচ্চারা থাকলে বাবা তো সাহায্যকারী হবেনই। নিজের উপর খুব নজর রাখো। সন্ন্যাসীদের ধর্ম পৃথক। যেই ধর্মের যতটা বংশলতিকা থাকবে, বৃক্ষও ততটাই বড় হবে। যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তারা আবার নিজের ধর্মে ফিরে আসবে। মনে করো সন্ন্যাস ধর্মের এক বা দুই কোটি অ্যাক্টর, আবার তেমনই হবে। এই ড্রামা সম্পূর্ণ সঠিক বানানো আছে। কেউ কোনো ধর্মে, কেউ আবার অন্য কোনো ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। তারা সবাই নিজের নিজের ধর্মে ফিরে আসবে। এই গ্তান বুদ্ধিতে বসে যাওয়া উচিত।

এখন আমরা বলি যে, আমি আত্মা, শিব বাবার সন্তান। এই সম্পূর্ণ বিশ্ব আমার। আমি রচয়িতা শিব বাবার বাচ্চা হয়েছি। আমি এই বিশ্বের মালিক। এই কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত, তাহলে অগাধ খুশী থাকবে। অন্যদেরও খুশীর দান করতে হবে, পথ বলে দিতে হবে। তোমাদের দয়ালু হতে হবে। যে গ্রামে থাকো, সেখানেও সার্ভিস করা উচিত। সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে, বাবার পরিচয় দিতে হবে। যদি বেশী করে বোঝাতে চাও, তাহলে বলো, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে, এও তোমাদেরই বোঝানো হয়। এই সেবা তো অনেকই আছে কিন্তু কখনো - কখনো ভালো ভালো বাচ্চাদের উপরও গ্রহের দশা এসে যায়, তাদের তখন বোঝার শখ থাকে না। না হলে বাবাকে লেখা উচিত -- বাবা, সার্ভিস করেছি, তার রেজাল্ট এই বের হয়েছে, এমন - এমনভাবে বুলিয়েছি। তাহলে বাবাও খুশী হয়ে যাবেন। তিনি মনে করবেন, এর সেবার শখ আছে। কখনো মন্দিরে, কখনো শ্মশানে, কখনো চার্চে তোমাদের চলে যাওয়া উচিত। ওদের জিপ্তোস করা উচিত, গড ফাদারের সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? তিনি যখন বাবা, তখন তোমাদের মুখে বলা উচিত - আমরা তাঁর বাচ্চা। হেভেনলী গড ফাদার যখন বলা হয় তখন তিনি অবশ্যই হেভেন রচনা করবেন। এ কতো সহজ। ভবিষ্যতে অনেক বিপর্যয় আসবে। মানুষের বৈরাগ্যও আসবে। রমজানের সময় মানুষের মনে বৈরাগ্য আসে। ব্যস্, দুনিয়ার এমন অবস্থা হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় কেন ভগবানকে ধরার পথ ধরবো না। মানুষ এমন অবস্থায় গুরুদের কাছে গিয়ে জিপ্তোস করে, এই বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বলে দাও।

তোমাদের নিজেদের বাচ্চাদের পালনাও করতে হবে, আর সার্ভিসও করতে হবে। মাশ্মা - বাবাকে দেখো, তাঁদের কতো সন্তান। সে হলো জাগতিক গৃহস্থ পরিবার, আর এই বাবা তো হলেন অসীম জগতের মালিক। তিনি অসীম জগতের এই আত্মা রূপী ভাই - বোনের বুলিয়ে বলেন। এ হলো সকলের অন্তিম জন্ম। বাবা তোমাদের হীরের মতো বানাতে এসেছেন। তাহলে তোমরা আবার কড়ির পিছনে কেন পড়ে আছো। সকাল - সন্ধ্যা তোমরা হীরের মতো হওয়ার সার্ভিস করো। দিনে কড়ির ব্যবসা করো। যাদের বুদ্ধি সেবার প্রতি থাকবে, তাদের বুদ্ধিতে প্রতি মুহূর্তে বাবার কথা স্মরণে আসতে থাকবে, তখন তাদের এই অভ্যাসও হয়ে যাবে। যার কাছে কাজ করবে তাদেরও লক্ষ্য দিতে থাকবে, কিন্তু কোটিতে কয়েকজনই বের হবে। আজ নয় তো কাল মনে করবে, আমাকে অমুক বন্ধু এই কথা বলেছিলো। পদ যদি প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে সাহস রাখা উচিত। ভারতের সহজ যোগ আর গ্তান তো বিখ্যাত, কিন্তু তা কেমন ছিলো, কি ছিলো, একথা কেউই জানে না। এই উৎসব - পার্বণ সবই এই সঙ্গম যুগের। সত্যযুগে হলো তো রাজস্ব। হিন্দু হলো সম্পূর্ণ সঙ্গম যুগের। সত্যযুগের দেবতারা কোথা থেকে রাজস্ব পেয়েছিলেন, এও এখনই জানতে পারা গেছে। তোমরা জানো যে, যে যেমন

সার্ভিস করবে, তার উপরে আমরাই রাজস্ব গ্রহণ করি, আবার আমরাই হারিয়ে ফেলি। এখন তো প্রদর্শনীর সার্ভিস বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে প্রজেক্টরও যাবে। এই সার্ভিস খুবই বিস্তার লাভ করবে। বাচ্চাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তখন এই ভক্তিমার্গের আর মূল্য থাকবে না। এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। এমন নয় যে - এ কি হলো! এমন না করলে এমন হতো! এও বলতে পারবে না। যা অতীত হয়ে গেছে তা সঠিক, আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান। মায়া যেন কোনো বিকর্ম না করায়। মনের তুফান তো আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম ক'রো না। অপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় তো অনেক আসবে, তবুও পুরুষার্থ করে শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা হার্টফেল হয়ে যেও না। কোনো কোনো বাচ্চা লেখে যে - বাবা, পনেরো - কুড়ি বছর ধরে অসুস্থতার কারণে পবিত্র থাকি, তবুও মনের মধ্যে খারাপ খারাপ জিনিস চলতে থাকে। বাবা লেখেন, তুফান তো অনেকই আসবে, মায়া বিচলিত করবে, কিন্তু তোমরা বিকারে যেও না। এ তোমাদেরই বিকর্মের হিসেব - নিকেশ। যোগবলের দ্বারাই এই বিকর্ম ভস্ম হবে, ভয় পেও না। মায়া বড় বলবান। কাউকেই ছাড়ে না। সেবা তো অনেক আছে, যে যত করতে পারবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দিনে শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম আর সকাল - সন্ধ্যা জীবনকে হীরের তুল্য বানানোর আধ্যাত্মিক সেবা অবশ্যই করতে হবে। সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে।

২) মায়া যেন কোনো বিকর্ম না করায়, এতে খুবই সাবধান থাকতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না। আসুরী অবগুণ দূর করতে হবে।

বরদানঃ:- অন্তরের তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করে সকলের শুভেচ্ছার অধিকারী ভব তপস্যার চাটে নিজেকে সার্টিফিকেট দেওয়ার তো অনেকেই আছে, কিন্তু সকলের সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট তখনই প্রাপ্ত হয়, যখন অন্তরের তপস্যা থাকবে, সকলের প্রতি হৃদয়ের স্নেহ থাকবে, নিমিত্ত ভাব আর শুভ ভাব থাকবে। এমন বাচ্চারা সকলের শুভেচ্ছার অধিকারী হয়ে যায়। কম করে ৯৫% আত্মারা যেন সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট দেয়, সকলের মুখ থেকে যেন নির্গত হয় যে, হ্যাঁ এ হলো এক নম্বর, এমন সকলের হৃদয়ের শুভ কামনার সার্টিফিকেট যারা প্রাপ্ত করে, তারাই বাবার সমান হয়।

স্লোগানঃ:- সময়ের মূল্য বুঝে সফল করো, তাহলে সময়ের ধোঁকা থাকে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার হয়েছেো এই দুনিয়া থেকে মরার জন্য, এমন অবস্থা(স্থিতি) দূত করো যাতে অন্তিম কালে বাবা ব্যতীত আর কেউই স্মরণে না আসে"

- *প্রশ্ন:- সমগ্র দুনিয়াতে এখন সবথেকে তীব্র কোন্ আশুণ এই সময় জ্বলছে, তাকে নির্বাপিত করার উপায় কী ?
- *উত্তর:- সমগ্র দুনিয়াতে এই সময় "কাম"-এর আশুণ জ্বলছে, এই আশুণ সবথেকে তীব্র। এই আশুণ নির্বাপিত করার জন্য রুহানী মিশন একটাই, এর জন্য স্বয়ং-কে ফায়ার ব্রিগেড হতে হবে। যোগবল ব্যতীত এই আশুণ নির্বাপিত হতে পারে না। কাম বিকার-ই সকলের সর্বনাশ করে এইজন্য এই ভূতকে বিতারিত করতে যথার্থ রীতিতে পুরুষার্থ করো।
- *গীত:- জলসায় জ্বলে উঠল বহ্নিশিখা...

ওম্ শান্তি । যে সমস্ত ভালো-ভালো সেবাধারী বাচ্চারা আছে, তারা এই গানের অর্থকে যথার্থরূপে বুঝতে পারবে। এই গান শোনার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিচক্র, রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানা যায়। গান বাজানো হয় যাতে মানুষ জানতে পারে। কার দ্বারা ? জ্ঞান সাগরের দ্বারা। বাচ্চারা জানে যে আমরা বাবার হই এই পুরাতন দুনিয়া থেকে মরে আমাদের পরমধামে যাওয়ার জন্য। এই পুরুষার্থ আর কেউই করতে পারে না এক বাবা ছাড়া। বাবা বলেন আমার হওয়ার জন্য তোমাদেরকে এই দুনিয়ার থেকে মরতে হবে। পরবর্তী সময়ে এমন অবস্থা(স্থিতি) দূত করতে হবে যাতে এক বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কারো স্মরণিক না আসে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে অগ্নি শিখা (শমা) এসেছেন বহ্নি-পতঙ্গদেরকে (পরবানে) সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বহ্নি-পতঙ্গ তো অসংখ্য রয়েছে। প্রদর্শনীতেও দেখা কতো কতো মানুষ আসে। অনেক বাচ্চা তো আবার প্রদর্শনীর অর্থও হয়ত বুঝতে পারে না। পুরাতন দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিবর্তন করার প্রদর্শনী। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন দুনিয়ার আবার স্থাপনা কীভাবে হয় - এটা সঙ্গমেই দেখানো হয়। দুটো একত্রে হতে পারে না। একটি অবশ্যই শেষ হবে। তোমাদের মধ্যেও যারা ভালো-ভালো বাচ্চা আছে তারা জানে। রামরাজ্য অর্থাৎ নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। রামরাজ্য স্থাপন হওয়ার পরে রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন তোমরা রাম রাজ্যে যাওয়ার মতো তৈরী হচ্ছে তখন তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত থাকা ঠিক নয়। ভূতদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করা উচিত। সর্বপ্রথমে কামের অগ্নিকে নির্বাপিত করতে হবে। নিজের জন্য ফায়ার ব্রিগেড হতে হবে। এই আশুণ সবথেকে তীব্র আর একদমই কদর্যে পরিপূর্ণ, যোগবল ব্যতীত নির্বাপিত করা যাবে না। তাই তো এই প্রশ্ন সমগ্র দুনিয়ার। সকলের কামের আশুণ প্রজ্জ্বলিত হয়ে রয়েছে। এই আশুণকে নির্বাপিত করার রুহানি মিশন একটাই। ওঁনাকে অবশ্যই এখানে আসতে হয়। বলা হয় যে ও পতিত-পাবন এসে। পতিত কামীদেরকেই বলা হয়ে থাকে। হে কামের আশুণ ভস্মীভূতকারী এসে। এখানে বেশিরভাগই তো হল পতিত। স্বল্প সংখ্যকই কেউ পবিত্র থাকে। তোমাদের উপায় বলে দিই কীভাবে একে নির্বাপিত করবে। এই কাম অগ্নিও সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসে। তমোপ্রধান তারাই যারা একদম বিরত থাকতে পারে না। আশুণ প্রজ্জ্বলিত হয়েই থাকে। মানুষের সর্বনাশ এই কাম বিকার-ই করে থাকে। সত্যযুগে কোনো শত্রু থাকে না। ওখানে না রাবণ থাকে, না মানুষের কোনো শত্রু থাকে। তোমরা বোঝাও যে ভারতের সবথেকে বড় শত্রু হল রাবণ। সমগ্র খেলাই ভারতের ওপরে বানানো হয়েছে। সত্যযুগে রামরাজ্য, কলিযুগে রাবণরাজ্য। কার্টুনেও দেখানো হয়েছে - ওরাও মানুষ, এরাও মানুষ। মানুষ দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে করজোড়ে বলে আপনারা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, আমরা হলাম পাপী দুঃখী। এই ভারত শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্র ছিল অবশ্যই। যেখানে দেবী দেবতারা রাজ্য করতেন। লক্ষী-নারায়ণ আর রাম-সীতা, উভয়েরই রাজ্য ছিল। ওনাদেরই হল দৈবী বংশ। প্রজাদের চিত্র তো আর বানাবে না। এখন বাবা কত সহজ ভাবে বোঝান। বাবা বুঝিয়ে বলেন যে, বুদ্ধিতে ধারণা হচ্ছে তো না ? যেরকম আমার বুদ্ধির ধারণাতে বৃক্ষ, ডামার নলেজ আমার কাছেই আছে এইজন্য আমাকে জ্ঞান সাগর বলা হয়। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমার কাছেই আছে। আমাকে পবিত্রতারও সাগর বলা হয়। পতিত-পাবন আমাকেই বলা হয় যিনি এসে সমগ্র ভারতকে পবিত্র বানান। এ হলো রাজযোগ আর জ্ঞান। যারা ব্যারিস্টারি পড়ে তাদের সেটাকে বলা হবে ব্যারিস্টারী যোগ, কেননা ঐ পঠন-পাঠনের দ্বারাই ব্যারিস্টারি হয়ে থাকে। এই বাবা বলেন যে বাচ্চারা আমি এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। সব রাজারাও ভগবানকে স্মরণ করে। ভগবানের থেকে কি প্রাপ্ত হবে ? অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে।

তোমরা সকলকে জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় জানো ? সেই পিতা রচয়িতা হলে অবশ্যই স্বর্গের রচনা

করবেন আর স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করান, যা আমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করেছিলাম। এখন আর নেই আবারও প্রাপ্ত করছি, যেরকম কল্প পূর্বেও ভারতবাসীরা প্রাপ্ত করেছিল। এখন আবার ভারতবাসীরাই প্রাপ্ত করবে। (নারদের মতো) তোমরা বাচ্চারাও জিজ্ঞাসা ক'রো বৈকুণ্ঠে যাবে? ভগবানের থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার নেবে? ভারতই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল, এখন আর নেই, আর কেউ প্রাপ্ত করতেও পারবে না কেননা ভারতই হল ভগবানের জন্মভূমি। তাই চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। এখানকার বাসিন্দাদেরই দেবে। কিন্তু অনেক বাচ্চারা বোঝাতে পারে না। অনেক বাচ্চাদেরকে সাক্ষাৎকারও করিয়ে থাকি। তাদেরকে দেখাই যে তোমরা বৈকুণ্ঠের রাজা-রানী (প্রিন্স-প্রিন্সেস) হচ্ছে। এ হলোই মনুষ্য থেকে রাজা হওয়ার পাঠশালা। প্রিন্স হওয়া অথবা রাজা হওয়া একই কথা। এই সাক্ষাৎকার হয় যে পুরুষার্থ করে এইরকম তৈরী হও। বাবার শ্রীমতের আধারে পুরুষার্থ করো। কেবল কৃষ্ণকে দেখলে - এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। এইরকম তো পূর্বেও অনেকেই দেখেছে, আবার চলেও গেছে। সাক্ষাৎকার হল কিন্তু তারপর পঠন-পাঠন করে না, এইরকম তৈরীও হতে পারে না। এতটা পুরুষার্থ ক'রে না, কেননা ভূতেরা আঘাত হানে। দেহ-অভিমানের শক্তিশালী ভূত রয়েছে। বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে খেলা সমাপ্ত হয়েছে। আমরা ৮৪ জন্মের পাট সমাপ্ত করেছি, এখন আমরা এই পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করছি। এটাও যদি স্মরণে এসে যায় তাহলে অহো ভাগ্য! খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হয়ে যাবে। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি মুক্তিধামে। এটা কারোরই বুদ্ধিতে বসে না। সন্ন্যাসীরা তারা বলে আমরা শরীর ছেড়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব। কিন্তু তত্বকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয় না, তাহলে যাবে কীভাবে। নিয়ে যাবেন তো এক রাম-ই, প্রত্যেকটি বাচ্চাকেই নিয়ে যাবেন। নিজে নিজে তো কেউ যেতে পারবে না। পুরুষার্থ করে কেননা এই দুনিয়াতে থাকতে ভালো লাগে না। অনেকে আবার বলে যে আমি এই নাটকে আসিনি। অনেক মত মতান্তর রয়েছে। গুরু গোঁসাই ইত্যাদি সংখ্যায় কোটির কাছাকাছিতে রয়েছে। সবার নিজের নিজের মত রয়েছে। যদিও তারা বলে তোমাদের জ্ঞান খুব ভালো। কিন্তু বাইরে বের হতেই সব শেষ হয়ে যায়। আসে তো অনেকেই কিন্তু তাদের ভাগ্যে নেই। এতটা পদমর্যাদা ছেড়ে আসবে, এটা হতে পারে না, এইজন্য গরিবরাই এই জ্ঞান ধারণ ক'রে। এখানে তো এসে বাবার বাচ্চা হতে হবে। কোনো সন্ন্যাসী গুরু এতসব ফলোয়ার্সদের ছেড়ে আসবে, এ বড়ই কঠিন। তাও আবার এই প্রবৃত্তি মার্গে নারী-পুরুষ উভয়কেই একত্রে থাকতে হয়। নিশ্চয় বুদ্ধিসম্পন্নদের সাথে সাথে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দেখা হয় যে গুরুর আধিপত্য ছাড়তে পেরেছে কি পারেনি। বাবার হতে হয় তাই না। বাবা কাউকে বোঝানোর জন্য সহজ উপায়ের মাধ্যমে বোঝান। কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করতে হবে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? উনি অবশ্যই মুক্তি জীবনমুক্তি দেবেন। মনুষ্য, মনুষ্যদের তো দিতে পারবে না। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য এখানে এসে শিখতে হবে, শ্রীমত যা বলবে তাই করবে! প্রথমে নিশ্চয় বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে, তারপর শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে। সবার প্রথমে পরিচয় দিতে হবে বাবার। অনেকেই আসে। বলে এই পথ খুব ভালো। কিন্তু নিজেরা নিজেদের ভালো করে না, কেবল নিজের মতামত দিয়ে চলে যায়। এটা জানে না যে তোমরা কার মতানুসারে চলছো। বলে এইরকম প্রদর্শনী তো জায়গায়-জায়গায় হওয়া দরকার। মতামত দিতে শুরু করে দেয়। আরে, ঈশ্বরকে কখনোই মতামত দেওয়া যায়! কিন্তু প্র্যাক্টিসে (অভ্যাস) পরিণত হয়েছে এই মতামত প্রদর্শন করার। তাই তারা নিজেদের জন্য কখনই বসে বুঝবে না। এখানে মতামত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে। প্রথমে বাবার হতে হবে, তারপর শ্রীমত অনুসরণ ক'রে, উনি যা নির্দেশ দেবেন সেইভাবে অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। আবার যখন কাউকে বোঝাবে যদি সে লিখে দেয় যে শ্রীমত অনুসরণ করব, তখন বোঝা যাবে যে সে কিছু বুঝেছে। আসে তো অনেকেই কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারে না। তাই তারা জ্ঞানকে ভালোবাসতে পারে না। এই সময় সকলে ভক্তিকে ভালোবাসে। জপ, তপ, পাঠ ইত্যাদি সবকিছুই ভক্তির জন্য করে থাকে। ভগবান বলেন অর্ধ কল্প তোমরা ভক্তি করেছো - ভগবানের সাথে সাক্ষাতের জন্য। সবাই তো ভক্তই হ'লে। ভগবান তো একজনই। একজনকেই বলা হয় পতিত-পাবন। তাহলে তোমরা নিজেরাও সকলে পতিতই হ'লে। এটা হলো রাবণ রাজ্য। এই কল্পের সঙ্গমেরই গায়ন আছে। কল্পের সঙ্গমযুগে যুগে বাবা আসেন।

সত্যযুগ হল কল্যাণকারী স্বর্গ, কলিযুগ হল অকল্যাণকারী নরক। রাবণ হল অকল্যাণকারী, রাম হল কল্যাণকারী। এই নলেজ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সব সময় বেয়ে বেয়ে পড়া উচিত। অধীর থাকতে হবে যে গিয়ে বেচারাদের কল্যাণ করতে হবে। কারো কারো মধ্যে এমনই দুর্বলতা থাকে যে তার জন্য সকলে হয়রান হয়ে যায়। বলে যে বাবা অমূকের মধ্যে এই অবগুণ রয়েছে। অনেক সংবাদ আসে। বাবা বলেন যে সংবাদ দিলে তবে তো সর্বকতা দেবো। কোনো অবগুণ থাকলে সেবা কম করবে। আজকাল শিক্ষিত, বিদ্বান, পন্ডিত তো অনেকেই আছে তারা খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন হয়। দুর্বল বাচ্চারা তো মাথা খারাপ করে দেয়, এইজন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওরা মনে করে যে এরা আমাদের থেকে অনেক বুদ্ধিদীপ্ত। প্রদর্শনী থেকেও বাবা খবরা-খবর নিতে থাকেন - কে কে ভালোভাবে সার্ভিস করছে। এর জন্য অনেক বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ো? বলবে, এটা তো আমরা সবাই জানি - এই বেদ

শাস্ত্র, জন্ম-জন্মান্তর থেকে সবাই পড়ে এসেছে। এখন আমাদের বাবার নির্দেশ রয়েছে কিছুই পড়তে হবে না। আমি যা শোনাবো সেটাই শোনো। আমার মত অনুসরণ করো, আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমি হলাম তোমাদের পিতা। তোমাদেরকে মুক্তি জীবন মুক্তি দেবো। প্রত্যেককে ড্রামা অনুসারে প্রথমে মুক্তিতে যেতে হবে তারপর জীবনমুক্তি, সত্যপ্রধানে আসবে। এইজন্য বলা হয় সকলের সন্নতি দাতা সর্বোদয়া। সর্ব বললে সমগ্র দুনিয়াই এসে যায়। সর্ব অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার পিতাকেই বোঝানো হয়, ওরা সকলে হল অল্পকালের হদের সার্থিসকারী। বেহদের সর্বোদয়া লিডার তো একজনই। সমস্ত বিশ্বের উপর দয়া করে বিশ্বের পরিবর্তন করতে আসেন বিশ্ব পরিবর্তনকারী। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। এভারহেলদি, ওয়েলদি হয়ে যাব। কিন্তু এটাও কারোর বুদ্ধিতে বসে (ধারণ) না। দুটো অক্ষরও যদি ধারণ হয় তাও ভালো। আমরা হলাম ভগবান পিতার সন্তান। ভগবানের থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। প্রাপ্ত করেছিলাম, এখন আর নেই আবারও প্রাপ্ত করছি। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারকেও স্মরণ করো। একে অপরকে এই মন্ত্রই দাও, আমি তোমাদের বেহদের পিতা। ধর্ম স্থাপনার জন্য ধাক্কা তো খেতেই হয়। বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে এখন নাটক সমাপ্ত হয়েছে। স্বল্প সময়ই বাকি রয়েছে, যেতে হবে নিজের ঘরে তারপর আমাদের নতুন পার্ট শুরু হবে। এটি বুদ্ধিতে রাখলে খুব ভালো।

বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পদম ভরপুর। এটি হলো বিপুল উপার্জন। স্বয়ং ভগবান এই উপার্জনের রায় (পরামর্শ) দেন। রায় অনুযায়ী চললে স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু স্বর্গেও আবার উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে। এই উপার্জন হল নিঃশব্দে (চুপচাপ) করার। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করো কিন্তু মন সর্বদা সাজনের দিকেই থাকুক, তাহলে তরী পার হওয়া যাবে। এট হলো বিপুল উপার্জন। বাবার সেবায় থাকলে স্বতঃতই (অটোমেটিক্যালি) অনেক আমদানি হতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন এই নাটক সমাপ্ত হয়েছে, আমাদের ফিরে যেতে হবে মুক্তিধামে। এই খুশীতে থেকে পুরাতন দেহের অভিমান পরিত্যাগ করতে হবে।

২) এক বাবার মতানুসারে চলতে হবে। বাবাকে নিজের মতামত দেওয়ার দরকার নেই। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে বাবার থেকে যে শ্রীমত প্রাপ্ত হয়েছে, সেই শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

বরদানঃ:- ভিন্ন-ভিন্ন স্থিতির আসনে একাগ্র হয়ে স্থিত হওয়া রাজযোগী, স্বরাজ্য অধিকারী ভব রাজযোগী বাচ্চাদের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন স্থিতিই হল আসন, কখনও স্বমানের স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও তো কখনও ফুরিস্তা স্থিতিতে, কখনও লাইট হাউস, মাইট হাউস স্থিতিতে, কখনও স্নেহ স্বরূপ লাভলীন স্থিতিতে। আসনে যেমন একাগ্র হয়ে বসে ঠিক সেইভাবে তোমরাও ভিন্ন ভিন্ন স্থিতির আসনে স্থিতিতে স্থিত হয়ে ভ্যারাইটি স্থিতি গুলির অনুভব করো। যখন ইচ্ছা তখনই মন বুদ্ধিকে অর্ডার করো আর সংকল্প করার সাথে সাথেই সেই স্মৃতিতে স্থিত হয়ে যাও। তখন বলা হবে রাজযোগী স্বরাজ্য অধিকারী।

স্লোগানঃ:- বিশ্বস্ত (বফাদার) সে-ই হয় যার সংকল্পেও কোনো দেহধারী আকর্ষণ করতে না পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান মার্গে তোমাদের আচরণ খুব শুদ্ধ হওয়া উচিত। প্রকৃত সত্যিকারের উপার্জনে মিথ্যা বলা, কোনো উল্টো কর্ম করলে লোকসান হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - যে ভাগ্যবান বাচ্চারা উচ্চ পদ পেতে চলেছে তাদের চিহ্ন কেমন হবে ?

*উত্তরঃ - তাদের দ্বারা কোনো খারাপ কাজ হবে না। সমস্ত অস্থি মজ্জা দিয়ে যজ্ঞ সেবা করবে। তাদের কোনো লোভ থাকবে না। ২- তারা খুব খুশিতে থাকবে। মুখ দিয়ে সবসময় জ্ঞান রত্ন বেরোবে। মধুর ব্যবহার হবে। ৩- তারা এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখবে না। তাদের মনে এই ভাবনাই আসবে না যে ভাগ্যে যা আছে দেখা যাবে - বাবা বলেন এমন বাচ্চারা কোনো কাজের নয়। তোমাদের খুব ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ ভিন্ন.....

ওম্ শান্তি । এই গান ভক্তি মার্গের। তোমরা জানো এই গানে আমাদেরই মহিমা করা হয়েছে। ভক্তি মার্গে মহিমা আর প্রার্থনা করা হয়, জ্ঞান মার্গে ভক্তি আর প্রার্থনা করা হয়না। জ্ঞান অর্থাৎ পড়াশোনা, যেমন স্কুলে পড়াশোনা হয়। পড়াশোনায় একটা লক্ষ্য থাকে যে আমি এটা পড়ে অমুক পদ পাব। এই ব্যবসা করব। কেউ আবার মনে করে প্রতারণা করে পয়সা রোজগার করব। অনেকেই পয়সার জন্য মানুষকে ঠকিয়ে থাকে, একে ভ্রষ্টাচার বলে, লুটপাটও করে। গভর্নমেন্টের থেকেও চুরি করে, ধন উপার্জন করে নিজেকে এবং পরিবারের সন্তানদের সুখে রাখার জন্য। পড়াশোনা করায় ভালো বিয়ে হওয়ার জন্য। এখানে তোমাদের পয়সা রোজগার করার কোনো বিষয় নেই। এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হলো পবিত্র। গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পড়াশোনা করতে হবে। কেউ বলে আমি কম উপার্জন করি সেইজন্যই আমাকে ঠকাতে হয়, কি করব! কিন্তু এই জ্ঞান মার্গে এমন ভাবনা আসাই উচিত নয়, নাহলে ভীষণ দুর্গতি হবে। এখানে খুব স্বচ্ছতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবেই পদ পাওয়া যাবে। স্টুডেন্টদের পড়াশোনা ছাড়া আর কোনো বিষয় বুদ্ধিতে থাকা উচিত নয়। নয়তো ভবিষ্যতে উচ্চ পদ কীভাবে প্রাপ্ত হবে ? উল্টো-পাল্টা কাজ করলে পাশ করতে পারবে না। প্রকৃত সত্য উপার্জন করতে গিয়ে কিছু মিথ্যা বললে বা এমন কোনো কাজ করলে (শ্রীমতের বিরুদ্ধে) পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অনেক লোকসান হয়ে যাবে। তোমরা এখানে এসেছ ভবিষ্যতে পদ্ব্যপত্তি হওয়ার জন্য। সুতরাং এখানে কোনো রকম মন্দ ভাবনা আসা উচিত নয়। কেউ চুরিচামারি করলে তার বিরুদ্ধে কেস চলে। যদিও ওখানে কেউ ছাড়া পেয়ে থাকে কিন্তু এখানে ধর্মরাজের শাস্তি থেকে কেউ ছাড়া পাবে না। পাপ আত্মাকে তো অধিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমন কেউ থাকবে না যাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না, মায়া তাদের নিচে নামিয়ে দেয়। কষিয়ে থাপ্পড় মারে। অন্তর্মনে নোংরা ভাবনা চলতে থাকে। এখান থেকে কিছু পয়সা উঠিয়ে নিই.... জানিনা থাকতে পারব কি পারব না! কিছু একসাথে নিয়ে রেখে দিই। এখানে এটা হচ্ছে ঈশ্বরীয় দরবার। রাইট হ্যান্ড আবার ধর্মরাজ, তার শাস্তি তো শতগুণ বেশি হবে। নতুন-নতুন বাচ্চাদের হয়তো জানা নেই সেইজন্য বাবা সাবধান করে দেন। তোমাদের ভাবনা খুব শুদ্ধ হওয়া উচিত। বাচ্চারা লেখে বাবা তোমার আদেশ হলো গৃহস্থ পরিবারে থেকেও শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, কোনো কাজ শ্রীমত ছাড়া করবে না। কিন্তু আমাদের তো অনেক কিছুই করতে হয়। তা না হলে আমাদের চলবে কিভাবে। অল্প উপার্জনে এতো বড় পরিবার কীভাবে চলবে। অনাহারে থাকতে যাতে না হয় সেইজন্য ব্যবসায়ীরা ধর্মের জন্য কিছু ব্যয় করে থাকে। মনে করে আমার দ্বারা যে পাপ কাজ হয়েছে সেটা মিটে যাবে, আমি ধর্মাত্মা হয়ে যাব। ধর্মাত্মা পুরুষের দ্বারা অনেক পাপ কর্ম হয়না, কেননা ধর্মাত্মা পাপকে কিছুটা হলেও ভয় করে। এমনও অনেকে আছে যারা কাজ-কারবার করতে গিয়ে মিথ্যা বলে না। তারা জিনিসের প্রতিটি মূল্য ফিঙ্গ করে দেয়। কলকাতায় একজন বাসন বিক্রেতা ছিল, প্রতিটি বাসনের মূল্য বোর্ডে লিখে রাখত, মূল্য কখনও কম করত না। কেউ-কেউ তো খুব মিথ্যা বলে থাকে। এখানে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পড়াশোনা, তোমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য এই পড়াশোনা করে থাকো। সুতরাং বাবাকে প্রতিটি ব্যাপারে সত্যি বলতে হবে। এমন নয় যে পরমাত্মা সবকিছু জানেন। বাবা বলেন পড়াশোনা করলে উচ্চ পদ পাবে। নয়তো জাহান্নামে (নরক) যেতে হবে। আমি তো বসে-বসে দেখব না যে তোমরা কি -কি পাপ কর্ম করছ। যা কিছু করছ নিজের জন্য। নিজের পদ-ই ভ্রষ্ট করছ। বলাও হয়ে থাকে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা। বাবা এসে পুণ্য আত্মা করে তোলেন, সুতরাং কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়। বাচ্চাদের জন্য তো পাপের শাস্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাবে, খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। এমন ভাবনা আসা উচিত নয় যে যা হবে দেখা যাবে, এখন তো করে নিই। সেই বাচ্চারা কোনো কাজের নয়। এই পুরানো

দুনিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলে যেতে হবে। দেখেও না দেখার ভান করে থাকা উচিত। আমরা অ্যাক্টর, এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। যত বেশি সার্ভিস করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। এখন প্রদর্শনী, মেলার সার্ভিস চলছে। যে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থী হবে তার মনন চলবে যে গিয়ে শুনে আসি, শিখে আসি ভিন্ন-ভিন্ন রীতিতে কীভাবে বোঝাচ্ছে। সে ঘুরে ঘুরে শুনবে যে অমুকে কীভাবে বোঝাচ্ছে। এভাবেই শুনতে-শুনতে বুদ্ধির তালা খুলে যাবে। অনেকেই লেখে প্রদর্শনীতে গিয়ে আমার বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। বাবা কত সাহায্য করেছেন। এইভাবেই বাবা সাহায্য করেন। কিন্তু কেউ-ই বুঝতে পারে না, মনে করে আমি খুব ভালো বুঝিয়েছি। অনেক সাদ্ধা বাচ্চারাই মনে করে সম্পূর্ণ সাহায্য বাবাই করেছেন। প্রদর্শনীর সার্ভিস থেকে অনেক উন্নতি হতে পারে। তোমরা জ্ঞানের সন্তান। বাবার স্মরণে থাকলেই শক্তি পাওয়া যায়। যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে থাকো। শুধুমাত্র এটুকুই যেন স্মরণে থাকে যে আমাকে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে আর শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। শ্রীমতে চললেই উপার্জন হবে। বাকি এই দুনিয়াতে কোনো কিছুই কাজের নয়। সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। তোমরা জ্ঞানের নক্ষত্র, যারা এই ভারতকে স্বর্গ করে তুলছে আর স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হবে এখানেই। যজ্ঞ সেবায় নিজেদের অস্থি বলি দিতে হবে। কোনো কিছুর প্রতি আর লোভ থাকবে না। যার ভাগ্যে নেই, তার দ্বারা খারাপ কাজ হতেই থাকবে। এখানে তোমাদের সুখদাতা হতে হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের সুখদাতা করে তুলতে এসেছি। তোমরাও সুখদাতা হও। তাদের মুখ থেকে সবসময় জ্ঞান রক্ত বেরোবে। খারাপ কোন শব্দ বেরোবে না। মিথ্যা বলার থেকে কিছু না বলাই ভালো। খুব মধুর হতে হবে। মা-বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। বাবার জন্যই বলা হয়েছে যে সঙ্কর নিন্দুকেরা কখনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না ...সামান্য তিক্ততা বা ক্রটিও (অবগুণ) থাকা উচিত নয়। অনেকেই আছে যারা অল্প কিছু না পেলেও বিগড়ে যায়। কিন্তু বাচ্চাদের এটা পরীক্ষা মনে করে শান্ত থাকা উচিত। আগে বড়-বড় ঋষি-মুনিরা বলত যে ঈশ্বরকে তারা জানে না। যদি এরা(সন্ন্যাসীরা) এমনটা বলে থাকে কেউ-ই তবে এদের মানবে না। মানুষ মনে করবে যারা স্বয়ং-ই ঈশ্বরকে জানেনা তারা আবার আমাদের পথ কিভাবে বলে দেবে। আজকাল তো এক-দুইজনের অনেক গুরু আছে। হিন্দু নারীর কাছে তাদের পতি গুরু এবং ঈশ্বর। গুরু যখন হয় সন্নতি দেবে নতুবা পতিত করে তুলবে। তোমরা এখন জেনেছ যত সজনীরা আছে, তাদের গুরু অথবা সাজন(প্রেমিক) একজনই। মাতা-পিতা, বাপদাদা সবকিছুই তিনি। এরা(লৌকিকে বিবাহিত নারীরা) পতির জন্য এই শব্দ ব্যবহার করে। এখানে এসব বিষয় নেই। এখানে পরমপিতা পরমাত্মা তোমরা আত্মাদের পড়ান। আত্মা অতি ছোট যার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। পরমাত্মাও ছোট স্টার, তাঁর মধ্যেও সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে। মানুষ মনে করে পরমাত্মা সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছু করতে পারেন। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন এমনটা নয়। ড্রামা অনুসারে আমারও পার্ট আছে।

বাবা বোঝান – তোমরা আত্মারা সবাই নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই। আত্মা নিজের ভাইয়ের শরীরকে কিভাবে খুন করবে! আমরা সব আত্মাদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, পুরুষ হোক বা মহিলা ...এই দেহ অভিমান ছাড়তে হবে। শিববাবা কত মিষ্টি। আমরাও শিববাবার সন্তান। আমরা সবাই ভাই-ভাই সূতরাং নিজেদের মধ্যে কখনও লড়াই ঝগড়া করা উচিত নয়। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে কখনও লড়াই হবে না। বাবা কি বলবেন! বাবা এতো মিষ্টি আর তাঁর সন্তানরা লড়াই করতে থাকে। এই সময় মানুষের মধ্যে আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান নেই। আমরা আত্মারা পরমাত্মার সন্তান কেন লড়াই করব ? মানুষ তো শুধু এমনই কথার কথা বলে থাকে। তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালী জানো তাইনা। বাবা বলেন – দেহ-অভিমান ত্যাগ কর। আমরা আত্মা, এখন ফিরে যেতে হবে, শুধুমাত্র এই উদ্যোগ থাকতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার মতো মিষ্টি লভলীন অবশ্যই হতে হবে, তবেই বাবা সুপুত্র বলবেন। বলবেন কত লভলী হয়ে গেছে। বাবা কত নিরহঙ্কারী। তিনি বলেন আমি তোমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্কর সবকিছুই আমি। অর্ধকল্প ধরে আমাকে তোমরা স্মরণ করে আসছ বাবা এসো। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত পার্ট আমার। প্রথমে ঘড়ি ছিল না, মানুষ বালির মধ্য দিয়ে সময় দেখত। সায়েন্সের মাধ্যমে যা কিছু তৈরি হচ্ছে, তোমাদের জন্য। এই সায়েন্টিস্টরা কোনো জ্ঞান নেবে না। ওদের আত্মা প্রজার অংশ হবে। প্রজারাই তো প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ করবে তাইনা! রাজা রানী কেবল আদেশ জারি করবে। সূতরাং এরা হারিয়ে যাবে না, এরা অতি চতুর হয়ে উঠছে। চাঁদে যাওয়া ইত্যাদি - 'এসবই চরম লক্ষণ। সায়েন্সও এখন দুঃখের কারণ হয়ে গেছে। ওখানে সব জিনিসই সুখ দিয়ে থাকে। এইসব কিছুই অল্প সময়ের জন্য বেশি থাকে। যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। বাকি সুখ তো তোমরাই ভোগ করবে। তোমরা মাশ্বা বাবা বলো সূতরাং অবশ্যই তাদের ফলো করা উচিত। তোমাদের মুখ দিয়ে সবসময় জ্ঞান রক্ত বের হওয়া উচিত।

মানুষ বলে পাথরও গান গেয়েছিল। প্রথমে তোমরাও পাথর বুদ্ধির ছিলে। বাবা এসে তোমাদের পাথর বুদ্ধি থেকে পারস বুদ্ধি করে তুলেছেন। এখান তোমরা গীতার গান গাইছ। বাকি পাথর বুদ্ধির যারা তারা গান গাইবে না। গীতাকেই গান

বলা হয়। তোমরা এখন পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় জেনেছ। ওরা তো কোনো অর্থই বোঝেনা। রক্তের পরিবর্তে ওরা শুধু একে অপরের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রক্ত রয়েছে নম্বরানুসারে। কারো-কারো মুখ থেকে তো হীরে, মুক্তো বের হয়, তাইতো তোমাদের নীলম (পাথরাজ)পরী, সবুজ (পাল্লা) পরী নাম রাখা হয়... তোমরা পাথর থেকে রক্ত বা পারস হয়ে উঠছো। তোমাদের কাজ হলো যেই আসুক তাকে বোঝানো। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ! যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে এর উত্তর লিখে দিতে না পারবে ততক্ষণ বাবার সাথে মিলিত হওয়া বৃথা যাবে। প্রথমে বাবাকে জানতে হবে তবেই বোঝা যাবে বি.কেরা কার পৌত্রি। লক্ষ্য বড়ই উচ্চ। ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী গরিব থেকে অতি গরিবও পেতে পারে। বিশ্বের মালিক হওয়া কি কম কথা? শুধু শ্রীমতে চলতে হবে। ভগবান স্বয়ং কুর্বান যান বাচ্চাদের জন্য। তিনি নিজেকে ২১ জন্মের জন্য সমর্পণ করে থাকেন। তিনি বলেন বিশ্বের মালিক ভব। তবে নিশ্চয়ই বাচ্চাদের মুখ থেকে জ্ঞান রক্তই বেরোয় তবেই তো ভবিষ্যতে পূজনীয় দেবতা হয়ে উঠবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মিষ্টি (আচরণ) হয়ে, মা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। সামান্য তিক্ততা থাকলেও সেটা বের করে দিতে হবে। বাবার মতো মিষ্টি লভনীয় অবশ্যই হতে হবে।

২) কোনো কাজ শ্রীমত ছাড়া করা উচিত নয়। শ্রীমতেই প্রকৃত উপার্জন হয়।

বরদান:- নলেজফুল হয়ে প্রতিটি কর্মের পরিণামকে জেনে কর্ম করতে সক্ষম মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব ত্রিকালদর্শী বাচ্চারা প্রতিটি কর্মের পরিণাম কি হবে জেনেই তারপর কর্ম করে। তারা কখনও এমন বলে না যে হওয়ার কথা তো ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে, এভাবে বলা উচিত নয়, কিন্তু বলে ফেলেছি। এর থেকে প্রমাণ হয় যে কর্মের পরিণাম না জেনে সরল মনে (বোকামি, সরলতা) কর্ম করে থাকো। সরল হওয়া ভালো কিন্তু অন্তরে সরল হও, কথায় কিস্বা কর্মে হয়ো না। ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রতিটি কথা শোনো আর বলো তবেই বলা হবে সেন্ট অর্থাৎ মহান আত্মা।

স্নোগান:- একে অপরকে কপি করার পরিবর্তে বাবাকে কপি করো, তবেই শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;